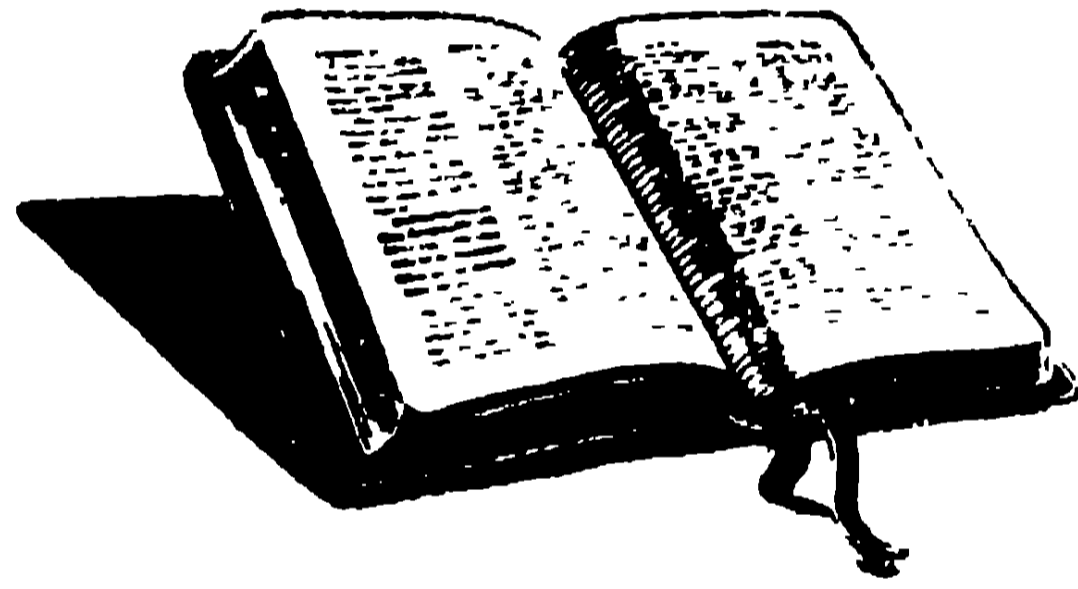


# স্নেহময়ী মায়ের দান



প্রণেতা :  
চার্লস্ এল, টেইলর

**প্রকাশক :**

এ্যাড্ভেন্টিষ্ট ওয়ার্ল্ড রোডিও এর পক্ষে  
বাংলাদেশ এ্যাড্ভেন্টিষ্ট পাবলিশিং হাউস  
বাংলাদেশ ইউনিয়ন মিশন

**এ্যাড্ভেন্টপুর**

১৪৯, শাহ আলী বাগ, মিরপুর -১

ঢাকা-১২১৬

**অনুবাদ :**

পি, হালদার

**সম্পাদনায়ঃ**

এস, বনোয়ারী

**কভার ডিজাইন :**

সমীরণ বারোড়ী

**প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯**

**মুদ্রণ :**

ইউনিক প্রেস

মিরপুর -২ , ঢাকা-১২১৬

## দু'টি- কথা

এই পুস্তকটির প্রণেতা নিঃসন্দেহে একজন বিশিষ্টতম আত্মা-জয়কারী এবং সংগঠক। পনের বছর বয়সে তিনি তার হৃদয় প্রভুকে দান করেন এবং দুই বছর পরে তিনি সমস্তই তার মনোনীত মহান প্রভুর চরণসেবায় উৎসর্গ করেন। শিক্ষাদান তার জীবনের একটি দিক ছিল। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া, জর্জিয়া, ওয়াশিংটন, মিনেসেটা, ওহিয় এবং মিসিগান স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তার শিক্ষক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মিসিগান মহাবিদ্যালয়ে। একটি বৃহৎ স্বাস্থ্যনিবাসে বহু বছর যাজক হিসাবে কাজ করায় তিনি আর্ট ও পীড়িতদের অতি নিকটে আসার সুযোগ লাভ করেন।

প্রণেতার, একজন পরিচ্ছন্ন, দৃঢ়প্রত্যয়-উৎপাদক লেখক হিসাবে একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তার উদ্দীপনা এবং রচনামৌলিকতা, লেখকের ছাপ-সৃষ্টিকারী ক্ষমতা এবং সহানুভূতিশীলতার বিশেষত্বকেই বহন করে। এই পুস্তক প্রণয়নে তার মুখ্য উদ্দেশ্য বাইবেলের সত্যকে একটি নব চাকচিক্যে উপস্থাপনের দ্বারা মানব জাতিকে গোলকধামে পরিচালিত করা।

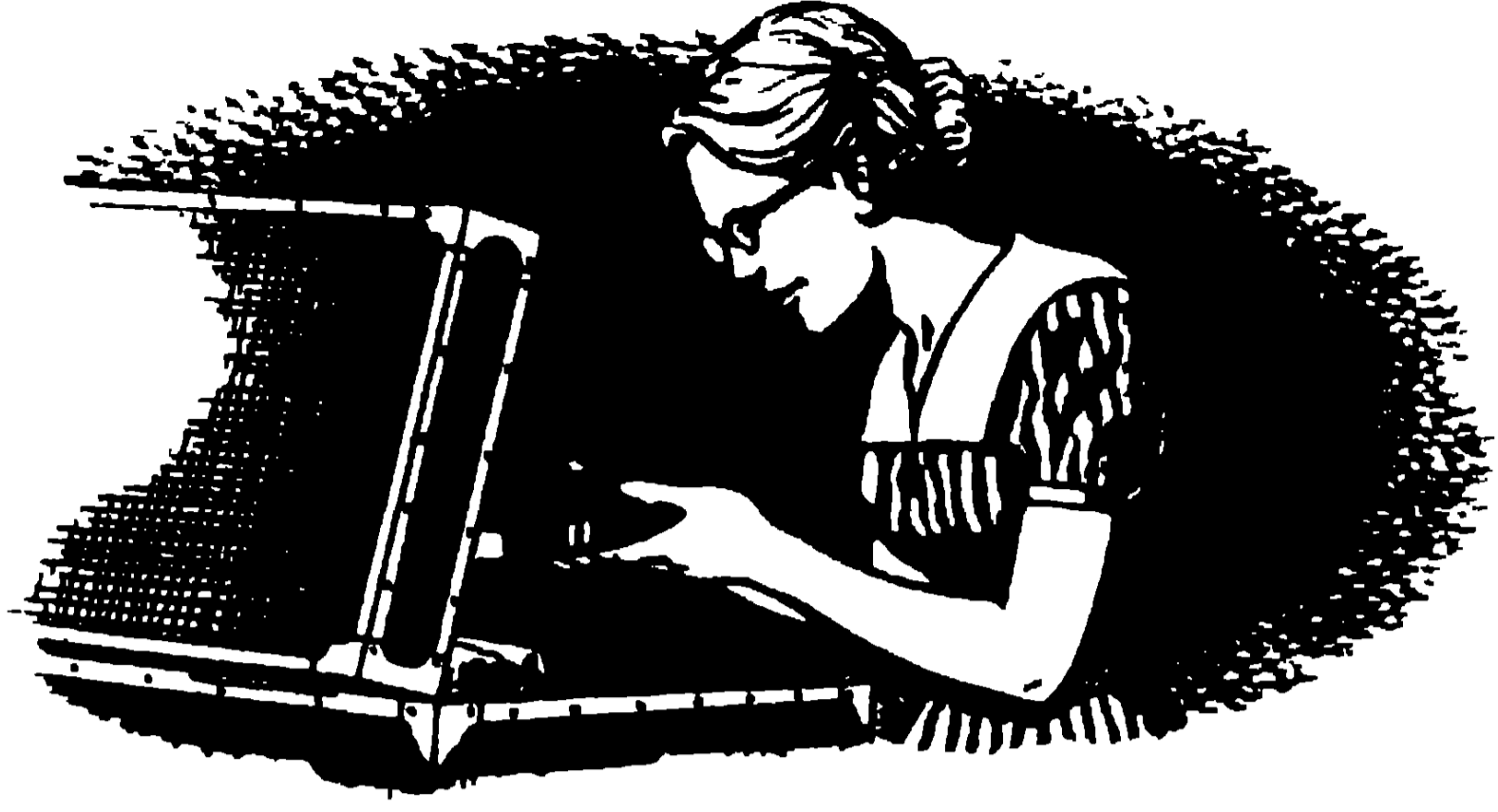
এই পুস্তিকাতে জীবনের এমন কোন পর্ব প্রকাশিত হয় নাই, ঈশ্বরের সত্যের বিপক্ষে এমন কোন অসঙ্গত যুক্তি দেওয়া হয় নাই, যা বারংবার সাক্ষ্য প্রমাণিত হয় নাই।

পুস্তিকাটির ইংরেজী মূলরূপ 'The Marked Bible' এর প্রকাশনা বিশ লক্ষ কপিও বেশী। বহু ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। এর বাংলা রূপান্তর 'স্নেহময়ী মায়ের দান' এই প্রথমবারের মত প্রকাশিত হলো। লেখক সম্পর্কে এই ভাবে বলা যায় :

“তিনি ঐশ্বরিক সত্য দেখলেন কিন্তু বসে থাকেন নাই তা  
জিজ্ঞাসিতে, হয়ত বা অন্যরাও দেখেছে কি না।  
সন্তোষ্ট থাকেন তিনি অন্তরে, ইহা জানিবার কালে  
যীশু হেটে বেড়াতেন ওখানে এখানে এই পাতালে,  
এবং হাটেন তিনি চিরকাল মর্ত্ত মানুষের সাথে  
ইচ্ছা হলো, মানুষ যেন হাটে তাঁরই পথে।  
তিনিই হলেন মোদের সর্বেসর্বা  
সবাই চলে যায় তিনি অধিষ্ঠিতা।

প্রকাশক





প্রথম অধ্যায়

## একটি বিদ্রোহী ছেলে ও একজন মায়ের স্নেহ

“ওকথা আমাকে আব বোলো না, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি আব কখনও বোলো না। আমি খ্রীষ্ট ধর্মের এসব কথা শুনাতে শুনাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি আব এখন এসব সহ্য কবব না। তোমাব যা খুশী তুমি কবতে পার। কিন্তু আমি বলছি তুমি আব এ বাডীতে আমাব জীবনটাকে দুঃসহ কবে তুলনা।” “কিন্তু বাছা, তোমাব বাবাব কথা স্মরণ কব। তাব মৃত্যুব সময় তিনি তোমাব জন্য অনুৰোধ কবে গেছেন। একটু শোন, তিনি তাব শেষ প্রার্থনায় তোমাব সম্বন্ধে একটি কথা বলে গেছেন। তিনি তাব বিছানাব কাছে আমাকে ডেকে নিয়ে শ্বাসকষ্ট কষ্টে বললেন —” “মা, তুমি মনে হয় ভাবছ যে আমি এসব কথা এমনি এমনি বলছি, আব তাই তুমি তোমাব কথা বলেই চলেছ। কিন্তু আমি মনে স্থির কবেছি যে, আমি এই পুরো ব্যাপাবটা এখানেই শেষ কবে দেব। তাছাড়া আমাব বলতে বাধা নেই যে আমি আজ থেকে এক সপ্তাব মধ্যে সমুদ্রে যাচ্ছি। আমি খুব কৃতজ্ঞ হব যদি আমি যে ক’দিন এখানে আছি সে ক’দিন আমাকে একটু শাস্তিতে থাকতে দেও।”

মিসেস উইলসন একজন বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ মা ছিলেন। দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত তিনি পৃথিবীতে একা একা দাবিদ্রব সংগে সংগ্রাম কবলেও তিনি যে মহানগরীতে বাস কবতেন সেখানকাব মন্দ প্রভাব থেকে তিনি সব সময় বিশ্বস্তভাবে তাব সন্তানকে বক্ষা কববাব চেষ্টা কবেছেন। তাব ছেলব অভিযোগ শুনে মনে হতে পারে যে তাকে অনেক কথা বলতে হতো, কিন্তু সেটা ঠিক কথা নয়। একজন মায়ের যেমন কর্তব্য তেমনি ভাবে তিনি তাব ছেলেকে সংযত বাখতেন এবং চাইতেন যেন তাব নিজেব সিদ্ধান্তগুলিকেই মেনে নেয়া হয়। কিন্তু তিনি খুব কম কথা বলতেন, বিশেষভাবে হ্যাবল্ড যখন বয়সে বেড়ে উঠতেছিল এবং যখন তাব আবও স্বাধীনভাবে কাজ কবে একজন বড় মানুষের মত সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন কবতে শুরু কবা উচিত। হ্যাবল্ডেব পিতাব মৃত্যুব সময় হ্যাবল্ড ছিল মাত্র আট বছরব একজন বালক। তাব জন্ম থেকেই

সে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গীকৃত । পিতা মাতার চূড়ান্ত বাসনা ছিল যে, সে যেন সুসমাচারের পক্ষে কাজ করবার জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত হয় । তাবা চেয়েছিলেন যে, সে যেন খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করবার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করে, কারণ তিনিই মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য তাঁর জীবন দিয়েছিলেন এবং তিনি আবার একদিন তার মহিমায এ পৃথিবীতে আসবেন যেন তাঁর লোকদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পাবেন । তাদের আশা ছিল আশীর্বাদযুক্ত এবং তাদের সম্মান কথা দিয়েছিল যে, সে পিতামাতার আশা শেষ পর্যন্ত পূর্ণ করবে । সে দেখতে শুনতে বেশ সুন্দর চেহাৰাৰ ছেলে ছিল এবং ছোটবেলাতেই সে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছিল । তারপরে একটা পৰিবর্তন এলো । দয়ালু এবং সতর্ক স্বামী ও পিতা একটা মারাত্মক বোগে আক্রান্ত হলেন । অনেক মাস পর্যন্ত তিনি বোগশয্যায পড়ে বইলেন । তিনি তার ছেলের শিক্ষার জন্য যে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন তা তার চিকিৎসায় বড় বড় বিল পৰিশোধ করতে ব্যয় হয়ে গেল । শেষ পর্যন্ত সব টাকা খরচ হয়ে গেল । পৰিশেষে তিনি যখন বুঝতে পাবলেন যে তার মৃত্যু আসন্ন তখন তিনি তার স্ত্রী ও পুত্রকে কাছে ডাকলেন এবং আৰ একবার সমবেত ভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন যে, তাবা যে তাদের ছেলেকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছেন তা যেন ঈশ্বর স্বৰ্গে বাখেন এবং তাদের পৰিকল্পনামত ঈশ্বর যেন তাঁর নিজস্ব উত্তম পন্থায় এবং উপযুক্ত সময়ে বালক হ্যাৰল্ডকে খ্রীষ্টের পক্ষে একজন আত্মাজয়ের লোক করেন ।

“ঈশ্বর কি শোনে ? তিনি কি উত্তর দেন ?” এই প্রশ্নগুলিই মিসেস উইলসনের মনে বিগত দু'বছরেরও অধিক সময় যাবত বাব বাব উঁকি মাৰছিল । তার সমস্ত বিনতি, তার সমস্ত চোখের জল ও তার সমস্ত চেষ্টা সাত্ব ও জাগতিক বন্ধু-বান্ধবের প্রভাব ক্রমশঃ এবং নিশ্চিতভাবে তার ছেলেকে ঈশ্বরের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল । দিনের পর দিন সে এমন মনোভাব প্রকাশ করতে লাগল যে ঈশ্বর ও সত্যের বাক্য সম্পর্কিত কোন কিছুতেই তার কচী নেই । যখন এই কাহিনী লেখা শুরু করা হয়েছে তখন হ্যাৰল্ড বীতিমত একজন মাদকাসক্ত, একজন জুয়াড়ী ও একজন চোর । তার মধ্যে তাৰই বংশের একজন পূৰ্বপুরুষ বা পিতামহের চবিত্র অবিচ্ছিন্নভাবে ফুটে উঠল, যিনি তার জীবনে নাস্তিকতা, ঈশ্বর-নিন্দা, মাতলামি ও খুনখাৰাবির জন্য কুখ্যাত ছিলেন এবং যিনি ফাঁসিকাঠে ঝুলে তার জীবনের পৰিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন । মিসেস উইলসন যখন ভাবছিলেন যে, তার পুত্রের জীবনে হযত শাস্ত্রের এই বাক্য পূর্ণ হতে চলেছে, যে পিতৃপুরুষদের অধার্মিকতা সম্মানদের উপরে তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত বর্তায়, তখন তার অন্তরে ভিতরে ভেংগে পড়তেছিল এবং তিনি ক্রমেই নিরাশ হয়ে পড়ছিলেন ।

মিসেস উইলসনের বাড়ীর পাশেই সম্প্রতি একটা অপবাধের ঘটনা ঘটেছিল এবং তার মনে সন্দেহের দানা বেধে উঠতেছিল তাই তিনি আৰ একবার তার ছেলের সংগে কথা বলতে বাধ্য হলেন । তার অন্তরে তিনি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে

তাব ছেলে এই ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে পারে, কিন্তু চিন্তাটা তাকে এতই নিষ্ঠুরভাবে আঘাত কবতে ছিল যে তিনি নীবব থাকতে পাবলেন না । তাই তিনি কথা বললেন । কিন্তু যখন তিনি তাব সংগে কথা বললেন তখন নৈবাস্যেব শেষ প্রবল আঘাতটি নেমে এলো । তাকে বলা হলো যেন তিনি আব কোন সময় ভাল জীবনেব কথা না বলেন । বহুত পক্ষে সে বকম সুযোগও তাব থাকাব কথা নয়, কাবণ হ্যাবল্ড তাব সমুদ্রে যাবাব ইচ্ছা আগেই প্রকাশ কবেছিল । মাঝখানে কয়েকদিন মাত্র সময় হাতে ছিল । তাছাড়া খুব সম্ভবতঃ আইনেব হাত এডাবাব জন্যই সে একটা অজুহাত দিয়ে যাচ্ছিল । “হায় আমাব ছেলে, হায় আমাব ছেলে । আমি কতবাব প্রার্থনা কবেছি যেন তুমি একজন মহান ঈশ্বব-ভীক লোক হও । আমি সব সময় ঈশ্ববেব কাছে প্রার্থনা কবেছি যেন তিনি তোমাকে তাব কাজেব জন্য গ্রহণ কবেন । তোমাকে জগৎ থেকে দূবে সবিয়ে বাখবাব জন্য আমাব জানা সব ব্যবস্থা আমি গ্রহণ কবেছি । আমি আশা কবেছিলাম এবং বিশ্বাস কবেছিলাম যে তুমি বক্ষিত থাকবে । কিন্তু আজ তুমি একজন অপবাসী, একজন ঈশ্বববিহীন দৃষ্ট লোক । তুমি ধর্মবিশ্বাসকে ঘৃণা কবছ । তুমি আমাব কাছ থেকে এমন ভাবে ফিবে গেলে যেন আমি তোমাব একজন ঘোবতর শত্রু । হায় আমাব হ্যাবল্ড, আমাব মানিক, আমি কি তোমাকে ত্যাগ কবব ?” তাব ছেলে যখন এবকম নির্মমভাবে বলে গেল যে তাব কাছে যেন খ্রীষ্টিয় প্রত্যাসাব কথা আব কখনও না বলা হয় । তখন মিসেস উইলসন তাব মনেব দুঃখে নিজেই নিজেব কাছে এভাবে কথা বলছিলেন ।

তাব মা যখন শোক কবেছিলেন আব কাঁদছিলেন তখন হ্যাবল্ড বেশ হই-হল্লা কবে মদ খাচ্ছিল । সে এক পৈশাটিক উৎসাহে তাব সংগীদেব উচ্ছৃঙ্খল আমোদ প্রমোদে যোগ দিচ্ছিল এবং একাধিকবাব সে তাব পিতামাতাব প্রত্যাসাকে প্রকাশ্যে নিন্দা কবেছিল । সে মদ খাচ্ছিল আব অভিশাপ দিচ্ছিল । এমনকি সে সর্বশক্তিমানকে সংগ্রামী আত্মান জানিয়ে বলছিল যে তাব যদি অস্তিত্ব থাকে তাহলে তিনি যেন সাহস কবে এসে তাকে আঘাত কবে মাটিতে ফেলে দেন । এতদূব পর্য্যন্ত হ্যাবল্ডেব পতন হয়েছিল । ঈশ্বব কি শোনেন ? ঈশ্বব কি উত্তব দেন ? একজন মায়েব প্রার্থনা কি উপেক্ষিত হয়েছে ? এই সমস্ত বছবগুলিব পবিশ্রম ও ত্যাগ এবং একাগ্রতাও বিশ্বাস কি সব বৃথায় গিয়েছে ? না, তা হয়নি, ঈশ্ববকে ধন্যবাদ দেও ।

হে মায়েব মন, তুমি ভেবনা যে  
 ঈশ্বব তোমাব ক্রন্দন শোনেন না ।  
 তোমাব স্বার্থ তো তাঁবই স্বার্থ  
 আব তিনি কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন ।  
 তিনি শুনছেন, অপেক্ষা কবেছেন ও প্রমাণ কবতে চাইছেন  
 যে তিনি ঈশ্বব, তোমাবই ঈশ্বব, তোমাবই ভালবাসাব ঈশ্বব  
 তাহলে সন্দেহ করোনা বা নিবাস হয়োনা  
 অন্ধকার ও আলোর মাঝে বিশ্বাসে অটল থাকো

তার সময় মেনে নিতে ভয় কারোনা  
তিনি নিশ্চয়ই সঠিক কাজটি করবেন  
তিনি তোমার অন্তরের গোপন বহস্য জানেন  
তোমার ছেলেকে একদিন মুহু কবা হবে ।

শ্রেহময়ী মায়ের কাছে এটা ছিল এক সাংঘাতিক সময় । ভারী বোঝায় যেন তিনি ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছিলেন । কোথায়ও উজ্জ্বল দিনের আশার আলো দেখতে না পেয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং স্বপ্ন দেখলেন । তিনি দেখলেন অনন্তকালের যেন ভোর হয়ে গেছে । পৃথিবী নূতন হয়ে গেছে । অভিশাপের সব চিহ্ন চলে গেছে । পাপ ও তার সব পবিণতি চিরদিনের জন্য দূর হবে দেখা হয়েছে । তিনি মুক্তিলাভকে দেখতে পেলেন । তিনি সকল যুগের সাধুদের দেখতে পেলেন । তিনি ভাবও দেখলেন যে খোজুব পাতা ও বীণা হাতে করে হাস্য লোকের জনতা সেখানে রয়েছে । ক্ষয়কালের জন্য নিবাস হয়ে যাবার আগেই তার প্রথম জীবনের সাথী এসে তার পাশে দাঁড়ালেন । সেই উজ্জ্বল পুরুষ তার মুখের দিকে তাকালেন এবং তার পর ১৫ম আনন্দে পূর্ণ হয়ে বললেন এই তো হ্যাবল্ড এখানেই আছে " । তাদের উভয়ের চোখে দৃষ্টি মূল্যবান ছিল, গানের সুরে তার উত্তর এল, "হ্যা বাবা, আমি এখানেই আছি " । তখন উজ্জ্বল গীটের মূর্তিতে পবিণত হয়ে তাদের ছেলে এসে তাদের সামনে দাঁড়াল ।

"হ্যাবল্ড, হ্যাবল্ড, ধন্য ঈশ্বর । আমার পিতা আমার কৃপা শুনেছেন, তিনি উত্তর দিয়েছেন । হায় হায়, আমি মনে করছিলাম তুমি আসবে না । প্রভু কি করে তোমাকে খুঁজে পেলেন, আর কি করেই বা তিনি তোমাকে মুক্তি দিলেন । " "মা, তোমার কি সেই দাগ দেখা বাইবেল খানার কথা মনে আছে, যেখানে আমার সমুদ্রে যাবার দিনে তুমি আমার জিনিষ পত্রের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন ? যে কথাগুলি তুমি বইখানার মধ্যে লিখে রেখেছিলেন এবং সে সংগে বইখানার নিজস্ব কথাগুলি আমার কঠিন হৃদয়কে ভেঙে চুবুমাৰ করে দিয়েছে এবং যে পর্যন্ত আমি আমার ক্লান্ত দেহমনকে তাঁর পায়ে সমর্পণ না করেছি সে পর্যন্ত আমি বিশ্বাস পাইনি । তিনিই আমাকে হলে এনেছেন এবং সঠিক পথ শিক্ষা দিয়ে এই উত্তম দেশে আমার আত্মাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন । "

মিসেস উইলসন টের পাননি যে কতক্ষণ তিনি ঘুমিয়েছিলেন । কিন্তু তিনি যখন জেগে উঠলেন তখন মধ্যরাত পাব হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি শুনতে পেলেন যে হ্যাবল্ড টলতে টলতে তার শোবার ঘরের দিকে যাচ্ছে । কিন্তু কেন যেন তার ছেলের এই ভারী পদক্ষেপেও টলতে টলতে চলা আর তাকে কষ্ট দিতে পারছিল না । তিনি স্বপ্নে বিশ্বাস করার মত লোক ছিলেন না । যে সুন্দর দৃশ্য তিনি তার মানসিক চোখে দেখলেন তাকেও তিনি ঠিক ঈশ্বরদত্ত বলে মনে করলেন না । কিন্তু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার এই ধারণা হলো যে এটা ভালবাসার এক নূতন ধরনের কাজ । তিনি আবার প্রত্যাশার এক নূতন



ভিত্তি বা সম্ভাবনার এক নূতন দর্শন লাভ কবলেন, এবং মায়েব স্বভাবসিদ্ধ ব্যস্ততায় তিনি তখনই তাব পৰিকল্পনা তৈৰী কৰে ফেললেন কিভাবে এই ধাৰণাকে বাস্তৱে কপ দেয়া যায় ।

সেই নূতন দিনটিব কি চমৎকাৰ উদ্দেশ্যই না ছিল যখন তিনি তাব বৈদেশিক জীৱনেৰ ক্ষুদ্ৰ অৰ্থ, বহু দীৰ্ঘ ও ক্লান্ত দিনেব সঞ্চয় নিয়ে সেই শহৰেব বাস্তায় কোঁৱৰে পাত্ৰলেন, এবং সেই ক্ষুদ্ৰ অৰ্থ দিয়ে হ্যাৰল্ডেব জন্য একখানা বাইবেল কিনলেন । যা পাওমা গেল তাব মধ্যে সবচেয়ে ভাল বাইবেল খানা কিনলেন এবং ভবিষ্যৎ দুদিনেব জন্য কিছুই অবশিষ্ট ৰাখলেন না, কাৰণ তাব কাছে তাব নিজেব জীৱনেব চেয়ে তাব পুত্ৰেব জীৱন অধিক মূল্যবান ছিল । যখন মিসেস উইলসন বই খানাৰ মধ্যে তাব সুন্দৰ নকশা আঁকা শেষ কবলেন তখন বাইবেল খানা কি অদ্ভুত সুন্দৰই না হয়েছিল । অতি সাবধানে তিনি বই খানাৰ আদিপুস্তক থেকে প্ৰকাশিত বাক্য পৰ্য্যন্ত সেই সমস্ত অংশগুলিতে দাগ দিলেন যেগুলি তাব বিশ্বাস অনুযায়ী তাব ছেলেব হৃদয়েব কাছে একদিন আনন্দন জানাবে, তাব পৰিকল্পনাৰ অন্তৰ্ভুক্তী শাস্ত্ৰাংশগুলি ও চিহ্নিতস্থানগুলি এখানে উল্লেখ কৰা সম্ভৱ নয়, কিন্তু এটুকু বলাই যথেষ্ট হৰে যে কেবলমাত্ৰ একজন বুদ্ধিমতি, স্নেহময়ী ও প্ৰাৰ্থনাশীল মায়েব পক্ষেই এবকম আত্মাজয়েব একটা পৰিকল্পনা কৰা ও তা এত চমৎকাৰভাবে বাস্তৱায়িত কৰা সম্ভৱ ছিল ।

মায়েব পবিত্ৰ গোপন চিন্তাগুলি জোব কৰে প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা না কৰেও বলা যায় যে দুটি শিক্ষাৰ উপৰে গুৰুত্ব দেয়া হয়েছিল – পৰিপূৰ্ণ মুক্তিদাতা হিসাবে যীশুৰ উপৰ বিশ্বাস স্থাপন কৰা ও তাঁৰ সব আদেশেৰ প্ৰতি বাধ্য থাকা । মিসেস উইলসন শিক্ষালাভ কৰেছিলে য়ে শাস্ত্ৰেব মধ্যে যীশুই একমাত্ৰ মশীহ বা মুক্তিদাতা ; তিনিই জগত সৃষ্টি কৰেছে, তিনিই নবীদেৰ মধ্য দিয়ে কথা বলেছে, তিনিই গোষ্ঠীপতিদেৰ সংগে আলাপ কৰতেন, তিনিই সীনয় পৰ্বতে ব্যবস্থা বা দশ আজ্ঞা দিয়েছিলে, তিনিই ইত্ৰায়েল জাতিকে প্ৰতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে গিয়েছিলে, তিনিই আদম, হনোক, নোহ, অব্ৰাহাম, মোশি ও দায়ুদেৰ সংগে কথা বলতেন ও চলাফেৰা কৰতেন । তিনি বুঝতে পেৰেছিলে য়ে যীশুই সেই মেঘশাবক যাকে জগতেৰ ভিত্তিমূল থেকে হত্যা কৰা হয়েছিল এবং সেজনা কালভেৰীৰ সময়েৰ আগে ও পৰে মানুষেৰা তাঁৰ মধ্য দিয়েই পবিত্ৰাণ পেৰে আসছে । মিসেস উইলসনেৰ কাছে সম্পূৰ্ণ বাইবেল খানাই যীশুৰ পুস্তক অৰ্থাৎ পাপীদেৰ বন্ধুৰ একমাত্ৰ কাহিনী ।

মিসেস উইলসন চেয়েছিলে য়ে হ্যাৰল্ড যখন বই খানা খুলবে তখন যেন সে কাহিনীৰ মধ্যে সব জায়গায় খ্ৰীষ্টকে দেখতে পায়, তাব গলাব স্বৰ শুনতে পায়, তাঁৰ ভালবাসা জানতে পাৰে এবং তাৰপৰ তাঁৰ জন্য কাজ কৰতে উৎসাহী হয় । এই পৰিপ্ৰেক্ষিতে এটা খুবই স্বাভাবিক য়ে তিনি দশ আজ্ঞাৰ দাবীগুলিকে স্পষ্ট কৰে তুলে

ধবতে চেয়েছিলেন । খ্রীষ্ট যদি এগুলি বলে থাকেন এবং তাবপর মানুষের হৃদয়ে সেগুলি লিখে দেবার জন্য যদি তিনি মৃত্যু বরণ করে থাকেন তাহলে পরিত্রাণ লাভের জন্য কি এগুলি অপরিহার্য্য নয় ? পুস্তক খানার প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় মিসেস উইলসন তার নিজের যে কথাগুলি লিখেছিলেন যার উপরে লিখবার সময় হঠাৎ তাব এক ফোটা চোখের জল পড়ে দাগ সৃষ্টি করেছে তা হল এই :

“শ্লেহেব হ্যারল্ড,

আমি তোমায় ভালবাসি ও সবসময় ভালবাসব । কিন্তু একজন আছেন যিনি তোমাকে আমার চেয়েও বেশী ভালবাসেন এবং যার ভালবাসার শেষ নেই , আব তিনি হলেন যীশু । তুমি এখন তাঁকে ভালবাসতেছ না, কিন্তু আমি প্রার্থনা কবছি যেন তুমি দেখতে পাও যে তিনি কত ভাল এবং শেষে তুমি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কব । এই পুস্তক খানা তাঁব কাছ থেকে এসেছে এবং আমি এখানা তোমাকে দিচ্ছি । তুমি দয়া কবে তাঁব উদ্দেশ্যে ও আমাব উদ্দেশ্যে এই বই খানা পড় । এব মধ্যকাব প্রতিজ্ঞাগুলি সবই নিশ্চিত । এগুলি যখন তুমি মনেপ্রাণে গ্রহণ কববে, তখন সেগুলি তোমাকে নূতন, পবিচ্ছন্ন, বলবান ও বিজয়ী করে তুলবে ।

তোমার শ্লেহময়ী “মা”

হ্যাবল্ডেব বিদায় নিয়ে চলে যাবাব প্রায় আগেব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই দাগ দেয়া বাইবেল খানা গোপনে অপেক্ষা কবছিল, এবং তাবপর যখন কোন কাজ উপলক্ষে সে একটু দুরে গেল তখন চোখেব আড়ালে এটাকে গুটিয়ে তাব বাস্ত্রের এক কোণায় বেখে দেয়া হোল ।

“বিদায় মা”

মাও বললেন “বিদায় বাবা” এবং হ্যাবল্ডেব গলা জড়িয়ে ধবে দীর্ঘ বিদায়ী আলিঙ্গন করলেন । চোখে জল আসতেছিল কিন্তু আগেব বাবেই তিনি তাব মনকে দূচ করে ফেলেছিলেন, তাই তাব মুখমণ্ডলে বরং এক শান্ত হাসি দেখা দিল ।



দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রভাতে একজন ঈশ্বরভক্ত জাহাজের কাপ্তেনের প্রার্থনার উত্তর

মে মাসেব এক উজ্জ্বল 'আলাস্কা ট্রান্সপোর্ট' নামক এক খানা জাহাজে এক জন সাধাবণ ডেক কর্মচারী হিসাবে হ্যাবল্ড উইলসনকে নিয়ে গোল্ডেন গেটের ভিতর দিয়ে মেলবোর্ণের দিকে বওনা কবল। হ্যাবল্ডেব কাছে এটা ছিল একটা বিষাদের দিন। তার কঠিন জীবনের বাহ্যিক দুঃসাহসিকতা থাকা সত্ত্বেও তার অন্তরের গভীরে বালকসুলভ কোমলতার মত কিছু একটা ছিল যা সে তাড়িয়ে দিতে পারছিল না। প্রকাণ্ড জাহাজ খানা যখন তার শক্তিশালী পাখাব জোরে গতি লাভ কবল এবং দ্রুত বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল আর নিজ দেশের তীব্রগুলি যখন ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল তখন বহু বছরের মধ্যে প্রথমবার হ্যাবল্ডের জীবনে মায়ের স্মৃতি কিছুটা মূল্যবান বলে মনে হলো। সে চলতে পারল না। কেন, কিন্তু সে এখন তার নাগালের বাইরে। সে এখন এমন জায়গায় যেখানে সে তার মায়ের উপস্থিতি উপলব্ধি কবতে পারেনা। তার মানসিক চোখে তার মা এখন এক ভিন্ন রূপ ধারণ কবলেন। আর যাই হোক তার মা দেখতে বেশ সুন্দরী ছিলেন। জাহাজেব পিছনে সেটির চলে যাবার দাগের উপর দিয়ে যদি ফিরে যাবার একটা পথ করে নেয়া যেত তাহলে সে আনন্দের সংগে তক্ষুনি ফিরে যেত।

অবশ্য এই অনুভূতিটা ছিল কেবল অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে মায়ের ভালবাসা সন্তানকে আকর্ষণ করার মত সময় একেবারেই অতিবাহিত হয়ে যায়নি। আর এই কোমল অনুভূতিকে স্পর্শ কবে এবং এত ভিতর দিয়ে কাজ করেই বিধাতাকে এমনভাবে হ্যাবল্ড উইলসনকে প্রভাবিত কবতে হবে যাতে সে তার পাপকাজগুলি ত্যাগ করে। যুবকের গাল বোয়ে যে অশ্রুধারা নেমে এসেছিল তা খুব তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা হলো। সে দৃঢ়সংকল্প হয়ে জোর চেষ্টা করল যাতে মায়ের প্রার্থনা ও তার সব উদ্দেশ্য মন থেকে দূর করে দেয়া যায়। সে নিজেই নিজেকে বলল

“সাহস কৰ, তুমি এখন বড় হয়ে শিশুৰ মত কৰো না।” আৰু সত্যই মনে হলো সে তাৰ ভুলে যাবাৰ সংকল্প সফল হলো।

সম্ভাষণতঃ যেমন হয়ে থাকে ‘আলাস্কা ট্ৰান্সপোর্ট’ জাহাজেৰ নাৱিকবাও তেমনি বিভিন্ন দেশেৰ মিশ্ৰবৰ্ণেৰ লোক ছিল। তাৰা এমন হতছাড়া ছিল যে তাৰা মদ্যপান, ঈশ্বৰ নিন্দা ও ধৰ্মেৰ সমালোচনাৰ পটু ছিল। তাৰেৰ মধ্যে হ্যাৰল্ড সানন্দে অৰ্জনন্দিত হলো। “আবে, এটা কি?” হ্যাৰল্ড তাৰ একটা পোষাকেৰ খোঁজ কৰছিল। সে যখন তাৰ নাৱিকেৰ সিন্দুক থেকে সেটা টান দিল তখন একটা পোটলা মোৰোৰ উপৰ পাড়ে গেল। সে বলে উঠল, “আমি তো এটা আগে কখনও দেখিনি” সে তাডাতাডি মোডকটা খুলল। “একটা বাইবেল, একটা বাইবেল। মা কি আমাকে এতই মূৰ্খ ভেবেছে যে আমি এবকম কোন বাজে জিনিষেৰ পক্ষ নেব? তাৰ চেয়ে বল, এটা একটা দেখতে সুন্দৰ পোষাকী বই। আমি ভাবছি এটাৰ মূল্য কত হতে পাৰে। আমাৰ মত লোকেৰ সম্পদ হবে এটা, কি মজাৰ কথা! হ্যাৰল্ড উইলসন, যে একজন পৰিচিত মদ্যপায়ী, তাৰ উপৰ একজন চোৰও বাটে, আৰু তাৰ কাছে সমুদ্র যাত্ৰায় থাকবে একখানা বাইবেল। আমি অনুমান কৰি আমি ছেলেদেৰ কাছে প্ৰচাৰ কৰাৰ চাকৰিটা চাইব।”

একখানা বাইবেলেৰ ভিতৰটা দেখতে কেমন তা দেখাৰ জন্য সে বাইবেলখানা খুলল, আৰু সেখানেই সে তাৰ স্নেহময়ী মায়েৰ অতি পৰিচিত হাতেৰ লেখায় এই কথাগুলি দেখতে পেল, “স্নেহেৰ হ্যাৰল্ড”। তাৰ গলাৰ মধ্যে কি যেম একটা আটকে যাচ্ছিল। এক মুহূৰ্ত্তেৰ জন্য সে তাৰ শিশুকালেৰ দিনগুলিত চলে গেল, সে নিজেকে তাৰ নিৰ্দোষ অৱস্থায় দেখতে পেল, সে যেন সেই স্নেহ ভালবাসাৰ কথাগুলিকে উপভোগ কৰছে, যোগুলিকে সে এতদিন পর্যন্ত ঘণাভবে প্ৰত্যাখ্যান কৰে আসছে। আৰাৰ অপ্ৰত্যাশিতভাৱে চোখে জল এল এবং গাল বেয়ে নীচে পড়ল। সহজাত আবেগেৰ বশে সে তাৰ মুখ ঘূৰিয়ে নিল পাছে সংগী নাৱিকবা কেউ তাৰ এই দুৰ্বলতা দেখে ফেলে। কিন্তু বই খানাৰ প্ৰথম পৃষ্ঠায় তাৰ মায়েৰ লেখা সংক্ষিপ্ত কথাগুলি পড়বাৰ ইচ্ছাকে সে বাধা দিতে পাৰল না। আৰাৰ বই খানাকে রেখে দিতেও পাৰল না। সে সেটা নীচে ছুড়ে ফেলে তাৰ পৃষ্ঠাগুলিকে একটাৰ পর একটা উলটিয়ে দেখতে লাগল। সে তাৰ মায়েৰ কোমল হাতেৰ দাগ দেয়া চিহ্নগুলি দেখতে পেল। কেবল যে অংশগুলিতে দাগ দেয়া হয়েছিল তা নয়, কিন্তু সেই প্ৰসংগে পৃষ্ঠাৰ ধাৰে সত্যেৰ বাক্যও সতৰ্ক কৰে উপদেশ বাক্য ও লেখা ছিল যা কেবল তাৰ মায়েৰ মত লোকেৰ পক্ষেই লেখা সম্ভব ছিল।

সে চিৎকাৰ কৰে বলে উঠল “আমি এ জিনিষ চাইনা। এই দুঃসহ জিনিস কি আমি যেখানে যাব সেখানেই প্ৰেতাৰুৰ মত আমাৰ পেছনে যাবে?” বই খানা বাৰেৰ মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এবং তাৰ ঢাকনাটা ধপাস কৰে বন্ধ কৰে সে রাতেৰ বিশ্ৰাম নিতে গেল। প্ৰায় একমাস অতিবাহিত হয়ে গেল এবং মাসটা বেশ কঠিনই ছিল। যাত্ৰাটা

ছিল অশান্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে এবং একাধিকবার জাহাজের আসন্ন বিপদ দেখা দিল। এব পাৰে জাহাজের খোলের মধ্যে আগুন ধৰে গেল। 'আলাস্কা ট্ৰান্সপোর্ট' জাহাজ খানাব মাল হিসাবে প্ৰচুৰ কেবোদিনা তেল বোঝাই কৰা ছিল, এবং আগুন লাগাব অৰ্থ হৰে জাহাজেৰ সকলেৰ নিশ্চিত মৃত্যু। তাই জাহাজেৰ মাল সেই তেলেৰ কাছে আগুনেৰ শিখা পৌঁছবাৰ আগে তাৰা বাস্তৱ হায়ে এক শক্তিশালী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী গঠন কৰে কাজ শুৰু কবল। জাহাজেৰ প্ৰধান দায়িত্ব নিৰ্বাহ ছিলেন কাপ্তেন মান। তিনি ছিলেন একজন খ্ৰীষ্টিয়ান। তিনি কম কথা বলাতন এবং তাৰ ব্যক্তিকে তাৰ সব লোকোৰা শ্ৰদ্ধা কবত। জাহাজেৰ সব শ্ৰেণীৰ নাৰিকদেৰ মধ্যে তিনি ছিলেন শিষ্ট, মাহসী, ধীৰ স্থিৰ, মার্জিত এবং সকলেৰ চেয়ে চান্দা প্ৰকৃতিৰ। তিনিশ বছৰেৰ বেশী সময় যাবত তিনি জাহাজেৰ কাপ্তেনেৰ কাজ কৰাছেন, কিন্তু এটাই তাৰ আগুন লাগা জাহাজেৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা।

"আগুন, আগুন" বলে চিৎকাৰ শোণামাত্ৰ তাৰ মধ্যকাৰ সৃষ্টি জাগ্ৰত হলো। যদিও অবস্থাৰ বিপদ দেখে তাৰ মতাব টলমল কৰে উঠল, তবুও তিনি শান্তভাবে দ্ৰুত সকলকে নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান নিতে বলে গেলেন। কাপ্তেন মানেৰ মধ্যে এই বিপদেৰ সময় এমন কিছু ছিল যাব ফলে সকলে বিশ্বাস সহকাৰে আগুনেৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কবল। বিশেষভাৱে হ্যাৰল্ড উইলসন এই লোকটিৰ সাহস ও আত্মবিশ্বাস ভাল কৰে লক্ষ্য কৰে দেখল। কিন্তু কাপ্তেন হঠাৎ অদৃশ্য হায়ে গেলেন। সংগে সংগে যে নৃতন জৰুৰী পৰিস্থিতি দেখা দিল তাতে কাপ্তেনেৰ প্ৰথম সহকাৰীৰ প্ৰয়োজন হলো যেন তিনি কাপ্তেনেৰ সংগে পৰামৰ্শ কৰেন। কাপ্তেনকে খুঁজ বাৰ কববাৰ জন্য হ্যাৰল্ড উইলসনকে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

ভায়ে বিবৰ্ণ হায়ে যুবক কাপ্তেনেৰ কামবাৰ কাছে গেল। সে দেখল দৰজাটা ভেজানো। সে তাৰ সংবাদ দেবাৰ জন্য তাকে ডাকতে যাচ্ছিল। এমন সময় ভিতৰ থেকে এক স্বৰ শুনাতে পেয়ে সে থমকে দাঁডাল। এটা ছিল প্ৰাৰ্থনাৰ আওযাজ। নিশ্চিত হবাৰ জন্য সে দৰজাটা ঠেলে আৰ একটু ফাঁক কবল। কি আশ্চৰ্য্য, কাপ্তেন হাটু গেড়ে আছেন, তাৰ সামনে তাৰ বাইবেল খোলা বায়েছে, আৰ তাৰ মুখ উপবেৰ দিকে ফেবানো। জাহাজে ইঞ্জিনেৰ আওযাজ ও লোকদেৰ হৈ -- ছল্লবেৰ শব্দেৰ জন্য হ্যাৰল্ডেৰ আগমন লক্ষ্য কৰা যায়নি, তাই কাপ্তেন তাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে চললেন আৰ হ্যাৰল্ড বিস্মিত হায়ে মস্তমুঞ্চেৰ মত দাঁডিয়ে বইল। প্ৰাৰ্থনা একটা উত্তৰদানকাৰী বজ্জু স্পৰ্শ কবল। আৰ কৰাবেনাই বা কেন? এটা ছিল এমন এক প্ৰাৰ্থনা যাব উত্তৰ দিয়ে বাইবেলেৰ ঈশ্বৰ তাৰ প্ৰতিজ্ঞা পূৰ্ণ কৰাবেন এবং নাৰিকদেৰ জীবন বক্ষা কৰবেন। কিন্তু হ্যাৰল্ড উইলসন এমন একজন লোক ছিল যাব জীবনটা ছিল অনিশ্চিত। তাৰ জীবনে এই প্ৰথমবাৰ সে একজন প্ৰাৰ্থনাৰত লোককে দেখে আনন্দিত হলো। কাপ্তেন মানেৰ



বাইবেলের পাঠ্যাংশ ছিল গীতসংহিতা ১০৭ : ২৩-৩১ পদ । এই আশ্বাসবাণীই তাব এখনকার সাস্তুনা । ঝড় হোক বা আগুন হোক তাতে কিছু আসে যায়না, ঈশ্বর তাদেরকে দুর্দশা থেকে উদ্ধার করে তাদের “অভিষ্ট প্রোতশ্রয়ে” নিয়ে যাবেন । হ্যাবল্ড উইলসন শুনতে পেল যে কাপ্তেন মান এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কববার জন্য প্রার্থনা কবছেন । কিন্তু বিশ্বাসের কথা হলো এই যে মিসেস উইলসন তাব ছেলেকে যে বাইবেলখানা দিয়েছিলেন তাব মধ্যকার দাগানো অংশগুলির মধ্যে এই গীতসংহিতা ১০৭ : ২৩-৩১ পদগুলিও দাগানো ছিল ।

### কাপ্তেনের প্রার্থনার কি সত্যই উত্তর পাওয়া যাবে ?

হ্যাবল্ডের কেবল একমুহূর্ত অপেক্ষা কবতে হয়েছিল, কাবণ কাপ্তেন মান দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন এবং তাব বিপদজনক কর্তব্যে ফিরে যাবার জন্য বওনা দিলেন । হ্যাবল্ড তার সংবাদ জানিয়ে তাডাতাড়ি তাব অবস্থানে ফিরে গেল । বীবত্বপূর্ণ বাধাদান সত্ত্বেও আগুন দ্রুত সামনের দিকে ছড়িয়ে পড়তছিল । মনে হলো জাহাজের ধ্বংস অনিবার্য কয়েক মিনিটের মধ্যে জাহাজ বোঝাই সেই তেল জ্বলে উঠবে এবং তখন সব শেষ হয়ে যাবে । কিন্তু হঠাৎ বিঘাট এক বিস্ফোবণ হলো । পাটাতন থেকে আবদ্ধ ঢাকনাগুলি প্রায় সব উড়ে গেল । নাবিকবা সকলে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল । তাবা কিছুই বুঝতে না পোবে শুধু অনুমান কবল যে নিশ্চয়ই তেলে আগুন ধবে গেছে । কি ঘটেছিল ? হায়, এমন এক ঐশ্বরিক ঘটনা যা কেবল খ্রীষ্টিয়ানবাই বুঝতে পাবে । জলীয় বাষ্পের এক প্রকাণ্ড পাইপ ফেটে যাওয়াতে বিপুল পরিমাণ অতি উত্তপ্ত বাষ্প ও জল গিয়ে জাহাজের খোলের সবচেয়ে বিপদসংকুল জায়গায় সজোবে পড়তে লাগল । এক অদৃশ্য হাত নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ কবেছিল । অতি শীঘ্র বিশাল কালো ধোয়ার কুণ্ডলী সাদা বাষ্পের মেঘে পরিণত হলো এবং অগ্নিনির্বাপকবা বুঝতে পাবল যে জাহাজ নিশ্চিতকাবে বক্ষা পাবে ।

এই সম্পূর্ণ ঘটনাটা এতই আশ্চর্যজনক ছিল যে নাবিকবা সংগে সংগে তাদের বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না কবে পাবল না । “পাট মোরান” নামে এক অজ্ঞমূর্খ আইবিসম্যান জিজ্ঞেস কবল, “কাপ্তেন, তুমি কি বিশ্বাস কর যে সেই অতি মানব এখানে কিছু করে দিয়েছে ?” কাপ্তেন মান সম্ভবতঃ ধর্মীয় জীবনের একটি দিক সম্পর্কে তাব ধারণায় ভুল কবেছিলেন । তিনি মনে কবতেন যে খ্রীষ্ট ধর্ম সম্পর্কে তাব লোকদের সংগে আলাপ করা অপ্রয়োজনীয় । তিনি তাদের সামনে যে বাস্তব জীবন যাপন কবতেন তা দেখে তার ধারণা ও বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের ধারণা লাভ করতে দিতেন । কিন্তু এবারে তিনি তার বিশ্বাস স্বীকার কবতে বাধ্য হলেন । তিনি বললেন, “দেখ, সর্বশক্তিমানের হাতই ঐ বাষ্পের পাইপটা ভেঙে দিয়েছে । এটা এমনি এমনি হয়নি ।

ঈশ্বর বলে একজন আছেন যিনি প্রার্থনা শোনে এবং উত্তর দিয়ে থাকেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যাবা সমুদ্রে যায় তিনি তাদের সাহায্য কববেন, এবং আজ তিনি তার কথা রক্ষা কবেছেন।” এই কথাগুলি শুনবার সময় হ্যাবল্ডের দাগ দেয়া বাইবেল খানা মনে হলো অপ্রত্যাশিত আত্মার মত হ্যাবল্ডকে নাড়া দিল। আবাব পাট মোরান বলল, “বলুন দেখি, কাপ্তেন, আপনি যা বলেছেন তা কি সত্যি সত্যি আপনি বিশ্বাস কবেন?”

“হ্যাঁ বাপু আমি অনেক বছর পর্য্যন্ত এটা বিশ্বাস কবে আসছি।” “কিন্তু আপনি এই ধাবণাটা কোথায় পেলেন? সেই বড় মানুষটি আপনাকে কোথায় বসে বলেছেন যে তিনি আমাদের মত হতভাগা পাগলদের তত্ত্বাবধান কববেন।” “পাট, আমার মা খুব ভাল লোক ছিলেন। তিনি আমাকে উর্দে স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তিনি আমাকে বাইবেল পড়তেও শিখিয়েছেন। এই বই খানা লিখবার জন্য ঈশ্বর ভাল লোকদেবকে সাহায্য কবেছেন। ঐ বই খানার মধ্যে ঈশ্বর বলেছেন যে আমরা তাঁরই লোক, আমাদেরকে তাঁর বাধ্য থাকতে হবে এবং তিনি আমাদের যত্ন নেবেন। তিনি বলেছেন যে সমুদ্রযাত্রার সময় যারা কষ্টের মধ্যে পড়বে তিনি তাদের উদ্ধার কববেন। পাট, তুমি কি কখনও এক খানা বাইবেল দেখনি?” সে বিস্মিত হয়ে বলল, “নিশ্চয়ই না, আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু বিশ্বাস ককুন আমি আমার চোখ দিয়ে সেবকম এক খানা বই দেখতে চাই।”

আবাব হ্যাবল্ড উইলসন সহজেই অসুস্থবোধ কবতে লাগল। একজন ভাল মা, একজন ঈশ্বর, এক খানা বাইবেল, একটি প্রার্থনার উত্তর এসব চিন্তা তাকে পাঁচনীৰ মত আঘাত করল এবং গভীরভাবে আঘাত করল। তাব কি এক জন ভাল মা ছিল না? আর তিনি কি তাকে ঈশ্বর বিশ্বাস করতে ও প্রার্থনা কবতে শিক্ষা দেননি? তিনি কি তাকে বছবার অনুরোধ করেন নি যেন সে বাইবেল পড়ে ও এর শিক্ষাগুলি মেনে চলে? হ্যাঁ, এ সব সত্য এবং আরও অনেক কিছু। পাট মোরান ও অন্যদের তখন ডিউটি ছিল না। তাই তারা কাপ্তেন মানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাব কামবায় গেল এবং সেই প্রতিজ্ঞা যেখানে লেখা আছে সে জায়গাটা দেখল, যে প্রতিজ্ঞা সেদিন জাহাজের সব লোকের প্রাণ রক্ষা করেছে। হ্যাবল্ডও তাদের সংগে গিয়েছিল।

দরজার কাছেই টেবিলের উপরে বাইবেলখানা খোলা অবস্থায় ছিল। কাপ্তেন বললেন, “ঐ যে সেই পুস্তক খানা যেখানা আমার মা আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন, আব ঠিক ওখানেই সেই প্রতিজ্ঞাটি লেখা আছে যা আগুন নিভিয়ে দিয়েছে এবং আপনাদের ও আমার জীবন রক্ষা কবেছে।” কথাগুলি বলতে বলতে তিনি তাদের কাছে ঐ শাস্ত্রাংশটি পাঠ করলেন যা অনেকদিন পর্য্যন্ত তার আশ্রয়স্থল হয়ে আসছিল। হ্যাবল্ড কাপ্তেনের মুখের দিকে তাকাল। কি সুন্দর মুখ, সব রকম নোংরামী থেকে

মুক্ত। কেমন পবিচ্ছন্ন চেহারা। মুখের প্রত্যেকটি কুঞ্চিত রেখায় কেমন সততা, সরলতা ও মহত্বের চিহ্ন, আর ইনিই ছিলেন একজন বাইবেলের মানুষ, একজন বাস্তব, সাহায্যকারী আন্তরিক কাপ্তেন।

হ্যাবল্ড তাডাতাডি মুখের মধ্যে একটু খানি তামাক পাতা পুরে দিয়ে চিবাতে চিবাতে জাহাজে তার নিজ অবস্থানে ফিরে গেল। তাড়াহুড়া করে সে তার বাস্ত্র খুলল এবং তার মায়েব দেয়া বাইবেল খানা তুলে নিয়ে কাপ্তেন যে পদগুলি পাঠ করেছিলেন সেগুলি তার কববাব চেষ্টা করল। অনেক খুঁজবার পরে সে অংশটি খুঁজে পেল। পৃষ্ঠার একপ্রান্তে তার মায়েব হাতের লেখা এই কথাগুলি সে পাঠ করল : “আমি সব সময় প্রার্থনা করব কেন এই প্রতিজ্ঞা সমুদ্রের মধ্যে তোমাকে ঝড় বা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করবার জন্য তোমার আশ্রয় হয়।” সে পুস্তকখানা বন্ধ করে ত্রুঙ্ক ভাবে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একথা চিন্তা করে সে ত্রুঙ্ক হলো যে সে এখনও তার মায়েব প্রভাবের বাইবে যেতে সমর্থ হয়নি। এই সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাটি তার কাছে এক দুঃস্বপ্নের মত মনে হলো। সুতরাং যখনই সে এই শাস্ত্রাংশটি ও তার পাশে লেখা কথাগুলি দেখল তখনই তার মধ্যে সেই পুরানো দিনের শত্রুতা ও তিক্ততা জেগে উঠল। তার সব চাপা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মুখে একটা গাল দিয়ে সে লাফিয়ে উঠল। সে বাইবেল খানা নিয়ে খোলা দরজার কাছে গিয়ে আবেগের বশে অনেক দূরে সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সে বিড় বিড় করে বলল, “এখানেই এই অভিশপ্ত ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাক”। এরপর, একটা প্রশংসনীয় কাজ করা হয়েছে মনে করে সে পাটাতনের উপরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।





তৃতীয় অধ্যায়

“হায় আমার মা” ! ক্যালিফোর্নিয়ার এক পুরনো বন্ধুর লেখা এক খানা চিঠি হাতে নিয়ে হ্যারল্ড উইলসন হনলুলুর পোস্ট অফিসে দাঁড়িয়ে ছিল । চিঠি খানায় লেখা ছিল :

“ভাই হ্যারল্ড,

আমবা বেশ কয়েক সপ্তা যাবৎ তোমাব বাড়ী ফিবে আসাব জন্য আশা কবে আছি । আমবা লোক পবম্পবায় শুনেছিলাম যে তুমি ব. ডাঃ পথে বওনা দিয়েছ, আর তাই আমবা বিশ্বাস কবেছিলাম যে তুমি তোমাব মায়েব অসুখেব শেষ দিনগুলিতে তাব ভাব বহন কববার জন্য সময়মত বাড়ী আসবে ।”

বেশ কয়েক সপ্তা আগে তিনি বাহ্যিক প্রভাবজনিত কাবণে সাংঘাতিক ভাবে নিমোনিয়ায আক্রান্ত হন । বেঁচে থাকাব জন্য তিনি খুব চেষ্টা কবেছেন, কিন্তু তোমাব জন্য তাব উৎকর্ষা এবং সে সংগে আর্থিক অনটন তাব সহ্যেব অতিবিক্ত ছিল, যাব কাবণে গত বৃহস্পতিবাব তিনি জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন ।

তাব শেষ অনুবোধ ছিল আমি যেন তোমাকে পত্র লিখি, এবং তোমাব বাড়ী ছেড়ে যাবার দিনে তিনি যে উপহারটি তোমাব বাস্কেব মধ্যে বেখে দিয়েছেন সেটা যাতে তুমি ভুলে না যাও সেজন্য তোমাকে অনুরোধ কবি । তুমি অবশ্য বুঝতে পাববে কোন জিনিষটির কথা তিনি উল্লেখ কবেছেন । ঐ জিনিষটি কি তা তিনি আমাকে বলেননি । কিন্তু তিনি আমাকে একথা বলেছেন যে ওটা যোগাড় কবতে জগতে তাব যত অর্থ ছিল তাব সবই তাকে ব্যয় কবতে হয়েছে ।

তাছাড়া, ভাই প্রসংগক্রমে বলা দরকার যে তুমি আমাদেরকে ছেড়ে যাবার পব থেকে আমি আমাব জীবনেব গতিটাকেই বদলে ফেলেছি । আমি আর মদ্যপান,

জুয়াখেলা বা ধর্মনিন্দা কবি না । এখন আমি একজন খ্রীষ্টিয়ান এবং আমি জীবনটাকে চমৎকার ভাবে উপভোগ করছি ।

ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন । তোমার এই প্রচণ্ড বিয়োগব্যথায নিবাস হয়োনা । খ্রীষ্টের জন্য জীবন যাপন কব, তাহলে তোমার মায়েব সংগে আবার দেখা হবে । আমি একটা ঝুঁকি নিয়ে হ্নলুলুর ঠিকানায় এই চিঠি পাঠালাম । ইতি —

তোমার এক সময়কার মদ্যপানেব সংগী, কিন্তু এখন তা থেকে মুক্ত  
হাওয়ার্ড হুফম্যান

হ্যা , হ্যাবল্ড বাডীর পথে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল । অনেক বছর যাবৎ সে বাইরে আছে । এই সময়েব মধ্যে সে পৃথিবীর অনেক কিছু দেখেছে । সে অষ্ট্রেলিয়া, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ কবে এসেছে । সে মদ্যপান ও ধর্মনিন্দার কঠিন জীবন চালিয়ে এসেছে এবং সব সময় পবিকল্পনা কবেছে যে তাব মায়েব সংগে যখন আবার দেখা হবে তখন সে ভাল হয়ে যাবে । সে তাব সুন্দর বাইবেল খানা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে যেন ভর্ৎসনাকারীর স্ববকে শুদ্ধ কবে দেয়া যায়, কিন্তু একবারও সে একটা শান্তির দিন দেখতে পায়নি । যখন সে ক্রুদ্ধ হয়ে তাব মায়েব উপহার ধ্বংস কবে ফেলেছিল তাব সেই মুহূর্তের নির্দয় অকৃতজ্ঞতা একটা প্রতিহিংসায় পরিণত হয়েছিল এবং তাব প্রতিটি পদক্ষেপকে অনুসরণ কবে তাব সমস্ত কাজে কেবল পবাজয়, ব্যর্থতা নিয়ে আসতেছিল ।

হ্নলুলু প্রায় তাব বাডীর মত হয়ে গিয়েছিল এবং তাব মায়েব সংগে আনন্দের পুনর্মিলনেব স্বাদ সে আগে থাকতে এবই মধ্যে উপভোগ কবতে শুরু কবেছিল । শাস্ত্রের অপব্যয়ী পুত্রের মত কিভাবে তাব অপবাধ স্বীকার কবতে হবে তা সে মনে মনে ঠিক কবে ফেলেছিল এবং তাব নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল যে মায়েব কাছে ফিরে গেলে তাব সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে । সেই জন্য যে কোন লোক সহজেই বুঝতে পাবে যে বাডী থেকে চিঠি খানা হাতে পাবাব সংগে সংগে তাব অনুভূতি কেমন হয়েছিল । এটা ছিল আন্তরিক পবিতৃপ্তির এক গভীর অনুভূতি । কিন্তু চিঠি খানা পড়বার পরে তাব নৈরাশ্য তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করল । “গত বৃহস্পতিবার তিনি জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন” কথাগুলি বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তাব উপরে এসে পড়ল । সে হতবাক হয়ে পড়ল । সে চিৎকার কবে বলে উঠল, “হায় আমার মা” । সে ভুলে গেল যে তাব চাবদিকে অপবিচিত লোকেবা বয়েছে যাদের সামনে তাব এই দুঃখ শোক প্রকাশ করা ঠিক নয় । তখন সে মনে মনে বলল, “তুমি আমাকে সাহায্য কবতে চেয়েছিলে এবং তুমি আমাকে সাহায্য কবতেও পাবতে, কিন্তু তাব আগেই তুমি চলে গেলে, চলে গেলে, চলে গেলে । সে

চিঠিপত্রগুলি নিয়ে তাডাতাড়ি বাস্তায় বেড়িয়ে পড়ল এবং দ্রুত জাহাজে যাবার লক্ষ্যে গিয়ে উঠল।

“হ্যাবল্ড উইলসন, তুমি এখন কি করবে? তোমার যে বকম মানুষ এখন হওয়া উচিত তুমি কি তা হবে, নাকি সম্পূর্ণরূপে এবং হযত চিবদিনেব জন্য হাল ছেড়ে দেবে?” জাহাজে উঠবার সময় এই ধরনের প্রশ্ন তার মনে উঁকি মাঝতে লাগল। জাহাজ খানা পবেব দিন ছেড়ে যাবার কথা। উত্তরটা তখনই আসতেছিল; কিন্তু দুঃখের কথা যে এটা ছিল তাব নীচ প্রবৃত্তিব উত্তর। অন্যান্য অনেক লোকেব বেলাতে যেমন হয় হ্যাবল্ডেব বেলাতেও তাব পবিকল্পনা কার্যকর করার অক্ষমতা তাকে দুঃসাহসী এবং বাহ্যতঃ পুনঃ পুনঃ দায়িত্বহীন করে তুলল। সে ঈশ্ববেব অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছিল এবং সে পবিকল্পনা করেছিল যে সে যখন তাব মায়েব সংগে মিলিত হবে তখন সে উন্নততর জীবন যাপন করবে। কিন্তু তাব পবিকল্পনা এভাবে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় সে ক্রুদ্ধ হল এবং সে সংকল্প কবল যে সে এখন আগেব চেয়ে দৃষ্টতাৰ আবও গভীবে প্রবেশ করবে।

“ঈশ্বব বলে কেউ নেই। যদি থাকে তাহলে তিনি অত্যন্ত নির্দয় এবং আমি তাকে ঘৃণা করি। তিনি আমাকে ঘৃণা করেন, কারণ আমার ঠিক প্রয়োজনেব মুহূর্তে তিনি আমার মাকে কেড়ে নিয়েছেন। হায়, তিনি যদি বেঁচে থাকেন তাহলে আমি তাকে দেখিয়ে দেব যে হ্যাবল্ড উইলসনেব তাব চেয়ে বেশী ক্ষমতা আছে। তিনি যদি আমাকে ঠিক কাজ করতে না দেন তাহলে আমি বেঠিক কাজই করব, তার নিশ্চিতরূপে মনে হলো যে সেই দিন থেকে সে জীবনে তাব এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সফল হয়েছিল; কারণ সান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছে সে উচ্ছৃংখল আমোদ স্মৃতি, লাম্পপট্য ও অপরাধ প্রবণতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করল। শহবেব অত্যন্ত নীচ স্তবেব লোকেবা হলো তাব সংগী। আইন ভংগের কাজে এবং এমনকি তাদের সংগীদের রক্তে নিজেদের হাত বঞ্জিত করতেও তাবা সিদ্ধ হস্ত ছিল।

হাওয়ার্ড ছফম্যান নামে যে বন্ধুটি হনলুলুতে পত্রের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন তিনি সকাল বেলায় দৈনিক পত্রিকা “ক্রোনিকল” হাতে নিয়ে দেখতে ছিলেন। হঠাৎ উপরে বড় হবফে এই কথাগুলি দেখেই তার চক্ষুস্থিব হয়ে গেল “মিশনের জেলায় হত্যাকাণ্ড। হ্যাবল্ড উইলসন নামে একজন সন্দেহভাজন নাবিক আটক। পুলিশ নিশ্চিত যে তারা সঠিক দাগী অপরাধীকে ধরতে পাবেছে।” মিঃ ছফম্যানের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তার হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে গেল। “একজন দাগী অপরাধী। হ্যাঁ, তিনি জানতেন এটা মিথ্যা নয়, কারণ বছ বছর আগে তিনিও সেই চুরি ডাকাতিব সংগে যুক্ত ছিলেন; আর এখন হ্যাবল্ড তাব সেই পূর্বনো অপবাধের কাজ চালিয়ে যাবার জন্য ফিরে এসেছে। তার নব্য যুবতী স্ত্রী তার উদ্বেগের কারণ জেনে যেতে পারে

এই ভয়ে সে তাডাতাড়ি তাব কোট পবে ও মাথায় টুপি দিয়ে ঘব থেকে বেবিযে গেল । হুফম্যানের পবিবাব তখনও ওকল্যাণ্ড শহবে একটা সব চেয়ে সুখী ও সুন্দব পবিবাব হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল । মিঃ হুফম্যান শহবেব সর্বত্র একজন খাটী সৎ লোক হিসাবে সুপবিচিত ছিলেন এবং যেদিন তিনি খ্রীষ্টধর্মেব পথে পা বাড়িয়ে ছিলেন সেদিন থেকে তাব বিবাত ব্যবসায়ে প্রখব বৃদ্ধি ও উন্নতি দেখা যাচ্ছিল । মিঃ হুফম্যান অন্য একজন লোকেব কাছ থেকে ইতিপূর্বে যা কিছু গ্রহণ কবেছিলেন তা সব প্রত্যর্পণ কববাব পবে লোকেবা তাব অতীত বিষয়গুলি ভুলে গেল । তিনি এখন সেই লোকটিব কাছে গেলেন যে লোকটিব বাড়ীতে তিনি একসময় হ্যাবল্ড উইলসনকে নিয়ে গিয়ে তাব নিজেব অপবোধ স্বীকাব কবেছিলেন এবং তাব কাছ থেকে যে অর্থ নিয়েছিলেন তা চক্রবৃদ্ধি হাবে সুদ সমেত ফেবত দিয়েছিলেন । তাহলে এখন তাব ভাবনা কি ? ওহঃ, হ্যাবল্ডেব জন্য । তিনি বিশ্বাস কবেছিলেন যে তাব পুবনো বন্ধুকে ঈশ্বব তাব পাপ থেকে উদ্ধাব কববেন এবং একজন সহকর্মী হিসাবে তাকে ধার্মিকতাৰ পথে পবিচালিত কববেন । কিন্তু হ্যাবল্ড ফিবে এসে আগেব চেয়ে আবও নীচস্তবে নেমে গেছে । সম্ভবতঃ সে সংশোধিত না হওয়ায় এবং তাব অতীতেব পাপ ক্ষমা না হওয়ায় এখন সব কিছু প্রকাশ হয়ে পডছে, যাব ফলে তাব মনে যে চিন্তা ছিল তা ব্যর্থ হয়ে যাবাব উপক্রম হয়েছে । সান ফ্রান্সিসকোতে পৌঁছে মিঃ হুফম্যান দ্রুত থানায় গেলেন এবং কয়েদীৰ সংগে সাক্ষাৎ চাইলেন । তাব নাম শুনে লোকেবা সহজেই তাকে প্রবেশ কবতে দিল । তাব পুবনো দিনেব সংগীব দিকে তাকিয়ে তিনি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন । তাব সর্বাংগে ছুড়িয়ে আছে এক নিষ্ঠূবতাৰ ছাপ । প্রবাদবাক্যে আছে “যতদিন স্বাস ততদিন আশ” । তাই তিনি আশা ছাড়লেন না । তাব ভালবাসাব টানে তিনি হ্যাবল্ডকে বুঝাতে চেষ্টা কবলেন যে এখনও তাব উপবে তাব আস্থা আছে এবং তাব এই প্রযোজনেব সময় তিনি তাব পাশে থাকবেন । তদন্তেব ফল প্রকাশ পেল যে হত্যাকাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে হ্যাবল্ডেব কোন অংশ ছিলনা, তবুও পবিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছে যে সে আইনেৰ হাত থেকে রেহাই পাবেনা । হাওয়ার্ড হুফম্যান এখন চেষ্টা কবতে লাগলেন যাতে শাস্তিটা আর একটু হালকা কবা যায় । তাব উদ্দেশ্য হাসিল কবাব জন্য তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তাব ইতিহাস এখানে দেবার প্রযোজন নেই । শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে হ্যাবল্ড উইলসন একটি শর্তে ছাড়া পেল, আর শর্তটি হলো এই যে তাকে পাঁচ বছরেব জন্য দেশত্যাগ কবতে হবে এবং সে সংগে এই সতর্কবাণী থাকবে যে যখন সে ফিবে আসবে তখন তাব নিয়োগকর্তার কাছ থেকে ভবিষ্যতে উত্তম আচরণেৰ নিশ্চয়তাৰ সুপারিশ আনতে হবে ।

এই শর্তগুলি তাকে দেশবিহীন একটা মানুষে পরিণত করল এবং এগুলি পালন কবা তাব পক্ষে বেশ কঠিন মনে হলো । কিন্তু হাওয়ার্ড হুফম্যানের উৎসাহে সে স্থিব করল যে সে তা পালন কবতে চেষ্টা কববে । সে ‘পেসিফিক ক্লিপার’ নামক জাহাজে একজন সাধারণ নাবিক হিসাবে একটা চাকরি পেল । জাহাজ খানা এক সপ্তাহ পরে

সান ফ্রান্সিসকো ছেড়ে ইয়োকোহাকা বওনা হয়ে গেল। তাব সন্দেহই হয়নি যে জাহাজেব কাপ্তেন ছিলেন বহু বছৰ আগেব সমুদ্র যাত্ৰাব তাব পূৰ্বনো বন্ধু কাপ্তেন মান। ওকল্যাণ্ডে হফম্যানৰ বাডী ছেড়ে হ্যাবল্ড সান ফ্রান্সিসকোৰ উদ্দেশ্যে বওনা দিল। সেখান থেকে পবেব দিন জাহাজ ছেড়ে যাবাব জন্য জেটিতে প্ৰস্তুত হয়ে থাকল। ওকল্যাণ্ড বাঁধেৰ উপৰে ওয়েটিং কমেব মধ্য দিয়ে যাবাব সময় সে একজন বিনামূল্যে সাহিত্যেৰ কাগজ বিতৰণকাৰীকে দেখতে পেল। তাব একটা পাত্ৰেৰ মধ্যে ছিল এক খানা বাইবেল। সে বিস্মিত হয়ে দেখল যে ওখানা ঠিক তাব মাহেৰ দেয়া বাইবেল খানাৰ মত। সুন্দৰ বই খানা তুলে নিয়ে যেই মাত্ৰ সে তা খুলল তখনই দেখতে পেল যে এখানাও দাগ দেয়া। শুধু দাগ দেয়া নয় কিন্তু আগেব বাইবেল খানাৰ মত যথেষ্ট দাগ দেয়া। সংগে সংগে সে সব কিছু ভুলে গেল। সে ভুলে গেল যে সে ফেবী নৌকাৰ অপেক্ষায় বয়োছে, ভুলে গেল যে সে অপবাধেৰ কাৰণে দেশ থেকে নিৰ্বাসিত এবং সে ভুলে গেল যে সে প্ৰায় অসহায় একজন ধ্বংসপ্ৰাপ্ত মানুহ। সে একটা আসনে বসে পড়ল এবং দীৰ্ঘ একঘণ্টা যাবত বাইবেল খানাৰ সব জায়গায় উল্টে পাৰ্টে খোঁজ কৰে দেখল। ইয়া একই শাস্ত্ৰাংশগুলিৰ অধিকাংশতেই দাগ দেয়া ছিল এবং যাত্ৰাপুস্তক ২০ : ৮-১১ পদেৰ পাশে মার্জিনে এই কথাগুলি লেখা ছিল “বিশ্ৰাম দিনে ঈশ্বৰেৰ আশীৰ্বাদ হলো সেদিনে তাঁৰ উপস্থিতি। যিনি বিশ্ৰামবাৰ পালন কৰেন তাঁৰ হৃদয়ে ঈশ্বৰেৰ উপস্থিতি থাকে, এবং যাদেৰ মধ্যে ঈশ্বৰেৰ উপস্থিতি থাকে তাবা সকলে বিশ্ৰামদিন পালনে আনন্দ কৰবে।” যিশাইয় ৫৮ : ১৩। এই কথাগুলিৰ অধিকাংশই তাব মাহেৰ কথাৰ মত মানে হয়। এব পৰে গীতসংহিতা ১০৭ : ২৩-৩১ পদ লাল কালি দিয়ে দাগ দেয়া হয়েছিল। কেবল এই অংশটিই তাব মা লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়েছিলেন। তাব অশুৰ গভীৰভাৱে আন্দোলিত হয়েছিল। তাব গাল বেয়ে এক ফোটা অশ্ৰু ঝৰে পড়ল। এক নুতন জীৱনেৰ স্বপ্ন তাব সামনে ভেসে উঠল। এ সব কিছুৰ মধ্যে তাব মা আৰাব কথা বলে উঠলেন এবং যে খীষ্টকে তিনি ভালবাসতেন সেই খীষ্ট এসে একটা হাবানো আত্মাব কাছে তাব আকুল আবেদন বাখলেন।

“হে মা, এই বাইবেল খানা কি আমি সংগে কৰে নিতে পাৰি ? কি কৰে আমি এখানা ছেড়ে যাব ? আমাৰ জন্যই এখানাৰ মধ্যে দাগ দেয়া হয়েছে, তাতে কোনই ভুল নেই। মা, তুমি কি এই বাইবেল খানায়ও দাগ দিয়েছ ? সে নিজেই নিজেৰ কাছে জোবেৰ সংগে এই কথাগুলি বলছিল। তাৰ পিছন থেকে একটা আওয়াজ বলল, “বন্ধু, তুমি বই খানা নিয়ে যাও। এখানায় তোমাকে আশীৰ্বাদ কৰন ও তোমাকে খীষ্টিয় জীৱন দান কৰন।” বিশ্বাসে চমকে গিয়ে বিব্ৰতকৰ অবস্থায় হ্যাবল্ড ফিৰে তাকাল। কিন্তু একজন পিতাৰ মত বন্ধু সুলভ একটি মুখ দেখতে পেয়ে সে আশ্বস্ত হলো। সে তাডাতাডি



উঠে আগন্তুককে সম্বোধন কৰে বলল, “আপনি কি সত্যি বলছেন ? আমি কি বাইবেল খানা নিতে পাৰি ? কিন্তু এব দাম দেবাব মত কোন অর্থ তো আমাব কাছে নেই ।”

“সেজন্য চিন্তা কবতে হবেনা, বন্ধু । আমি এমন লোকদেব প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যাবা ঈশ্ববেব বাক্যকে ভালবাসে এবং যাবা এব সত্যকে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে চায় । তাবাজেনে খুব সুখী হবে যে এই বই খানা এমন একজনেব সংগে আছে যাব খুব দবকাব আছে । কিন্তু আপনি আব এক খানা দাগ দেয়া বাইবেলেব কথা বলে কি বুঝতে চেয়েছিলেন । আমি কথাটা শুনে ফেলেছি বলে আমাকে ক্ষমা কববেন ।” হ্যাবল্ড একজন খাঁটি বন্ধুৰ সাহচৰ্য্য লাভ কবেছিল । সে ভগ্ন হৃদয়ে তাব মা, সেই বাইবেল খানা এবং ঈশ্ববেব বিকল্পে কিভাবে যুদ্ধ কবেছিল ও বিশেষভাবে সে কিভাবে তাব মায়েৰ ত্যাগ ও ভালবাসাৰ পবিত্ৰ উপহাৰ সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সেই সম্পূৰ্ণ দুঃখেব কাহিনী তাব কাছে বলল ।

কেবলমাত্ৰ একটা সংক্ষিপ্ত আলাপই সম্ভব ছিল, কিন্তু যে কয়েক মিনিট দুজনে একসংগে কাটিয়েছিল তাব মধ্যেই হ্যাবল্ড পবিত্ৰাণেব একটা পথ ক্ষণিকের জন্য দেখতে পেল । সে ঈশ্ববেব নিয়ম কানুন সম্পূৰ্ণৰূপে দেখতে পেল । সে আইন ভংগ কৰাকে পাপ হিসাবে দেখতে পেল । সে দেখতে পেল যে খ্ৰীষ্টই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি অভিশপ্ত অবস্থা থেকে উদ্ধাৰ কবেন ।

সেই পিতাব মত বন্ধুটি হ্যাবল্ডেব জন্য প্ৰাৰ্থনা উৎসৰ্গ কবলেন । এটা ছিল এমন একটা প্ৰাৰ্থনা যা হ্যাবল্ড কখনও ভুলতে পাববেনা, বিশেষভাবে এই বাক্যটা তাব মনে লেগেছিলঃ “প্ৰভু, তুমি তাকে সমস্ত মন্দ স্বভাবেব তাড়না থেকে বিশ্ৰাম দেও” । অবশ্য এটা তাৰ কাছে এক অদ্ভুত ধাৰণা মনে হলেও এটা তাৰ অনেকদিন স্মৰণে ছিল । ছেড়ে যাবাৰ সময় বৃদ্ধ ভদ্ৰলোকটি জিজ্ঞেস কবল, “কোন্ জাহাজে যাচ্ছ তুমি, যুবক ?” “আমি “প্যাসিফিক ক্লিপাৰ” জাহাজে যাচ্ছি” । “খুব ভাল কথা, ওটা তো আগামীকাল যাচ্ছে । আমাৰ কয়েকজন বন্ধু ঐ জাহাজেব টিকেট কিনেছে । তোমাৰ সংগে নিশ্চয়ই তাদেব দেখা হবে ।” মূল্যবান বাইবেল খানা হাতেৰ মধ্যে নিয়ে হ্যাবল্ড তাড়াতাড়ি গিয়ে ফেৰীতে উঠল । তাৰ জন্য অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা জমা হয়েছিল ।



## চতুর্থ অধ্যায় উন্নতির পথে

হ্যাবল্ড মনে মনে বলল “প্রায় আট বছর, আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে আমি “আলাস্কা ট্রান্সপোর্ট” জাহাজে করে মেলবোর্ণের উদ্দেশ্যে এই জায়গা ছেড়ে গিয়েছিলাম।” প্যাসিফিক ক্লিপার জাহাজ তার নোংগা বের শিকল তুলে নিল এবং আস্তে আস্তে জাপানের পথে তার দীর্ঘ যাত্রায় গোল্ডেন গেট ব্রিজের তলা দিয়ে সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরে বেবিয়ে গেল। “আট বছর আগের সেই মে মাসের সকাল বেলাটা আমার যেন পবিত্র মনে পড়ছে, যখন একজন মাতাল, একজন অপরাধী, একজন কঠিন ও অসুখী হতভাগা হিসাবে আমি ন্যায়বিচার এড়িয়ে যাবার জন্য এবং মায়ের অনুবোধ উপবোধ থেকে পবিত্রাণ পাবার জন্য সমুদ্র যাত্রা করেছিলাম। আমার কত স্পষ্ট মনে পড়ে সেইসব জিনিষগুলিকে যা আমাকে বাড়ী যেতে ও মায়ের কাছে যেতে উদ্যোগী করেছিল; আমার মনে পড়ে সেই সব জিনিষগুলিকে যাব বিকল্পে আমি সংগ্রাম করেছি যতদিন আমি কেবলমাত্র মদ, ঈশ্বর নিন্দা ও খাবাপ সংসর্গে আসক্ত ছিলাম।

সেই অগ্নিকাণ্ডের দিনটা আমার কেমন স্পষ্ট মনে পড়ছে যেদিন কাপ্তেন মান আমাদেরকে বিস্ফোরণ ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। হ্যাঁ, সেই ঘটিত মুহূর্তটা আমার খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে যখন আমি আমার বাইবেল খানা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলাম। হে ঈশ্বর, আমাকে সাহায্য কর। কেন যে আমি তা করেছিলাম? প্রার্থনা করি আমি যেন তা ভুলে যেতে পারি। এখন আমি আবার একটা যাত্রা শুরু করছি, এটা আমার ইচ্ছা অনুসারে হয়নি, কিন্তু আমাকে বাধ্য করা হয়েছে। আমাকে আমেরিকার বাইরে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে যে পর্যন্ত আমি প্রমাণ করতে পারি যে আমি একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক। কিন্তু আজ আমার মা নেই, এবং মনে করি কোন বন্ধুও নেই। কোন বন্ধু নেই? হ্যাঁ, আমার একটি জিনিষ আছে – আমার সেই বাইবেল খানা আছে। এখানা আমার কাছে আমার মায়ের মত। আমার মনে হচ্ছে, কোন না কোন ভাবে, এটা আমাকে একজন ভাল মানুষ হতে সাহায্য করবে।

বাঁধেব উপবেব ঐ বুড়ো লোকটিকে একজন ভাল লোক বলে মনে হয়েছিল। তিনি আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন। যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন তখন আমার মনে একটা বেথাপাত কবল, এবং যখন তিনি আমাকে বললেন যে আমি বাইবেল খানা আমার সংগে কবে নিয়ে যেতে পারি, তখন সত্যই আমি মনে মনে স্থির করলাম যে আমি ভাল হতে চেষ্টা কবব। আমি চিন্তা কবলাম যে বাস্তবিকই আমি তা হতে পারি। কিন্তু নিশ্চয়ই সে কিছু অদভূত কথা বলেছে। আমি ওরকম কথা এর আগে কখনও শুনিনি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছি। আমার মনে পড়েছে, আমার মা আমাকে বলতেন যে আমাদের দশ আঞ্জা পালন কবা উচিত এবং সবগুলি পালন করা উচিত। আব তিনি বলতেন যখন দশ আঞ্জাব মধ্যে বলা হয়েছে যে আমাদের সপ্তম দিন পালন কবা উচিত তখন তিনি বোঝেন না, কেন খ্রীষ্টিয়ানবা ববিবাব দিন পালন কবে। কিন্তু যেদিনটি লোকদেব পালন কবা উচিত বলে মা মনে কবতেন, ঐ বুড়ো লোকটি সেই দিন পালন কবেন।

এই সব ব্যাপাবের অসাধাবণ জিনিষটি হলো তাব দেয়া বাইবেল খানা। প্রথমতঃ এটা দেখতে আমার ছুঁড়ে ফেলে দেয়া বাইবেল খানাব মত, তাছাড়া এটা একই ভাবে ঠিক একই শাস্ত্রাংশে দাগ দেয়া, একই বকম কালি, মার্জিনে ব্যাখ্যা লেখা এবং প্রথম পৃষ্ঠায় একটা উপদেশ লেখা। কিন্তু ওটা কি? সে এখন জোবে জোবে বলতে লাগল। তাব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের চিন্তা থেকে (তাকে সামনের দিকে প্রধান ডেকে একটা দায়িত্বদেয়া হয়েছিল) এবং অতীত জীবন সম্পর্কে চিন্তা কবা থেকে সে হঠাৎ একটা গলার স্বব শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। মনে হলো অনেকদিন আগেকার সময় থেকে এক প্রেতাত্মা উঠে এসেছে। সে পিছন দিকে ফিবে তাকাল, কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে মনে কবল সে ভুল কবেছে।

কিন্তু আবার সে সেই স্বব শুনতে পেল; আর এবারে সে সেই পুলের দিকে তাকাল। সেখানে কাপ্তেন মান দাঁড়িয়েছিলেন। হ্যাঁ সেই একই বৃদ্ধ কাপ্তেন, সেই 'আলাস্কা ট্রান্সপোর্ট' জাহাজের নাযক যিনি এখন এই বিখ্যাত ট্রান্সপ্যাসিফিক প্যাসেঞ্জার লাইনার এব চালক। হ্যাবল্ড উইলসন তার আবেগে প্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। আনন্দে তাব বুকেব মধ্যে ধড়ফড় করতে লাগল। তার অন্তরের গভীবে মনে হলো কে যেন তাকে বলে দিচ্ছে যে এই সমুদ্র যাত্রায় তাকে উন্নততর জীবনের বহস্য শিক্ষালাভ করতে হবে এবং ঐ পুলের উপরের প্রার্থনাশীল লোকটিকে তাকে সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়েছে। যে লোকটিকে যুবক এত শ্রদ্ধা কবত তার সংগে সংগে সাক্ষাৎ ও তাকে সালাম জানাবার সুযোগ আসবার আগে অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত নিয়মিত ডিউটি করবার সময়েই দেখা হয়ে গেল এবং কাপ্তেনের হাত ধরবার জন্য হ্যাবল্ড দৌড়ে গেল। "কাপ্তেন মান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে আবার আপনার জাহাজে আপনার সংগে সমুদ্রে আসবাব সুযোগ হয়েছে।" কাপ্তেন তার বড় হাত দিয়ে আনন্দের সংগে অন্তর দিয়ে হ্যাবল্ডের হাত ধরলেন। সদিচ্ছার সম্পূর্ণ আদান প্রদান প্রকাশ পেল। কিন্তু তার মুখমণ্ডলে এক বিষয়ের চিহ্ন দেখা গেল।



“হে যুবক, তুমি ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দিচ্ছ কেন ? যখন তোমাৰ সংগে আমাৰ পৰিচয় হয়, তখন ঈশ্বৰেৰ প্ৰতি তো তোমাৰ কোন শ্ৰদ্ধা ভক্তি ছিল না ।” “হ্যাঁ কাপ্তেন, সে কথা সত্য, কিন্তু আজ সত্য বলে যা জানি তাৰ জন্য আমি দীৰ্ঘ সংগ্ৰাম কৰেছি । আমি ঈশ্বৰকে খুঁজে পেতে চাই এবং ‘আলাস্কা ট্ৰান্সপোর্ট’ জাহাজে আগুন লাগাৰ দিনে আপনি যেমন কৰেছিলেন আমি ঠিক সেভাবেই তাকে জানতে চাই । আমাৰ মা যেমন কবতেন আমি ঠিক সেভাবেই তাকে জানতে চাই ও তাৰ সেবা কৰতে চাই । আপনি বাইবেল সম্পৰ্কে এবং এৰ ভিতৰকাৰ প্ৰতিজ্ঞাগুলি সম্পৰ্কে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা কি আপনাৰ মনে আছে ?” “হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তোমাৰ কোন উপকাৰ কৰেছিল বলে আমাৰ মনে পড়ে না” “সে কথা সত্য, কাপ্তেন, কাৰণ সেই দিনেই আমি আমাৰ শ্ৰেহ্মণী মায়েৰ দেয়া বাইবেল খানা ঘূণাভবে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম । তিনি সেখানকাৰ মध्ये আমাৰ জন্য দাগ দিয়েও দিয়েছিলেন । আপনি কি জানেন যে তিনি সেখানকাৰ মध्ये যে পদটা অগ্নিকাণ্ড থেকে আমাদেৰ বক্ষা কৰেছে বলে আপনি বলেছিলেন সেই পদটায়ও দাগ দিয়েছিলেন ? কিন্তু কাপ্তেন মান, আমাৰ আব এক খানা বাইবেল আছে এবং সেখানাও দাগ দেয়া । গীতসংহিতাৰ ঐ পদটি দাগ দেয়া, দশ আঙ্গুলাগুলি দাগ দেয়া এবং অন্যান্য অনেক অনেক অংশও দাগ দেয়া ।”

“সেবকম বাইবেল তুমি কোথায় পেলে যুবক” কাপ্তেন শ্ৰেহভবে জিজ্ঞেস কবলেন । হ্যাঁবলড তখন তাৰ মায়েৰ মৃত্যু, পাপেৰ কাছে তাৰ আত্মাসমৰ্পণ, তাৰ গ্ৰেফতাৰ হওয়া, তাৰ দণ্ডদেশ, তাৰ বাইবেল খুঁজে পায় এবং ওকল্যাণ্ড বাঁধেৰ উপবে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিৰ সংগে সাক্ষাৎ সম্পৰ্কিত সব দুঃখেৰ কাহিনী খুলে বলল । কাপ্তেন বললেন, “ও হ্যাঁ, আমি সেই ভদ্রলোককে চিনি । সে এক অদ্ভুত দলেৰ লোক, যারা রবিবাৰেৰ বদলে শনিবাৰ পালন কৰে, আব সে এই জাহাজেৰ পড়াব ঘৰেৰ মध्ये যাত্রী ও নাৰিকদেৰ উপকাৰেৰ জন্য বহুসংখ্যক কাগজ ও পত্ৰ পত্ৰিকা বেখেছে ।” “হ্যাঁ কাপ্তেন, তিনি আমাকে বাঁধেৰ উপবে বাইবেল খানা পডতে দেখেছিলেন আব যখন তিনি দেখলেন যে এখানাৰ জন্য আমাৰ আকাংখা আছে তখন তিনি আমাকে সেখানা সংগে নিয়ে আসবাৰ অনুমতি দিলেন । আমি আপনাকে বলতে পাৰি যে এ পর্যন্ত যত লোকেৰ সংগে আমাৰ সাক্ষাৎ হযেছে তাৰে মध्ये তিনি ছিলেন সবচেয়ে ভাল লোক । তিনি আমাকে বুঝতে পেরেছিলেন । আব আমি কতদূৰ নীচে নেমে গিয়েছিলাম তা যখন আমি তাকে বললাম তখন তিনি আমাৰ জন্য চোখেৰ জল ফেললেন এবং আমাৰ জন্য প্ৰাৰ্থনা কৰলেন যেন আমি সমস্ত খাৰাপ অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পাৰি এবং খ্ৰীষ্টেতে বিশ্ৰাম পাই । তিনি আমাকে যা বললেন তাতে মনে হলো সঠিক জীৱনেৰ সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা

আমার কাছে খুলে গেল এবং আমি সংকল্প করলাম যে আমি ভাল মানুষ হবার চেষ্টা করব। কাপ্তেন, আমি চাই যেন আপনি আমাকে সাহায্য করেন।”

“তুমি যাতে একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে গড়ে উঠতে পার সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, আমি তোমাকে ঐ বৃদ্ধ লোকটির বিশ্বাসের মত বিশ্বাস করতে সাহায্য করতে পাবনা। কারণ, আমার মনে হয় শনিবার পালন করে সে ভুল করেছে। ঐ ভদ্রলোকের অনেক লোক এই জাহাজে আছে, যদিও তাবা ফিলিপাইনে মিশনারীর কাজ করে, এবং তারা তোমাকে সাহায্য করবে। কিন্তু দেখে শুনে চল, যুবক, পাগলামি করোনা।”



## পঞ্চম অধ্যায়

### এক জন প্রকৃত মিশনারী

প্যাসিফিক ক্লিপার জাহাজ খানা একসপ্তা যাবৎ সমুদ্রের মধ্য দিয়ে তাব গম্ভীৰ্য পথে চলছিল। এমন সময় একদিন এক জন লোক হ্যাবল্ডের কাছে এল। তাব চেহাৰা বেশ সুন্দৰ ছিল। সে অত্যন্ত সদয়ভাবে কোন ভূমিকা না কৰে হ্যাবল্ডকে জিজ্ঞেস কৰল সে খ্রীষ্টিয়ান কিনা। হ্যাবল্ডের জীৱনে এই প্রথমবাৰ অত্যন্ত আপনজনেৰ মত এ প্রশ্নটি জিজ্ঞেস কৰা হলো। কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত হলেও, আগন্তুক এভাবে সৰাসৰি প্রশ্ন কৰায় সে মোটামুটি সুখীই হলো। সে উত্তৰ কৰল, “না মশাই, আমি তা নই, কিন্তু আমি এই মুহূৰ্ত্তে মনে কৰছি যে আমাৰ তা হওয়া উচিত। আপনাৰ নামটা কি আমি জানতে পাৰি?” “আমাৰ নাম এল্ডাৰসন” “যে মিশনাৰীবা ফিলিপাইন যাচ্ছেন, আপনি কি তাৰেৰ এক জন?” “হ্যাঁ তাই, কিন্তু আপনি সেকথা জিজ্ঞেস কৰছেন কেন?” “কাপ্তেন মান আমাকে বলেছেন যে এ জাহাজে মিশনাৰীবা আছে; আমি তাৰেৰ যে কোন এক জনেৰ সাথে দেখা কৰে আমাৰ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস কৰতে চাই। আপনি দেখছেন যে আমাৰ কাছে এক খানা বাইবেল আছে। ওকল্যাণ্ড বাঁধেৰ উপৰে এক জন বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে এখানা দিয়েছেন। বাইবেল খানায় দাগ দেয়া আছে। আমাৰ খ্রীষ্টিয়ান মা আমাকে এক খানা দাগ দেয়া বাইবেল দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তখন খ্রীষ্টিধৰ্ম ঘৃণা কৰতাম বলে সেখানা সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখানাও দেখছি প্ৰায় একই ভাবে দাগ দেয়া। তাই এই দাগগুলি আমাকে আমাৰ পুৰানো বাডিতে আমাৰ মায়েৰ বলা কথাগুলিৰ দিকে ফিৰিয়ে নিয়ে যায়, এবং আমি চাই কিভাবে খ্রীষ্টিয় জীৱন গুৰু কৰা যায় তা যেন কেউ আমাকে জানতে সাহায্য কৰে।” “হে বন্ধু, তোমাৰ নাম কি উইলসন, হ্যাবল্ড উইলসন?” ভদ্রলোক প্রশ্ন কৰলেন। “হ্যাঁ তাই, কিন্তু আপনি আমাৰ নাম জানলেন কি কৰে?” “সে এক অদ্ভুত কাহিনী, কিন্তু আমি তোমাকে বলবো। ওকল্যাণ্ড ছেড়ে আসবাৰ কয়েকদিন আগে স্যান ফ্ৰান্সিস্কোৰ একটা খবৰেৰ কাগজে একটা বিচাৰেৰ বিৱৰণ পড়লাম। কিছু অন্যায কাজ কৰাৰ জন্য উইলসন

নামে এক জন যুবককে পাঁচ বছৰেব জন্য দেশেব বাইবে থাকাৰ দণ্ডদেশ দেয়া হযোছে । সংবাদদাতা দণ্ডহাসকাৰী বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ কথাও উল্লেখ কৰেছে, যাব মধ্যো ছিল এক জন আদৰ্শ মায়েব মৃত্যুকালীন প্ৰাৰ্থনা ও উত্তম বন্ধুলাভেব আশা, যেন যুবক ভবিষ্যতে পিতা মাতাৰ সম্মান বক্ষা কবতে পাৰে । এছাড়া তাৰ পিতামাতা উভয়েই তাকে একাগ্ৰভাৱে ঈশ্বৰেব কাছে উৎসৰ্গ কৰে দিয়ে গিয়েছেন । সংবাদে বলা হযেছিল যে যুবক “প্যাসিফিক ক্লিপাব” জাহাজে একটা চাকৰী পাৰে, আৰ এই জাহাজে আমাৰও প্ৰাচ্যে যাবাব কথা ছিল । তাই আমি সংকল্প কবলাম যে আমি তাৰ সংগে সাক্ষাৎ কৰে যতদূৰ পাৰি তাকে সাহায্য কৰাব চেষ্টা কবব ।”

হ্যাবল্ড ভাল কৰে একবাৰ এই নুতন বন্ধুটিকে দেখে নিল, কাৰণ কাপ্তেন মান সতৰ্ক কৰে দিয়েছিলেন যেন হঠকাৰী কৰে কিছু না কৰা হয় । কিন্তু মিঃ এণ্ডাবসনেব মুখ দেখে তো বেশ ভাল, সহজ সবল এবং দৃশ্যতঃ স্বাৰ্থত্যাগী বলে মনে হয় । আৰ বাস্তবিকই হ্যাবল্ডেব কাছে মনে হলো যেন তাৰ সংগে সাক্ষাৎ হওযাটো একটা সাধাৰণ ঘটনাৰ চেয়েও বেশী কিছু । “আপনি নিশ্চয়ই আমাৰ মাকে চিনতেন না । বাইবেলেব কথা অনুযায়ী কাজ কবতে তিনি খুব বিশ্বাসী ছিলেন, এবং আমাকেও সব সময় তা অনুসৰণ কবতে বলতেন । তিনি সান ফ্ৰান্সিস্কোতে বাস কবতেন ।” “তাৰ প্ৰথম নাম কি হেলেন ছিল ?” মিঃ এল্ডাবসন জিজ্ঞেস কবলেন । “হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই, আপনি কি তাকে চিনতেন ?” “বৎস, তোমাৰ মা আমাৰ মণ্ডলীবই এক জন সদস্য ছিলেন । পালক হিসাবে আমি তাৰ কাছে একাধিকবাৰ তাৰ ভ্ৰমণকাৰী সন্তানেব কথা শুনেছি । তিনি সব সময় প্ৰাৰ্থনা কবতেন যেন একদিন তাৰ সন্তান প্ৰভু যীশুৰ পৰিচয় পায় । তিনি তাৰ সন্তানেব জন্য যে বাইবেল খানা কিনছিলেন । যে উপদেশগুলি তাৰ মধ্যো লিখেছিলেন, যে অংশগুলিতে তিনি দাগ দিয়েছিলেন এবং যে ব্যাখ্যাগুলি তিনি তাৰ মাৰ্জিনে লিখে দিয়েছিলেন সে সব কথা তিনি বললেন । তিনি বিশ্বাস কৰেছিলেন এগুলি একদিন তাৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰবে । কিন্তু অনেক বছৰ পৰ্য্যন্ত তিনি তাৰ কোন খবৰ পেলেন না, এবং শেষ পৰ্য্যন্ত তাৰ সন্তান সমুদ্রে হাবিয়ে গেছে মনে কৰে তিনি তাৰ আশা ত্যাগ কবলেন । যখন তিনি অসুস্থ হযে পড়লেন এবং মৃত্যু আসন্ন বলে বুঝতে পাবলেন তখন আপনাৰ সংগে ওকল্যাণ্ড বাঁধে যে বৃদ্ধ ব্ৰাদাবেব সংগে দেখা হযেছিল সেই ব্ৰাদাবেকে তিনি ডাকলেন এবং বহু বছৰ আগেৰ তাৰ দাগ দেয়া বাইবেল খানাৰ মত আৰ একখানা দাগ দেয়া বাইবেল তাৰ বিতৰণকাৰী পত্ৰেব মধ্যো বাখতে বললেন । এখন বল তুমি কি তাৰ ছেলে, হ্যাবল্ড ?”

“হ্যাঁ আমি বাস্তবিকই সেই লোক, এখন আমি বিশ্বাস কৰি যে খ্ৰীষ্টেৰ দিকে পথ দেখাবাব জন্যই আপনাকে পাঠানো হযেছে । ওহঃ মিঃ এণ্ডাবসন, আমাৰ নিবৃদ্ধি তাৰ যদি কোন প্ৰতিকাৰ থাকে তাহলে আমি তা চাই এবং এখনই তা চাই । আমি এক জন চোৰ, এক জন মাতাল, এক জন জুয়াড়ী, দেশবিহীন এক হতভাগা ও ঈশ্বৰবিহীন এক

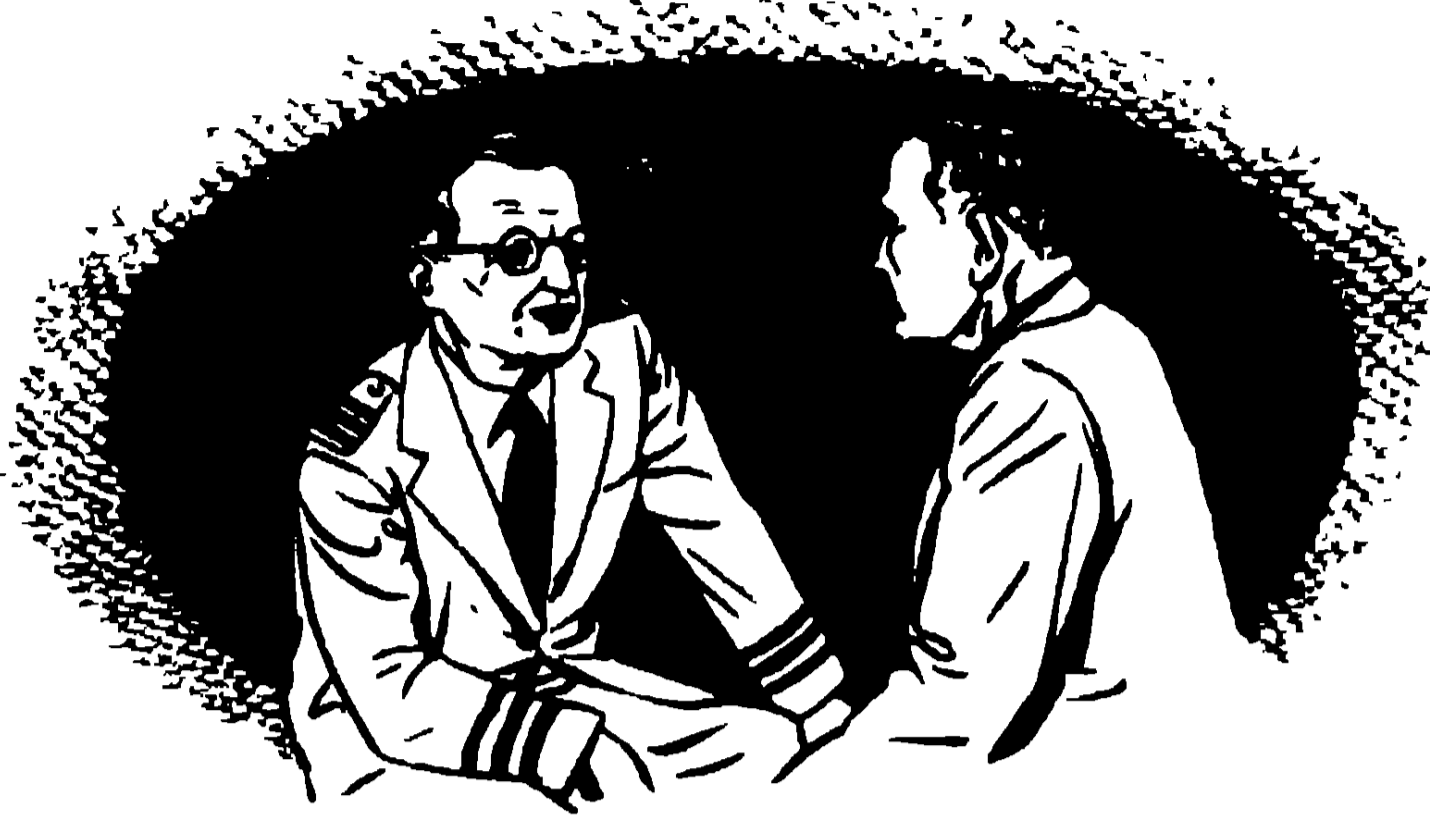
পাপী । আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন ?" হ্যাবল্ড উইলসনের স্বীকৃতি  
 মিঃ উইলসনের কাছে এত চমৎকার, সুন্দর, ঐশ্বরিক ও এত সমায়োপযোগী মনে হলো  
 যে তার বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপরে শিকড় গাডল এবং তিনি হ্যাবল্ডকে বুদ্ধিপূর্বক,  
 কৌশলে ও আত্মজয়ের প্রক্রিয়ায় প্রভু চরণে নিয়ে এলেন । প্রকাশিত সত্যকে বুদ্ধি  
 পূর্বক গ্রহণ করার ভিত্তিতে এটা ছিল এক পবিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, আব যুবকটি ঈশ্বরকে  
 লাভ করে সত্যি সুখী হলো ।

হ্যাবল্ড এর জীবন ও তার পবিবর্তনের কথা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন  
 সে যাত্রী ও নাবীকদের কাছে পবিচিত হলো "দাগ দেয়া বাইবেলের মানুষ" হিসাবে ।  
 কাপ্তেন মান যদিও এক জন একনিষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন, তথাপি তার শাস্ত্রজ্ঞান সীমিত  
 ছিল, তাই তিনি একটু সংকীর্ণমনা ছিলেন । তাই এভাবে তিনি এখন খুবই চিন্তিত হয়ে  
 পড়লেন পাছে হ্যাবল্ড যখন ঘন ঘন তার সংগে দেখা সাক্ষাৎ শুরু করেছিল । তাই  
 তিনি এই পালকের প্রভাবকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেন । কাপ্তেন মানের বিবোধিতার  
 কথা যখন গভীরভাবে চিন্তা করল তখন তার মনে প্রশ্ন জাগল যে এর অর্থ কি হতে  
 পারে । "এখানে দুজন ভাল লোক আছেন যাদের উভয়কেই সং বলে মনে হয়, অথচ  
 এক জন নিশ্চিতভাবে মনে করেন যে অপবজন ঠিক নয় । আমি নিশ্চিত যে কাপ্তেন  
 মান তার প্রার্থনার উত্তর লাভ করেছিলেন এবং আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, আবার  
 আমি এও নিশ্চিত যে মিঃ এণ্ডারসন আমাকে খ্রীষ্টের পথে নিয়ে আসার কাজে তিনিও  
 তার প্রার্থনার উত্তর পেয়েছেন । আমি এখন কি করব ? আমি তো উভয়কে অনুসরণ  
 করতে পারিনা, কারণ তাদেরকে তো পবম্পব বিপর্দিত মুখী বলে মনে হচ্ছে ।

কিন্তু একটা কাজ করা যায়, আমার মা আমাকে যে কাজটি করবার জন্য সর্নিবন্ধ  
 অনুবোধ জানাতেন আমি তাই করব । আমাকে ঠিক বাইবেলের কথাগুলি গ্রহণ করতে  
 হবে । কিন্তু কাপ্তেনের জ্ঞানের অভাব হলেও তিনি তো বেশ উৎসাহ ও উদ্যোগ নিয়ে  
 দেখতে চেয়েছিলেন যে হ্যাবল্ড যেন "বিশ্রামদিনের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণায় জড়িয়ে না  
 পড়ে" । কিন্তু শেষে এমন হলো যে যুবকটিকে প্রতারণা থেকে বক্ষা করার জন্য তার  
 ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্যের কাজকে তুরাষিত করল । আব ঈশ্বর সেটাই বহু পবিশ্রমে  
 সাধন করতে চেয়েছিলেন ।

"বৎস, (এটাই ছিল কাপ্তেনের কথা বলার ধরণ) আমি আবার তোমায় পবামর্শ  
 দিচ্ছি তুমি সপ্তাহ কোন্ দিনটি পালন করবে সে ব্যাপারে সতর্ক হও" । "কিন্তু কাপ্তেন  
 মান আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন ? শনিবার পালন করা সম্বন্ধে কেউ আমাকে  
 কিছু বলেননি ।" "তুমি দেখতে পারে মিঃ এণ্ডারসন শিগগীবই তোমাকে বলবেন যে

তোমাব ত্রীষ্টীয় জীবনের জন্য তাব মণ্ডলী যে দিন পালন করে তোমাকেও সেদিন পালন কবতে হবে । তিনি তোমাকে বলবেন যে বাইবেলে কোথায়ও ববিবাবের কথা উল্লেখ কবা হয়নি, এবং – আচ্ছা কাপ্তেন, ববিবাবের কথা কি বাইবেলে সত্যই বলা হয়নি ? আপনি যদি ভাল মনে কবেন তাহলে মিঃ এণ্ডবসনের আগে আপনি আমাকে ব্যাপাবটা দেখিয়ে দিলে আমি খুব সুখী হব ।” “ঠিক আছে, আজই সন্ধ্যা বেলায় তুমি এসো, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব যে মিঃ এণ্ডবসনের মণ্ডলী ভুল কবতেছে ।”



ষষ্ঠ অধ্যায়

## বিব্রতকর কাপ্তেন

কাপ্তেন চলে যাবার পাবে হ্যাৰল্ড মনে মনে বলল, “এটা আমাকে ভাবিয়ে তুলছে, আমাব মনে পড়েছে উনি আমাকে বলেছিলেন যে পড়বার জন্য ওবা অনেক পত্র পত্রিকা জাহাজে বেখেছে। আমি ভাবছি সেখানে বিবাব সম্পর্কে কিছু আছে কিনা। আমি এ সম্পর্কে মিঃ এণ্ডাবসনকে জিজ্ঞেস কবব।” জাহাজেব পিছন দিকে সে তাব দেখা পেল। “মিঃ এণ্ডাবসন, আপনাব কি মনে হয় আপনাব লোকেবা অন্যান্য পত্র পত্রিকাৰ মধ্যে বিবাব সম্পর্কে লেখা কোন কাগজ পত্র এই জাহাজে নিয়ে এসেছে ?”

“হ্যা, হ্যাৰল্ড আমি মনে কবি তাবা তা এনেছে, কিন্তু কেন, কি কাবণে তুমি বিবাব সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হয়েছ ? তুমি তো বিবাব পালন কব, তাই না ?” “হ্যা তা কবি বটে, কিন্তু কাপ্তেন মানেব ভয় হচ্ছে আমি বেশীদিন সেভাবে পালন কব যেতে পাবব না। আজ বাতে তিনি আমাকে দেখিয়ে দেবেন যে বাইবেল অনুসাবে বিবাবই সঠিক দিন। তিনি বলেছেন যে বিবাবেব কথা যে বাইবেলে নেই সেকথা শিগগীবিই আপনি আমাকে বলে দেবেন। তিনি প্রমাণ কবতে চান যে বিবাবেব কথাই বাইবেলে আছে। অবশ্য আমি মনে কবি আজ সন্ধ্যায় তাব সংগে দেখা কববাব আগে আমাব নিজের জানাব জন্য আমি যতদূর পাবি খোঁজ কৰে আমাকে সব জেনে নিতে হবে। আমি এজন্য কোথায় খোঁজ কবব ?” “ভাল কথা, তুমি পড়ে নিতে পার এবকম অনেক ছোট ছোট প্রচার পত্র আছে, যেমন, “কোন দিন আপনি পালন কবেন এবং কেন ?” এবং “নূতন নিয়মে বিবাব”। আমি মনে কবি ঐসব পত্র পত্রিকাৰ মধ্যেই এগুলি আছে। -ওগুলিৰ মধ্যে যদি তুমি না পাও, তাহলে আমাব কাছে এসো আমি তোমাকে সাহায্য কবতে চেষ্টা কবব।”

হ্যাৰল্ড যখন এই সব প্রচার পত্রের খোঁজ কৰছিল কাপ্তেন মান তখন হ্যাৰল্ডের সামনে তাৰ চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে উপস্থিত কৰাব জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কৰছিল। তিনি



মনে কৰেছিলে যি বিষয়গুলি যুবকটিৰ শিক্ষায় সাহায্য কৰবে সেগুলি মোটামুটি তাৰ জানা আছে। তাই তিনি যে নিৰ্দিষ্ট শাস্ত্ৰাংশগুলি ব্যবহাৰ কৰবেন তাৰ খোঁজ কৰতে লাগলেন। এই বিশ্ৰামবাবেৰ প্ৰশ্নটি যখন তাকে আলোড়িত কৰেছিল তাৰ পৰা অনেক বছৰ অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু শাস্ত্ৰেৰ যে অংশগুলিতে “ববিবার” কথাটি আছে তিনি কখনও তা খুঁজে দেখাৰ চেষ্টা কৰেননি। যদিও তিনি মনে কৰলেন যে নিশ্চয়ই এটা সুসমাচাৰেৰ মध्ये এবং পুনৰুত্থানেৰ বিবৰণেৰ মध्ये আছে, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজিব পৰেও তিনি যা চেয়েছিলে তা তিনি পেলেন না। “আমি সম্ভবতঃ সেই প্ৰসংগটা ভুলে গেছি” এই কথা বলতে বলতে তিনি কনকৰ্ডেন বা বাইবেলেৰ শব্দেৰ অভিধান খুঁজতে শুক কৰলেন। কিন্তু অভিধান লেখক ক্ৰুডেনও কোন না কোন কাৰণে এই বিবিবার সম্পৰ্কিত অংশগুলি বাদ দিয়ে বা উপেক্ষা কৰে গিয়েছে। স্বীকাৰ কৰে নেয়া হয়েছে যে ক্ৰুডেন বাইবেলেৰ সব শব্দগুলি বাদ দিয়ে বা উপেক্ষা কৰে গিয়েছে। স্বীকাৰ কৰে নেয়া হয়েছে যে ক্ৰুডেন বাইবেলেৰ সব শব্দগুলি তাৰ বইয়েৰ মध्ये দিয়ে দেবাৰ দাবী কৰেন নি। তিনি বলে উঠলেন, “ববিবার, বিবিবার, আমি কোথায় এটা দেখলাম? যুবকটি আমাকে কেমন এক অদ্ভুত লোক বলে মনে কৰবে, কাৰণ আমি তাকে এখানে ডেকেছি এমন কিছু কৰবাৰ জন্য যা আমি কৰতে পাবছি।” তখন তাৰ মাথায় একটা ভাল চিন্তা এলো।” এখানে মিঃ মিচেল নামে একজন বৃদ্ধ গোঁড়া পাদ্ৰি আছেন। আমি তাৰ কাছে জিজ্ঞেস কৰব এবং সেসঙ্গে অন্যান্য দৰকাৰী তথ্যগুলিও জেনে নেব।”

মিঃ মিচেল জাহাজে তাৰ নিজস্ব কামড়ায় বৰ্তমানৰ নামকৰা কাপ্তেনেৰ আগমনে সম্মানিত বোধ কৰলেন এবং সানন্দে তাকে স্বাগত জানালেন। কাপ্তেন বললেন, “আমাকে মাপ কৰবেন, মিঃ মিচেল, আমি এখানে এসেছি নেহায়েত একটা ব্যক্তিগত ব্যাপাৰে। আপনি হয়ত জানতেও পাবেন যে জাহাজে আমাদেৰ নাবিৰুদেৰ মध्ये একজন যুবক আছে এবং সম্প্ৰতি সে বিশেষ একটা মনপৰিবৰ্ত্তনেৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰেছে। আপনি হয়ত শুনেছেন যে তাকে ‘দাগ দেয়া বাইবেল মানুষ’ বলে বলা হয়ে থাকে। তাৰ একটা বেশ মজাৰ কাহিনী আছে। এছাড়া আমাদেৰ জাহাজে শনিবার মিশনেৰ মিঃ এল্ডাবসন নামেৰ একজন যাত্ৰীও আছেন যিনি মনে হয় এই যুবকটিকে বিশ্ৰামবাৰ পালনেৰ ব্যাপাৰে অসুবিধায় ফেলতে চেষ্টা কৰবেন। তাই আমি এই ব্যাপাৰে একটুখানি উদ্যোগ নিছি। আমি যুবকটিকে আজ সন্ধ্যায় আমাৰ কাছে আসতে বলেছি, আৰ আমি তাকে কথা দিয়েছি যে বিবিবার যে উপাসনাৰ সঠিক দিন তা আমি তাকে দেখিয়ে দেব। এখন আমি চাই যেন যে সমস্ত শাস্ত্ৰাংশে বিবিবাৰেৰ উল্লেখ আছে সেগুলি আপনি আমাকে ধৰিয়ে দেন।”

কাপ্তেনেৰ এই অনুরোধ শুনবাৰ পৰে মিঃ মিচলেৰ মুখমণ্ডলে কি মৃদু হাসি, না ভুৰু কুচকানো, নাকি হতাশা ও বিৰক্তিব ভাব ফুটে উঠেছিল? যে ভাবই প্ৰকাশ পেয়ে



থাকুক না কেন, তার মধ্যে আনন্দ ছিল না। তিনি বললেন, “কাপ্তেন, এবকম কোন শাস্ত্রাংশ নেই। আপনাকে স্বীকার করে নিতে হবে যে ঈশ্বরের পুস্তকের দুই মলাটের মধ্যে কোথাও রবিবার কথাটি নেই।” “কিন্তু, মিঃ মিচেল, আমি প্রায় হুফ করে বলতে পারি যে আমি এটা কোথাও দেখেছি এবং পড়েছি।” “বাইবেলের মধ্যে নয়, কাপ্তেন। আপনি কয়েকবাবই সপ্তার প্রথম দিনের উল্লেখ দেখতে পাবেন, কিন্তু রবিবারের কথা পাবেন না। আব সপ্তার প্রথম দিনকে পবিত্র দিন হিসাবেও উল্লেখ করা হয়নি। শাস্ত্র থেকে রবিবার দিন পালন করবার যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করে আপনি একটা কঠিন কাজ হাতে নিয়েছেন।” কাপ্তেন মানের ষাট বছর বয়স হলেও মিঃ মিচেল এই মাত্র এত সাহসের সংগে যা নিশ্চয় করে বললেন তাব কোন ইংগিতও তিনি ইতিপূর্বে কখনও শুনতে পাননি। তিনি প্রায় মুর্ছিত হয়ে না পড়লেও অন্তবে প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে এটা সত্য হতে পারেনা। তিনি কি নিজেই প্রভাবিত হয়েছিলেন? তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মিঃ মিচেল ছিলেন একজন তিক্ষণ বুদ্ধির লোক। তিরিশ বছরের অধিক কাল তিনি সর্বসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন এবং পার্শ্চত্য প্রাচ্যের সর্বত্র তিনি মণ্ডলী ও তার কাজের একজন নির্ভীক সমর্থক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি অবিশ্বাসীদের সংগে, নাস্তিকদের সংগে ও মণ্ডলীর ভিতরের ও বাইরের শত্রুদের সংগে সংগ্রাম কবতে কখনও ভয় পাননি এবং তিনি সম্মানের লবেলমুকুট জয় কবতে কখনোও ব্যর্থ হননি। কিন্তু তিনি সব সময় এবং একই নীতিতে অবিচল থেকে বিশ্বাসবাব পালনকারীদের সংগে বিতর্কে যেতে অস্বীকার করেছেন, কাবণ তিনি জানতেন তাব দাবী প্রমাণ কবা অসম্ভব হবে। সেজন্য তিনি যুক্তিসংগতভাবেই কাপ্তেনের কাছে তাব জানা সত্যকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ কবলেন। তিনি যখন দেখলেন যে কাপ্তেন তার সহজ সরল ও স্পষ্ট কথায় অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়েছেন তখন তিনি তার কাছে ব্যাখ্যা করে বললেন কেন তিনি প্রভুর স্পষ্ট আদেশ ছাড়াই সপ্তার প্রথম দিন পালন কবে আসছেন। তিনি বলতে থাকলেন, “কাপ্তেন, যে কোন নির্ভরযোগ্য মণ্ডলীর ইতিহাসের ছাত্রই আপনাকে বলবে যে রবিবারের উপাসনার একটি মাত্র ভিত্তিই আছে আর তা হলো আদিযুগের মণ্ডলীর প্রচলিত প্রথা। খ্রীষ্ট এবং তার প্রেবিতরাও নিকট ভবিষ্যতে যতলোক তাদের সংগে সংযুক্ত হয়েছিলেন তারা সকলে সপ্তার সপ্তম দিনকে চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্বাসবাবরূপে পালনের রীতিতে বিশ্বাস করতেন, এবং খ্রীষ্টের সময়ের পরে বহু শত বছর পর্য্যন্ত রবিবারের জন্য পবিত্র শ্রদ্ধা বলে কোন কথা শোনা যায়নি। এই পরিবর্তনটা সাধিত হয়েছিল ধীরে ধীরে একটু করে মণ্ডলীর লোকদের প্রভাবের ফলে। কিন্তু আমরা মনে কবতে পারিনা যে এই পরিবর্তনের পিছনে ঐশ্বরিক অনুমোদন ছিল। এটা যুগকল্যাপের চেতনায় একটা স্বাভাবিক পরিবর্তনের পিছনে ঐশ্বরিক অনুমোদন ছিল। এটা যুগকল্যাপের চেতনায় একটা স্বাভাবিক পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি এখন আপনাকে যা বললাম এই কথাগুলিই আমাকে বার বার গোপনে আমার বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলতে হয়েছে, আর আমি তাদের কাছে যা বলেছি তা এখন

আপনার কাছেও বলতে চাই যে যদিও এই পবিত্রত্বন এসেছে এমন ভাবে যার সংগে আমরা সত্যিকারে একমত নাও হতে পারি, অথচ এটা সাধিত হয়েছে; তাই আমাদের সামনে এখন যে যুক্তিসংগত পথটি খোলা আছে তা হলো একে অনুমোদন করা এবং ঈশ্বরের বৃহৎ মণ্ডলীর সংগে সমগ্র পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া। এখন আর কোন সংস্কারের চিন্তা করার সময় নেই। এখন ছোট একটা পরামর্শ দিচ্ছি, দয়া করে ব্যাপারটি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। প্রশ্নটি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করলে কেবল বহু বিব্রতকর অবস্থাই সৃষ্টি হবে, এবং এখনও যারা নৈতিক আইন পূর্বোপরি পালনে বিশ্বাস করে সেই অল্পসংখ্যক লোককে তাদের যুক্তিতর্ক নিয়ে এগিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়া হবে, এবং সে সমস্ত যুক্তিতর্ক খণ্ডন করা যাবেনা। আমি মনে করি আপনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন। সুনিপুণভাবে যুবকটির চিন্তা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলুন যে ঈশ্বর প্রেম, তিনি সব যুগেই তার মণ্ডলীকে পবিচালনা দিয়ে এসেছেন এবং এখনও দিচ্ছেন, আর আমাদের পক্ষে সব কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, আমরা নিশ্চিত্তে খ্রীষ্টের প্রচার কাজ চালিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের মনের সন্দেহগুলিকে দূর করার জন্য অন্য কোন সময়ের অপেক্ষা করতে পারি। এভাবে বললে সাধাবণতঃ লোকেবা মনে নেয় এবং এক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে তাই হবে। “ধন্যবাদ ডক্টর” এই কথাটি বলে কাপ্তেন শান্তভাবে বিদায় নিলেন এবং তার নিজের কামবায় ফিরে গেলেন। এই সময়ের মধ্যে হ্যারল্ড উইলসন রবিবার পালনের উৎপত্তি সম্পর্কে বেশ কিছু মজার মজার পত্র পত্রিকা পেয়ে গেল, যদিও এগুলি পবিত্রীকালে তার কাছে যত অর্থবহ হয়েছিল, সেই মুহূর্তে তত অর্থবহ হলো না। তার আত্মিক চক্ষু খুলে যেতে লাগল এবং সে একটু একটু করে বুঝতে শুরু করল। যাহোক, সে যা দেখতে পেরেছিল তাতে তার বেশ উপকার হলো, এবং সে কাপ্তেনের সংগে দেখা করার জন্য এবং তার কথা শুনবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাপ্তেন যা করবেন বলে ভেবেছিলেন সেকথা চিন্তা করে মিঃ এণ্ডারসন তখনও মনে মনে হাসতে ছিলেন। একই রকম হাজার হাজার সৎ ও একনিষ্ঠ লোকেবা এর আগেও এই একই কাজ করার চেষ্টা করে কেবল সত্যকেই খুঁজে পেয়েছে এবং তার বাধ্য হয়েছে, অথবা ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা ও অসৎ বিরোধিতায় গভীরভাবে ডুবে গেছে। তাই কাপ্তেন মান কি বলেন তা শুনবার জন্য তিনি বেশ উৎসুক হয়ে রইলেন।

কাপ্তেন খুব সহজে সত্যই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কারণ তাকে যে কেবল তার বহুদিনের ভুল বিশ্বাস থেকে প্রচণ্ডভাবে জাগিয়ে তোলা হয়েছিল তাই নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের একজন রাজদূত তাকে এমন অভ্যাস করার পরামর্শ দিয়েছেন যাকে তিনি এক ধরনের অসাধুতা বলে মনে করতেন। তিনি তার সবলতাকে অত্যন্ত মূল্যবান জ্ঞান করতেন এবং ভবিষ্যতেও তাই করবেন বলে স্থির করেছিলেন, এটাই ছিল তার সিদ্ধান্ত। তিনি হ্যারল্ড উইলসনের সংগে দেখা করে স্বীকার করবেন যে বাইবেলের মধ্যে রবিবারের

কোন উল্লেখ নেই। এর চেয়ে বেশী কিছু তিনি দেখতে পাবছিলেন না, কারণ পাদ্রীর উপদেশ সত্ত্বেও তখনও তিনি বিশ্বাস কবছিলেন যে রবিবার পবিত্র দিন। হ্যাবল্ড তাব বাইবেল হাতে নিয়ে, প্রচারণাপত্রগুলি পকেটে নিয়ে এবং অন্তরে সত্যেব প্রাথমিক ধারণা নিয়ে উপস্থিত হলো। একটা প্রত্যাশাব মনোভাব নিয়ে সে বসে পড়ল। সংগে সংগে কাপ্তেন আসল বিষয়ে কথা বলতে শুরু কবলেন, “বৎস, প্রথমেই আমি তোমাকে বলতে চাই যে বাইবেলে ববিবারের উল্লেখ সম্পর্কে আমি তোমাকে ভুল বলেছি। বাইবেলে এবকম কোন উল্লেখ নেই। অনেক জায়গায় সপ্তার প্রথম দিনের কথা বলা হয়েছে, আর এটাই আমার মনের মধ্যে ছিল। সুতবাং আমি আমার ভুল স্বীকার কবছি। কিন্তু আমি ভুল কবলেও আসল ঘটনাটি হলো এই যে প্রভু যীশুই দিনটির পবিত্বর্জন কব্বেন, এবং তাব শ্রেবিতবা পববর্ষিকালে সপ্তার প্রথম দিনকে, অর্থাৎ পুনরুত্থানের দিনকে প্রভুর দিন হিসাবে দেখাতে লাগল এবং এই দিনে তাবা মিলিত হতে লাগল।”

“আচ্ছা কাপ্তেন, কতবা এই প্রথম দিনের কথা উল্লেখ কবা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়?” “স্বাভাবিকভাবে আমি মনে কবি অনেকবার উল্লেখ কবা হয়েছে; অবশ্যা আমি সঠিক সংখ্যাটা বলতে পাবছি।” হ্যাবল্ড তাব পকেট থেকে একটা ছোট প্রচার পত্র টেনে বাব কবল এবং তা পড়বার জন্য প্রস্তুত হলো। “এখানে দেখা যায যে কেবলমাত্র আটবার এটাব উল্লেখ কবা হয়েছে, এবং কোন বাবেই এটাকে পবিত্র দিন বলা হয়নি। এটা ঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু এখানে শাস্ত্রাংশগুলিব উল্লেখ আছে এবং আমাদেরকে অনুরোধ কবা হয়েছে যেন আমরা সেগুলি পড়ে দেখি। শাস্ত্রাংশগুলি হলো : মথি ২৮ : ১ ; মার্ক ১৬ : ২,৯ ; লুক ২৪ : ১, যোহন ২০ : ১, ১৯ ; শ্রেবিত ২০ : ৭ এবং ১ কবিছীয় ১৬ : ২। আমি মনে কবি এ অংশগুলি পড়লে ভাল হবে, কাপ্তেন।”

একটির পর একটি করে আটটি শাস্ত্রাংশ খুঁজে বাব কবে পড়া হলো। “এখন কাপ্তেন, আপনি তো বাইবেলের সংগে পবিচিত, কিন্তু আমি তো তা নই। সেজন্যা আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন কববার সুযোগ দিন যেন আমি যা জানতে চাই তা খুঁজে বাব কবতে পারি। এখন আমাকে দয়া করে বলুন যে এর মধ্যে কোন শাস্ত্রাংশটি প্রমাণ করে যে সপ্তার প্রথম দিন বিশ্রাম দিন হিসাবে সপ্তম দিনের স্থান গ্রহণ করল?” কাপ্তেন মান পুনরুত্থান দিনে শ্রেবিতদের একত্রে সমবেত হওয়ার ঘটনাটি দেখিয়ে দিলেন এবং বললেন “স্পষ্টতই মনে হয় তাব পুনরুত্থানের সম্মানে তাবা কোন বকম একটা উপাসনা কব্বেন; কারণ লেখা আছে (লুক ২৪ : ৩৬) যে যীশু তাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন এবং বললেন তোমাদের শাস্তি হউক। এই সময় তিনি তাদের উপরে ফুঁ দিলেন ও পবিত্র আত্মা গ্রহণ করতে বললেন। আর তিনি তাদের একথা প্রচার করতে পাঠিয়ে দিলেন যে তিনি কবর থেকে উঠেছেন। তুমি কি এটাকে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা বলে মনে করনা?”

“সেটা মনে হয় ঠিক আছে, কাপ্তেন; কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে যা আপনি দেখতে পাননি।” হ্যারল্ড আবার প্রচার পত্রটির উল্লেখ করল, “আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সেদিন রাতে যখন তাবা একত্রে মিলিত হলেন তখন তাবা তাদের রাতের খাবার খাচ্ছিলেন (মার্ক ১৬ : ১৪) আর যখন যীশু এলেন তখন তাবা তাকে কিছু ভাজা মাছ ও কিছু চাকযুক্ত মধু খেতে দিলেন (লুক ২৪ : ৪২)। যিহুদীদের ভয়ে তাবা ঘবেব দবজায় ছুডকা লাগিয়ে ভিতরে অবস্থান কবছিলেন (যোহন ২০ : ১৯)। তাবা বিশ্বাস করেন নি যে তিনি কবর থেকে উঠেছেন; কাবণ যখন তিনি তাদের দেখা দিলেন তখন তাবা আতংকিত হয়ে মনে কবলেন তাবা আত্মা দেখতে পাচ্ছেন। (লুক ২৪ : ৩৭) তখন খ্রীষ্ট অবিশ্বাস প্রযুক্ত তাদের তিরস্কার কবলেন (মার্ক ১৬ : ১৪) এবং তাদের ভয় দূব কববার জন্য কেবল এই কথা বললেন যে “তোমাদের শাস্তি হউক”। এসব ছাড়াও থোমা বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যাবার আগে তাব পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন নি।” যোহন ২০ : ২৪-২৭।

“কাপ্তেন, যখন তাবা তাব পুনরুত্থানে বিশ্বাস কবেন নি তখন তাবা পুনরুত্থানের অনুষ্ঠানও পালন কবতে পারেন নি, তাই না”? “বৎস, তুমি এত সব তথ্য কোথায় পেলে? আমি এর আগে এসব কথা কখনও শুনি নি। কিন্তু আমাকে বলতে হচ্ছে যে তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক। আমি তো মিথ্যা কথা বলতে পাবিনা।” সে বলতে লাগল, “আর একটা অংশ আছে যেখানে স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে প্রেবিতদের সময়ে বিশ্বাসীরা সপ্তার প্রথম দিন পালন কবতেন। আবার প্রেবিত ২০ অধ্যায় দেখুন। এখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে সপ্তার প্রথম দিনে তাবা রুটি ভাংবার জন্য একত্র হয়েছিলেন।” আবার এই নুতন বিশ্বাসী যুবক তাব হাতের প্রচার পত্রের দিকে তাকাল এবং তারপর বলল, “এই সমবেত হওয়াটা নিশ্চয়ই শনিবার রাতে হয়েছিল কারণ এটা সপ্তার প্রথম দিনের অঙ্ককার সময়ে বা বাতের বেলায় হয়েছিল, কারণ দিনের অঙ্ককারাঙ্ক অংশ আগে আসে। আদিপুস্তক ১ : ৫, ৮ ইত্যাদি। পৌল মধ্যরাত পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন কারণ পবের দিন সকাল বেলা তাব আঃস যাবাব কথা ছিল।

প্রেবিত ২০ : ৭। এব পব তিনি তাব রাতের খাবার খেলেন (১১ পদ), সকাল না হওয়া পর্যন্ত কথাবার্তা বললেন, এবং তারপর ববিবার দিনের আলোতে যোজকের মধ্য দিয়ে আঃস পর্যন্ত উনিশ মাইল হেঁটে গেলেন। তিনি নিশ্চয়ই সেদিনকে পবিত্র দিন বলে পালন করেন নি। দেখে মনে হয় যেন এটা ছিল একটা বিশেষ সমাবেশ যা পৌলের কর্মসূচীর সংগে খাপ খাওয়াবার জন্য অনিয়মিত ভাবে ডাকা হয়েছিল, আর রুটি ভাংগার কাজটি প্রভুর মৃত্যুকে স্মরণ করার চেয়ে বরং “ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্যই করা হয়েছিল।”

এই সময় পাহারা বদলের ঘণ্টা বাজল এবং হ্যারল্ড দ্রুত তাব ডিউটিতে ফিরে গেল। কাপ্তেন মান হতবুদ্ধির মত হয়ে গেলেন। “এত বছর পর্যন্ত ভুল ধারণা পোষণ

কবাব চিন্তা এবং স্বীকৃত ভুলগুলির প্রতি চোখ বন্ধ কবে থাকার জন্য একজন সুসমাচার প্রচারকের উপদেশ তার সহ্যের অতিরিক্ত ছিল। তিনি নিজেই নিজের কাছে বেশ জোরে জোরে বলতে লাগলেন, “এমন কি হতে পারে যে আমি অন্যান্য ব্যাপারেও ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আছি? পুনরুত্থানের মত সহজ বিষয় সম্পর্কে যদি আমি সম্পূর্ণ ভুল চিন্তা করতে পারি, তাহলে অন্যান্য বিষয় যা তত সহজ নয় সেসব ব্যাপারে আমার অবস্থান সঠিক অবস্থা থেকে আরও বেশী দূরে থাকতে পারে। ঈশ্বর সুযোগ দিলে খুব শিগগীই আমাকে মিঃ মিচেলের সংগে আবার একবার সাক্ষাৎ করতে হবে। আমি এ ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখতে চাই।”





## সপ্তম অধ্যায়

### একজন বিব্রতকর ধর্মযাজক

যে সমস্ত ব্যাপাবগুলি কাপ্তেন মানের মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সেগুলিকে তুলিয়ে দেখবার জন্য তিনি আবার মিঃ মিচেলের কাছে যাবার জন্য যে সংকল্প করেছিলেন তা কোন অর্থহীন সিদ্ধান্ত ছিলনা; এবং হনলুলু ত্যাগ করার পবে তিনি সেই সুযোগ লাভ করলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে সব চেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুন্দর যেসব যাত্রীবাহী জাহাজগুলি যাতায়াত করত তাদের মধ্যে প্যাসিফিক ক্লিপার জাহাজ খানা অন্যতম ছিল, এবং পবিমাণ ও গুরুত্বের দিক থেকে এটি কাপ্তেনের দায়িত্ব ছিল সাংঘাতিক। দিন ও রাত্রির কোন সময়ে এক ঘণ্টার জন্যও জাহাজের যত্ন নেয়ার বোঝা থেকে তিনি মুক্ত হতে পারতেন না। তা সত্ত্বেও কাপ্তেন মান যাত্রীদের ও নাবিকদের প্রয়োজন নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় দিতে পারতেন, এবং অনেক আত্মা তার সদয় উপস্থিতি ও নিঃস্বার্থ সেবার দ্বারা উপকৃত হতেন। হ্যাবল্ড উইলসনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এবার তার মধ্যে যেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এভাবে এটি আগে কখনও কোন ব্যক্তিকৃত বা অন্যপ্রকার প্রশ্ন তাকে নাড়া দিতে পারেনি। দিনের প্রতি ঘণ্টায় এই চিন্তা তার মনের মধ্যে বোঝার মত চেপে আছে এবং সুযোগ পেলেই তিনি এ বিষয়ে তদন্ত করার ও প্রার্থনা করার চেষ্টা করছেন। প্রকৃত পক্ষে এটা তার জীবনে এক সংকটকাল নিয়ে এসেছিল। অনেক বছর যাবৎ তিনি প্রতিদিন কিছু সময় বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার জন্য ভক্তি ভরে আলাদা করে রাখতেন। পরের দিন বিকাল বেলায় এই ব্যক্তিকৃত ধ্যানের সময় উপস্থিত হলে তিনি যখন তার নিজস্ব কামরায় প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন তখন মিঃ মিচেলের সংগে তার দেখা হলো। তিনি মনে করলেন এটাই তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযুক্ত সময়। অতি সত্বর তারা দুজন আসন গ্রহণ করলেন এবং আলাপ শুরু করলেন। কাপ্তেন বললেন, “মিঃ মিচেল আপনি কি দশ আজ্ঞার নৈতিক কর্তব্যগুলিকে অবশ্য পালনীয় বলে বিশ্বাস করেন?” “হ্যাঁ কাপ্তেন, আমি অবশ্যই তা করি?” “আপনি কি এই ধারণা অনুমোদন করেন যে বাইবেল খানা সামগ্রিক ভাবে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য এবং আমাদের পথ নির্দেশনার জন্য অনুপ্রেরণার

মাধ্যমে প্রদত্ত ?” “হ্যা, নিশ্চয়ই, কাবণ এছাড়া গ্রহণ কবার মত আর কোন নিবাপদ অবস্থান নেই। যারা এই প্রাচীন মূল্যবান পুস্তকখানার কোন অংশ বাদ দিতে চায় তারা নাস্তিক ও অবিশ্বাসীদের আক্রমণ প্রতিরোধ কবতে পাবেনা।”

“আমায় ক্ষমা কববেন ডক্টর, তাহলে আমি নির্দিষ্টভাবে জিজ্ঞেস কবছি যে আপনি এই ধারণার সংগে আপনার কথাৰ কিভাবে মিল কববেন, কাবণ আপনি বলেছেন যে আমাদের বিশ্রামবাবেৰ প্রশ্ন বাদ দিয়ে চূপচাপ রবিবার পালন কবাই ভাল, যদিও আপনি স্বীকাৰ কবে নিয়েছেন যে একাজেৰ কোন বাইবেল ভিত্তিক সমর্থন নেই? আমাব মনে হয় আপনি পুনঃ পুনঃ মত পৰিবৰ্ত্তন কবছেন।” “শুনুন কাপ্তেন, আমি যখন বললাম যে আমি দশ আজ্ঞাৰ নৈতিক কৰ্ত্তব্যগুলিকে অবশ্য পালনীয বলে বিশ্বাস কৰি তখন আমি চতুৰ্থ আজ্ঞাকে এর মধ্যে ধৰি না, কাবণ অন্য নযটা আজ্ঞাৰ মত এটা নৈতিক কিছু নয। সপ্তম দিনেৰ মত সপ্তাব প্রথম দিন আলাদাভাবে পালন কবেও বিশ্রামবাব পালনেৰ আদেশেৰ দাবী পুরোপুরি মেটানো যায়। চতুৰ্থ আজ্ঞাৰ দিন ক্ষণেৰ ব্যাপাৰটি আবশ্যিকভাবে নৈতিক নয।”

কাপ্তেন অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বললেন, “মিচেল, আপনি কি আমাকে বলতে চান যে “সপ্তমদিন তোমাব ঈশ্বৰ সদাপ্ৰভুৰ উদ্দেশে বিশ্রামদিন, ঐদিনে তোমাবা কোন কাজ কৰিবেনা” — এবকম স্পষ্টাক্ষৰে লেখা কথাগুলি আবশ্যিকভাবে নৈতিক নয? এই নির্দিষ্ট সীমাজ্ঞাপনকাৰী শব্দ “সপ্তম” এর মধ্যে নৈতিক মূলনীতি সংযুক্ত কবার কোন ক্ষমতা কি ঈশ্বৰেৰ নেই? আমি আমাব কথাটা উদাহৰণ দিয়ে ব্যাখ্যা কবছি: এই জাহাজেৰ কাজে আমাব অধীনে এক বিশাল বাহিনী আছে। জাহাজেৰ সব লোকেৰ নিবাপত্তাৰ জন্য আমাকে প্রায়ই আগুন নিভানোৰ মহড়া দিতে হয়। আমি মংগলবাব দুপুব বাবটা বাজাব সংগে সংগে ইঞ্জিনিয়াৰকে আগুন লাগাৰ বাঁশি বাজাৰ ছকুম দেই। একাজ কবার পরে এক মিনিটে কি কবতে হবে তাৰ পৰিকল্পনা কবে দেই। সেই মিনিটটি আমাব জন্য ও আমাব নাবিক, যাত্রী ও আমাব সংগীদেৰ জন্য অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেই ইঞ্জিনিয়াৰ বুঝে হোক বা না বুঝে হোক সে আমাৰ নির্দেশ পালন কববার জন্য পবিত্ৰ চুক্তিতে আবদ্ধ। এবকম অবস্থায় আপনি স্বীকাৰ কববেন যে একজন নীচস্থ কৰ্মচাৰী তাৰ উপবিস্থ কৰ্মকৰ্ত্তাৰ কাছে যে নৈতিক কৰ্ত্তব্য পালনে বাধ্য থাকে তা সমযমত পালন কবা কত জৰুৰী। আপনি নিশ্চয়ই বলবেন না যে ইঞ্জিনিয়াৰ বা অন্য কেউ অন্য কোন মিনিটে বা সময়ে তাৰ ঐ কৰ্ত্তব্য পালন কবে আমাব উদ্দেশ্য সাধন কবতে পাবে। আমাৰ মনে হয় দশ আজ্ঞাৰ মধ্যে চতুৰ্থ আজ্ঞাটিতে নির্দিষ্ট সময়েৰ উপাদান থাকাৰ জন্য এটি অত্যন্ত অপবিত্ৰীয়কাবে নৈতিক শিক্ষায়ুক্ত। আপনি দেখাবেন যে মিথ্যা কথা, ঘৃণা বা ঈশ্বৰ নিন্দা কাকে বলে তা নিয়ে মানুষেৰ মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু তাৰা “সপ্তম” কথাটিৰ অর্থ নিয়ে তর্ক কবতে পাবেনা। মিচেল, আমি আমাৰ মায়েৰ কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি, এবং আমাব সারা জীবন আমি বিশ্রামবাবেৰ আদেশেৰ

মধ্যে সম্পূর্ণ সাধুতার দৃঢ় দুর্গ খুঁজে পেয়েছি। এটা ছিল সংখ্যাবাচক অংকের মধ্যে ধার্মিকতা, আর সংখ্যাবাচক অংকগুলিকে মিথ্যা বলতে বিশেষ দেখা যায় না।

অবশ্য, আমি সব সময় বিশ্বাস করে আসছি যে যীশু যখন এসেছিলেন তখন তিনি বিশ্রামদিনকে সপ্তাব সপ্তম দিন থেকে সপ্তাব প্রথম দিনে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এটা আমাকে কোন কষ্ট দেয়নি, কারণ আমি বিশ্বাস করতাম যে আমার যেমন মংগলবার দুপুরের পরিবর্তে বুধবার দুপুর বেলাকে নির্ধারণ করার অধিকার আছে তেমনি যিনি প্রাচীনকালে উপাসনা ও বিশ্রামের দিন হিসাবে সপ্তম দিনকে আলাদা করেছিলেন তাব সপ্তাব প্রথম দিনকেও পরিবর্তীকালে পবিত্র করে আশীর্বাদ করার অধিকার ছিল। কিন্তু আপনিই প্রথম লোক যিনি আমাকে বলছেন যে সময়ের ব্যাপাবটি কোন নৈতিক মূল্যবোধ যুক্ত করেন। আপনিই প্রথম ধর্মযাজক যিনি এই ধারণা দিলেন যে চতুর্থ আজ্ঞা ব্যতিক্রমধর্মী এবং এক অর্থে নৈতিকতা শূণ্য। সম্পূর্ণ বাইবেল খানাই স্বর্গীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত, তা সত্ত্বেও ঈশ্বর নিজে সরাসরি মানুষের কানে যে কথাগুলি বলে দিয়েছেন তার একটি অংশকে আপনি আপনার মানবিক জ্ঞানে বাতিল করে দিচ্ছেন। আবার আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে এই প্রশ্নটি রাখছিঃ আপনার কথা অনুসারে বাইবেল যদি ঈশ্বরের বিশ্বাসযোগ্য বাক্য হয়ে থাকে, দশ আজ্ঞা যদি তার নৈতিক দাবীতে অপরিবর্তনীয়ভাবে বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে, যীশু অথবা তাব প্রেবিতবা যদি বিশ্রাম দিনের কোন পরিবর্তন না করে থাকেন, যদি ববিবার পালন কেবল প্রাচীন প্রথার ভিত্তিতে হয়ে থাকে আর এসব যদি সত্য হয় তাহলে আপনি ও আমি কি পবিত্র নিয়ম অনুসারে চতুর্থ আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য নই ?

মিচেল, আমি আপনার গতকালের পবামর্শ মেনে নেই নি এবং গতকাল সন্ধ্যায় যখন যুবকটির সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন আমি আমার ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলাম। যে লোক এই দীর্ঘ জীবনের খেলায় নিজের আত্মাকে বিপদাপন্ন দেখতে পায় সে কখনও ভাল কিছু পাবার আশায় জেনে শুনে মন্দ কাজ করবে না। আমি এখনও এমন সাক্ষ্য প্রমাণ পাবার আশা করছি যে ক্রুশের সময় থেকে একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছে এবং সেই সময় থেকে নতুন নিয়ম অনুসারে খ্রীষ্টের অনুসারীদেরকে পুনরুত্থানের দিনকে প্রভুর দিন হিসাবে সম্মান করতে হয়। কিন্তু মনে রাখবেন : আমি যদি দেখতে পাই যে এখানেও আমি ভুল করেছি এবং বিশ্রামবারের সময় পরিবর্তন সম্পর্কে বাইবেলে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে আমি আনন্দ চিন্তে এবং সর্বান্তঃকরণে নতুন করে আমার ক্রুশ তুলে নেব এবং বিশ্রামবার পালন করব। দৃশ্যতঃ মিঃ মিচেল কাপ্তেনের সনির্বন্ধ ও যুক্তিসংগত মন্তব্যগুলি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম না এবং এগুলির জন্য তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিও দূরীভূত হয়ে যায়নি। কাপ্তেনের কথা শেষ হলে ধর্মযাজক কেবল এই কথাটি বললেন, “বিতর্কে আপনি অবশ্যই



আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাই আমার উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা ঠিক হবেনা। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আপনি যদি আপনার যুক্তিতর্ক অনুসারে চলেন তাহলে আপনি যিহুদী বিশ্রামবার পালন করতে বাধ্য হবেন।” এই সময় মিঃ মিচেল ক্ষমা চেয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করলেন এবং হাসিমুখে “যতক্ষণ” কথাটি বলে চলে গেলেন। আসল ব্যাপারটি ছিল এই যে তিনি নিশ্চিতরূপে বিব্রত বোধ করছিলেন এবং কাপ্তেনের খোঁচা মারা কথা আর শুনতে চাচ্ছিলেন না। ধর্মযাজক চলে যাবার পরে হ্যাবল্ড উইলসন অল্প সময়ের জন্য কাপ্তেনের কাছে এসে জানিয়ে দিল যে একদিন আগে তাদের মধ্যে যে আলাপ হয়েছিল তার পরে সে অনেকগুলি নূতন তথ্য খাঁড়ি পেয়েছে। কাপ্তেন জিজ্ঞেস করলেন, “বৎস, তুমি কি মিঃ এণ্ডারসনের সংগে কথা বলেছ নাকি?” “না, আমি বাইবেল পড়তেছিলাম এবং যেসব লোকের সংগে আমার দেখা হয়েছে তাদের সংগে কথা বলছিলাম। আর কাপ্তেন, এই বিশ্রামবারের প্রশ্নটা সাংঘাতিক মজার বিষয়। সকলেই এ সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি কি জানেন যে এ জাহাজে আরও তিন জন প্রচারক আছেন?”

কাপ্তেন এটা ভাল করেই জানতেন, কিন্তু মিঃ মিচেলের সংগে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা তাকে কিছুটা নিরুৎসাহ করে দিয়েছে। “কাপ্তেন, এদের মধ্যে ডাঃ স্পল্ডিং নামে একজন আছেন যিনি খুব কথা বলেন। আমি কিছু লোকের সংগে যখন কথা বলছিলাম তিনি তা শুনতে পেলেন, আর তখন তিনি এমন ভাব করলেন যেন তার বক্তৃতা খাবাপ হয়ে গেছে। তিনি প্রায় আমার উপরে লাফিয়ে পড়ছিলেন, আর বললেন যে যারা সেই প্রাচীন যিহুদী বিশ্রামবার পালন করে তাবা প্রায় খ্রীষ্টের হত্যাকাণ্ডের মত। এর অর্থটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারেন।

প্রথমে আমি বুঝলাম না যে আমি কি বলব। তাই আমি তাকে তার কথা বলে যেতে দিলাম। শেষে আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রসংগক্রমে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি যিহুদী বিশ্রামবার বলতে কি বুঝতে চান। আমি বললাম, “আপনি কি চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রামবারের কথা বলছেন?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ মশাই, আমি ঠিক সেই জিনিষটিরই কথা বলছি। দশ আজ্ঞা দেয়া হয়েছিল যিহুদীদের কাছে, এবং যখন খ্রীষ্ট এলেন ও মৃত্যুভোগ করলেন, ওগুলিকে তখন ক্রুশের উপরে পোবেক দিয়ে লটকিয়ে দেয়া হলো। খ্রীষ্টবিহীন জাতির সংগে বিশ্রামবার বেঁচেছিল, আবার তাব মৃত্যুও হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় মিঃ এন্ডারসন এসে পড়লেন এবং তিনি কি চিন্তা করেন তা জানবার জন্য আমি তাকে জিজ্ঞেস না করে পাবলাম না। দেখুন, আমি যিহুদী বিশ্রামবারের কথা বা অন্য কোন বিশেষ বিশ্রামবারের কথা কখনও শুনিনি। তাই আমি চাইলাম যেন প্রচারক সেটা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন। মিঃ এণ্ডারসন প্রথমেই ডাঃ স্পল্ডিংকে জিজ্ঞেস করলেন যে কেন তিনি এটাকে যিহুদী প্রথা বললেন। তিনি উত্তর

দিলেন, “কারণ প্রাচীন ব্যবস্থার অন্য সব আদেশগুলির সংগে এটাও যিহুদীদেরকে দেয়া হয়েছিল, এবং সেই সব নিয়মাবলী ত্রুশের উপবে লোপ করা হয়েছে।” হ্যারল্ডের বর্ণনায় বাধা দিয়ে কাপ্তেন বললেন, “আমি তো সব সময় সেই কথাই বুঝে আসছি।” হ্যাবল্ড বলল, “কিন্তু গল্পটা শোনার পরে, আমার মনে হয়, আপনি আর তা বিশ্বাস কববেন না।” এণ্ডারসন জিজ্ঞেস কবেছিলেন, “তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করছ যে আজ চুবি কবা এবং নবহত্যা করার বিরুদ্ধে কোন আইন কানুন নেই এবং পিতা মাতাকে সমাদর কবাব জন্য ছেলেমেয়েদের আর কোন নৈতিক দায়িত্ব নেই?” ডাঃ স্পল্ডিং তখন এমন কতকগুলি কথা বললেন যাব বিশেষ অর্থ ছিলনা, কারণ মনে হলো তিনি এটা ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ ছিলেন। এণ্ডারসন প্রশ্ন করলেন, “আপনি যখন চান যে লোকেবা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করুক, তখন আপনি তাদের কাছে কি প্রচার করেন? আপনি কি তাদের বলেন না যে আপনারা পাপী? আপনি নিশ্চয়ই তা বলেন, কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি একথা বলেন, সেই মুহূর্তে আপনি আপনার মতবাদ অস্বীকার কবেন, কারণ মানুষ পাপী হয় তখনই যখন তারা আইন কানুন লংঘন কবে। আপনারা জানেন পৌল বলেছেন যে আইন কানুন না থাকলে কাউকে পাপী বলে অভিযুক্ত করা যায় না। এণ্ডারসন যখন কথা বলছিলেন তখন বহু লোক জড় হয়েছিল এবং ডাঃ স্পল্ডিং বিদায় নিতে চাইলেন।

কিন্তু আমবা সকলে অনুবোধ করলাম যে, যে আলাপ তিনি শুরু কবেছিলেন তা তার শেষ কবে যাওয়া উচিত। তাই তিনি থেকে গেলেন। এণ্ডারসন বললেন, “দেখুন ভাই, এটা সব সময় সত্য। যে কারণটির জন্য আদম পাপী হয়েছিলেন তা হলো এই যে তিনি আইন ভংগ করেছিলেন। ইতিহাসের সব সময় পাপ ছিল, তাই ইতিহাসের সব সময় আইন ছিল অর্থাৎ ঈশ্বরের নৈতিক আইন। এভাবে ইতিহাসের সব সময় আইনের দণ্ডদেশ থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্য একজন মুক্তিদাতা ছিলেন। বাইবেলের কাহিনীতে আইন, পাপ ও মুক্তিদাতা এই তিনটি হলো বিখ্যাত বা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা বিষয়।” “তার প্রমাণগুলি পড়বার জন্য আমি তাকে আমার বাইবেল খানা দিয়েছিলাম, আর সত্যিই তিনি অনেক প্রমাণ দিলেন। তার প্রত্যেকটা উক্তিৰ জন্য তিনি এক একটা শাস্ত্রাংশ পাঠ করলেন। ১ যোহন ৩ : ৪ পদ দেখিয়ে দিল যে পাপ হচ্ছে আইন লংঘন; রোমীয় ৫ : ১৩ প্রমাণ করল যে আইন বা ব্যবস্থা ছাড়া পাপ হয়না; রোমীয় ৫ : ১২ পদ দেখিয়ে দিল যে আদম পাপ করেছিলেন; এবং প্রকাশিত বাক্য ১৩ : ৮ পদ দেখাল যে খ্রীষ্ট প্রথম থেকেই মুক্তিদাতা হয়ে আসছেন।”

কাপ্তেন তখন তার নিজের বাইবেল খানা তুলে নিয়ে প্রকাশিত বাক্য ১৩ : ৮ পদ পাঠ করলেন, কারণ তার মনে হলো এটি তিনি এর আগে দেখেন নি। “বৎস, এখানে বলা হচ্ছে যে খ্রীষ্টকে জগতের মূলভিত্তি থেকেই হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু আমি এটা

টিক বুঝতে পাবছি না।” এণ্ডাবসন এ কথা বলে ব্যাখ্যা কবলেন যে খ্রীষ্টের জগতে আসবার আগেও সব সময় লোকদের কাছে সুসমাচার ছিল এবং তাবা ভবিষ্যৎ মুক্তিলাভায় বিশ্বাস কবে পবিত্রাণ লাভ কবেছিল। তিনি গালাতীয় ৩:৮ পদ এবং যোহন ৮:৫৬ পদ পাঠ কবে দেখিয়ে দিলেন যে অব্রাহাম খ্রীষ্টকে জানতে পোবেছিলেন এবং ইব্রীয় ১১:২৬ পদ পাঠ কবে দেখিয়ে দিলেন যে মোশিও তাই কবেছিলেন। কোন মানুষই তা না দেখে পাবত না। এব পবে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে খ্রীষ্টই আদিতে বিশ্রামদিন দিয়েছিলেন, খ্রীষ্টই দশ আঞ্জা বলে দিয়েছিলেন এবং খ্রীষ্টই ইস্রায়েলদের দীর্ঘ যাত্রা পথে সব সময় তাদের সংগে সংগে গিয়েছিলেন। ডাঃ স্পল্‌ডিং অবশ্য এই সব কথা বিশেষ উপভোগ কবতে পাবলেন না, কিন্তু যা কিছু বলা হলো তা তাকে স্বীকাৰ কবে নিতে হলো কাৰণ এসবই বাইবেলের মধ্যে ছিল। আমি আব না হেসে থাকতে পাবলাম না যখন সব শেষে এণ্ডাবসন জিজ্ঞেস কবলেন, “স্পল্‌ডিং, খ্রীষ্ট যদি জগত সৃষ্টি কবে থাকেন (আপনিও এটা স্বীকাৰ কবেন), তিনি যদি বিশ্রামবাবও সৃষ্টি কবে থাকেন এবং মানুষকে তা দিয়ে থাকেন (এটাও আপনি স্বীকাৰ কবেন) এবং তিনি যদি সীনয় পর্বতে দশ আঞ্জা বলে দিয়ে থাকেন এবং এভাবে আবার বিশ্রামবাবের বিধান দিয়ে থাকেন তাহলে এই প্রাচীনকালের বিশ্রামবাব কি খ্রীষ্টের বিশ্রাবাব এবং কাজে কাজেই খ্রীষ্টিয় বিশ্রামবাব নয়? স্পল্‌ডিং লজ্জায় লাল হয়ে গেলেন এবং বেশ থতমত হয়ে গেলেন, আব তখন সকলেই হেসে উঠল। তিনিও বললেন “হ্যাঁ, তাই”। তিনি আব কিছু বলতে পাবলেন না।

আমবা বিদায় নেবার আগে এণ্ডাবসন বললেন, “বন্ধুগণ, আমি নিশ্চত যে আপনাবা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন যে যিহুদী বিশ্রামবাব কথাটা বললে এমন অর্থ প্রকাশ কবে যা খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদেব ব্যবহার কবা উচিত নয়; আমাদেব ববং বলা উচিত ঈশ্বৰ দত্ত যিহুদী আইন বা ব্যবস্থা। যিহুদী জাতির উৎপত্তিৰ আড়াই হাজার বছৰ আগে সেই আদিকালে আইন কানুন ও তাৰ অংশ হিসাবে বিশ্রামবাব পালনেৰ বিধান দেয়া হয়েছিল। সমগ্র মানব জাতির জন্যই বিশ্রামবাবের বিধান দেয়া হয়েছিল, অথবা যীশুৰ কথা অনুযায়ী এটা “মনুষ্যেৰ নিমিত্তই হইয়াছে” মার্ক ২:২৭। আমবা যখন চলে আসছিলাম তখন ডাঃ স্পল্‌ডিং বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তিনি আমাদেব বললেন, “আজকের আলোচনাটা হলো এক ধরণের এক পক্ষীয় আলোচনা। কিন্তু তোমবা যদি কেউ এ নিয়ে আরও বেশী গবেষণা কবতে চাও তাহলে আগামীকাল দু'টোর সমষ্টি এখানে এসো, আমি তোমাদেব কয়েকটা জিনিষ দেখাব। তোমরা তখন দেখতে পাবে যে এই সপ্তম দিনের ব্যাপারটা একটা সুন্দর ছোট বিষয়।”



অষ্টম অধ্যায়

## ধর্মতাত্ত্বিক মতবিরোধ ও বিভ্রান্তি

মানুষ তাব স্বভাবগতভাবেই কলহ বিবাদ উপভোগ করে থাকে; তাই কথাটা যখন যাত্রীদের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল যে ডাঃ স্পল্‌ডিং ধর্মতাত্ত্বিক যুদ্ধযাত্রা করতে যাচ্ছেন তখন সংগে সংগে একটা চাপা উত্তেজনার গুঞ্জন সৃষ্টি হলো, এবং দেখা গেল লোকেবা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এখানে ওখানে বসে আলোচনা করেছে পবেব দিন কি হতে পারে। কাপ্তেন মানের মুখে হাসি দেখা গেল আর তিনি বাহ্যিক কঠোর নিবপেক্ষ মনোভাব পোষণের ভাব দেখালেন, কিন্তু ভিতরে তাব মনোভাব বেশ তীক্ষ্ণ ছিল; আর অধিকাংশ যাত্রীদেরও অবস্থা তাই ছিল। ডাঃ স্পল্‌ডিং মনে করলেন যে মিঃ এণ্ডারসনের সংগে আলাপের সময় তাব মান মর্যাদা প্রচণ্ডভাবে ভুলুঠিত হয়েছে, তাই আলাপের পবেই তিনি সংগে সংগে তার সংগী ধর্মযাজকদের সংগে পরামর্শের জন্য তাদেরকে তাব কামবায় আহ্বান কবলেন। তিন জন ধর্মযাজক যখন পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য মিলিত হলেন তখন রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হওয়াবই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখানে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মিঃ মিচেল তার উপস্থিত হবার পবে যখন মিলিত হবার উদ্দেশ্য জানতে পারলেন তখন তিনি একাগ্রভাবে অন্য কোথাও চলে যেতে চাইলেন। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে তার যাজক ভাই এমন একটা ভুল করেছে যে বিশেষ সতর্কতা ও বুদ্ধিপূর্বক না চললে খুবই লজ্জাস্কর অবস্থায় পড়তে হবে। তাদের পরিকল্পনার মধ্যে যে জিনিষটি তাদের সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিচ্ছিল তা হলো এই যে তাদের পক্ষে কোন একটা ঐক্যমতে পৌঁছান একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। ডাঃ স্পল্‌ডিং বিশ্বাস করতেন যে ক্রুশেই বিশ্রামবারকে লোপ করা হয়েছে; মিঃ মিচেল মনে করতেন প্রাচীন মণ্ডলীই এটাকে পরিবর্তন করেছে; আর মিঃ গ্রেগরী এই শিক্ষা দিতে বাধ্য ছিলেন যে চতুর্থ আজ্ঞার সপ্তম দিন সকলের পালন করা উচিত, কিন্তু ববিবারই হলো সত্যিকার সপ্তম দিন। এই বিভিন্নমুখী ও পরস্পর বিরোধী ধারণাগুলিকে ঐক্যমতে নিয়ে আসার কোন সম্ভাবনা নেই দেখে মিঃ মিচেল ইতিপূর্বে কাপ্তেন মানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন এখানেও সাহস করে তার পুনরাবৃতি করতে চাইলেন, অর্থাৎ

বৃদ্ধিমানের কাজ হবে এই বিশ্রামবাবের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং ঈশ্বরের ভালবাসা ও সমগ্র জগতে সুসমাচার প্রচারের মত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া এবং এভাবে নতুন বিশ্বাসী ও শিক্ষার্থীরা যাতে এ ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায় তাব চেষ্টা করা। ডাঃ স্পল্‌ডিং এতে বাধা দিয়ে বললেন “কিন্তু, মিচেল, আমি তা করতে পারিনা, আমি আমার কথা লিপিবদ্ধ করেছি এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি যে দুটোব সময় আমি যারা আগ্রাহী হবে তাদের সকলের সংগে মিলিত হব। আমাকে কিছু একটা করতে হবে।” মিঃ গ্রেগরী বললেন, “কিন্তু ভাই আপনি যদি নৈতিক আইন কানুন লোপ করা হয়েছে বলে দেখাতে চেষ্টা করেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে সম্পূর্ণ প্রশ্নটাকে আপনি এক সাংঘাতিক জটিল অবস্থার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। আপনি যে মুহূর্তে বিশ্রামবাবের সমস্যা থেকে বেহাই পাবার জন্য সমস্ত আইন কানুনের বিলুপ্তি দাবী করেন, আপনি দেখতে পাবেন যে সেই মুহূর্তে পৃথিবীকে দেয়া ধার্মিক জীবনের একমাত্র-মানদণ্ড আপনি আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছেন।” ডাঃ স্পল্‌ডিং বললেন “না ভাই, তা নয় কারণ এখন আমাদের নতুন নিয়ম আছে, এবং এখন আমরা সেই নতুন নিয়মের আওতাধীন।” মিঃ গ্রেগরী উত্তর দিলেন, “কিন্তু আমি সেই যুক্তির কথা অনেকবার শুনেছি, এবং প্রত্যেকভাবেই এ অযৌক্তিকতা না হলেও এর দুর্বলতা সম্পর্কে ভাল করে জানতে পেরেছি। যীশু খ্রীষ্ট কি তাব পর্বতে দত্ত উপদেশের সর্বত্র এই আইন কানুনের অলংঘনীয়তা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে শিক্ষা দেননি? মথি ৫ : ১৭ পদ থেকে পড়ে যান তাহলে দেখতে পাবেন। আর পৌল কি অনুপ্রাণিত হয়ে তাব স্থিতি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন নি যে আমরা বিশ্বাস দ্বারা ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতেছি? রোমীয় ৩ : ৩১ পদ দেখুন। এর পবে যাকোবের কথা শুনুন। যাকোব ২ : ৮-১২ পদে যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠ ও সপ্তম আঙ্গুর উদ্ধৃত করেছেন, তবুও এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনি কোন আইন বা ব্যবস্থার কথা বলছেন, এবং এই প্রসঙ্গে তিনি এর নাম দিয়েছেন বাজকীয় ব্যবস্থা ও স্বাধীনতার ব্যবস্থা যার মাধ্যমে শেষ কালে মানুষেরা বিচারিত হবে। ভাই, আপনি যে নতুন নিয়মের কথা বলছেন তা তো যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও ক্ষমতা দ্বারা নবায়ন করা দশ আঙ্গুর ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু নয়। আর সেই নবায়ন করা পুরাতন আইনের মধ্যে বিশ্রামবাবও অন্তর্ভুক্ত এবং কেউই তা এড়িয়ে যেতে পারে না। আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না?” ডাঃ স্পল্‌ডিং অত্যন্ত ব্যাগ্রভাবে উত্তর দিলেন “কিন্তু বন্ধু, আপনি যদি সেই কথা বলেন তাহলে ববিবারে উপাসনা করার প্রথা আপনাকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হয়, কারণ এখন কোন সন্দেহ নেই যে শনিবারই হলো সপ্তাব সপ্তম দিন, আর আঙ্গুর অনুসারে সেটাই পালনীয় দিন। সপ্তম দিনকে এড়িয়ে যাবার একটি মাত্র উপায় আছে, আর তা হলো আদেশটিকে বাদ দেয়া।” মিঃ গ্রেগরী একটু উষ্ণ হয়ে বললেন, “ভাই আপনি তো বেশ ভাল আঘাত দিয়ে কথাটা বললেন। আমি জানিনা আপনি আমার প্রতি অবিচার কবলেন কিনা। আমার মনে হয় আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে একাধিকবার বর্ষপঞ্জীর পরিবর্তন হয়েছে এবং উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করার বেশ কয়েক দিনের যোগ বিয়োগ করতে হয়েছে।”



“খুব সত্য কথা, বন্ধু, স্পষ্ট কথা বলাব জন্য আমাকে মাফ কববেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বর্ষপঞ্জীর পবিবর্তনের ফলে সপ্তাব দিনগুলির ক্রমিক অবস্থানের কোন পবিবর্তন হয়নি। সাপ্তাহিক দিন চক্রের কখনও কোন পবিবর্তন হয়নি। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেগারী বর্ষপঞ্জী দশদিন বাদ দিয়ে দেয়। ৪ঠা অক্টোবর বৃহস্পতিবারের পরের দিন শক্রবারকে ১৫ই অক্টোবর বলে ধরা হয়। বাশিয়ায় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পুৰাতন পদ্ধতিতে গণনা করা হয়ে আসছে; কিন্তু তাদের সপ্তাব দিনগুলি আমাদের মতই আছে। আমাদের সপ্তা তাব সপ্তমদিন সহ স্ববর্ণাভীত কাল থেকে অপবিবর্তিতভাবে চলে আসছে। গতকাল আমি পড়তেছিলাম যে ১৬০টি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা ও উপভাষার মধ্যে ১০৮টি ভাষায় প্রকৃতপক্ষে সপ্তম দিন বিশ্রামবার নামে বা তাব সমর্থক নামে পবিচিত এবং লেখক বলেছেন যে এই সব ভাষাই সাক্ষ্যদেয় যে সপ্তাব দিনগুলির অভিন্নতা ও ক্রমিক অবস্থান প্রাচীন কালেও যেমন ছিল আধুনিক কালেও তেমনি আছে। তিনি আবার বলেছেন যে উদ্ধৃত সাক্ষ্য নিশ্চিত প্রমাণ দেয় যে সপ্তাব দিনগুলির ক্রমিক অবস্থান জাতিসমূহের উৎপত্তির সময় থেকে আজ পর্যন্ত একই আছে। আমার কাছে এটা একটা অখণ্ডনীয় প্রমাণ বলে মনে হচ্ছে। রবিবার দিনকে বিশ্রামবার করা এক অসম্ভব ব্যাপার।”

মিঃ মিচেল বাধা দিয়ে বললেন, “আপনাবা নিশ্চয়ই এখন আমার সংগে একমত হবেন যে আলাপ আলোচনার শুরুতে আমি যে পরামর্শ দিয়েছিলাম তাব মধ্যে একটা ভাল বিচার বিবেচনা ছিল। আমি আবার বলছি যে পবিস্থিতিটা বিব্রতকর, এবং আমি পরামর্শ দিচ্ছি ডাঃ স্পল্‌ডিং চেষ্টা কব্বন যাতে আগামীকাল প্রধান প্রশ্নটি উত্থাপিত না হয় এবং অন্য কোন কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এবকম বিতর্কিত বিষয়গুলি বুদ্ধিজীবী শ্রোতাদের সামনে, বিশেষভাবে যেখানে এগুৱাসনের মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক আছেন তাদের সামনে উপস্থিত করা একটা আকস্মিক ধর্মতাত্ত্বিক বিপর্যয় ডেকে আনা ছাড়া আর কিছুই নয়।” পরের দিনের কাজের ভিত্তি হিসাবে এই পরামর্শ গ্রহণ করে ধর্মযাজক ভাইয়েরা বিদায় নিলেন। যখন ডাঃ স্পল্‌ডিং এর নিধাবিত সময় উপস্থিত হলো তখন লোকদের উৎসাহ বা উপস্থিতির কোন কমতি দেখা গেলনা। সাধারণ ভাবে বোঝা গেল যে তিনি বিশ্রামবারের প্রশ্নটিকে নগ্নভাবে আক্রমণ কব্বেন, তাতে স্বভাবতঃই এগুৱাসনকে ঘিবে উৎসাহের সৃষ্টি হবে – কারণ ডাঃ স্পল্‌ডিং এর বিবৃতি যে তিনি আপত্তিহীনভাবে চলে যেতে দেবেন তা অকল্পনীয় মনে হলো।

মিঃ এগুৱাসন কিন্তু অন্য লোকদের থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে বসলেন। তাব কোন বিতর্কে যাবার উদ্দেশ্য প্রকাশ পেলনা। তার কাছে তর্ক করা বেদনাদায়ক ছিল এবং সব সময় তিনি সম্ভব হলে তা এড়িয়ে যেতেন। ডাঃ স্পল্‌ডিং এভাবে বলতে শুরু



করলেন, “আমার খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুগণ, আমি গভীর ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের বিশ্বাস সম্পর্কিত বহু প্রশ্ন কখনও সম্পূর্ণ ভাবে এবং সন্তোষজনক ভাবে মীমাংসা করা যাবে না। আসলে আমি বিশ্বাস করি যে সেটা ঈশ্বরেরও পরিকল্পনা নয়। কেউই সম্পূর্ণরূপে জানতে পাবেন না যে তার ধারণাই সঠিক। সব মতবাদগুলিই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। আজকে যা সত্য, আগামীকাল তা ভুল প্রমাণিত হতে পারে। বিশ্রামবাবের প্রশ্নটি বিশ্বাসের একটা অমীমাংসিত বিষয়। এক সম্প্রদায় একরকম বিশ্বাস করে আবার অন্য সম্প্রদায় অন্য রকম বিশ্বাস করে। মুসলমানরা শুক্রবাব পালন করে, যিহুদী ও এ্যাড্‌ভেটিষ্টরা শনিবাব এবং খ্রীষ্টিয়ান দুনিয়া সামগ্রিকভাবে রবিবাব পালন করে।”

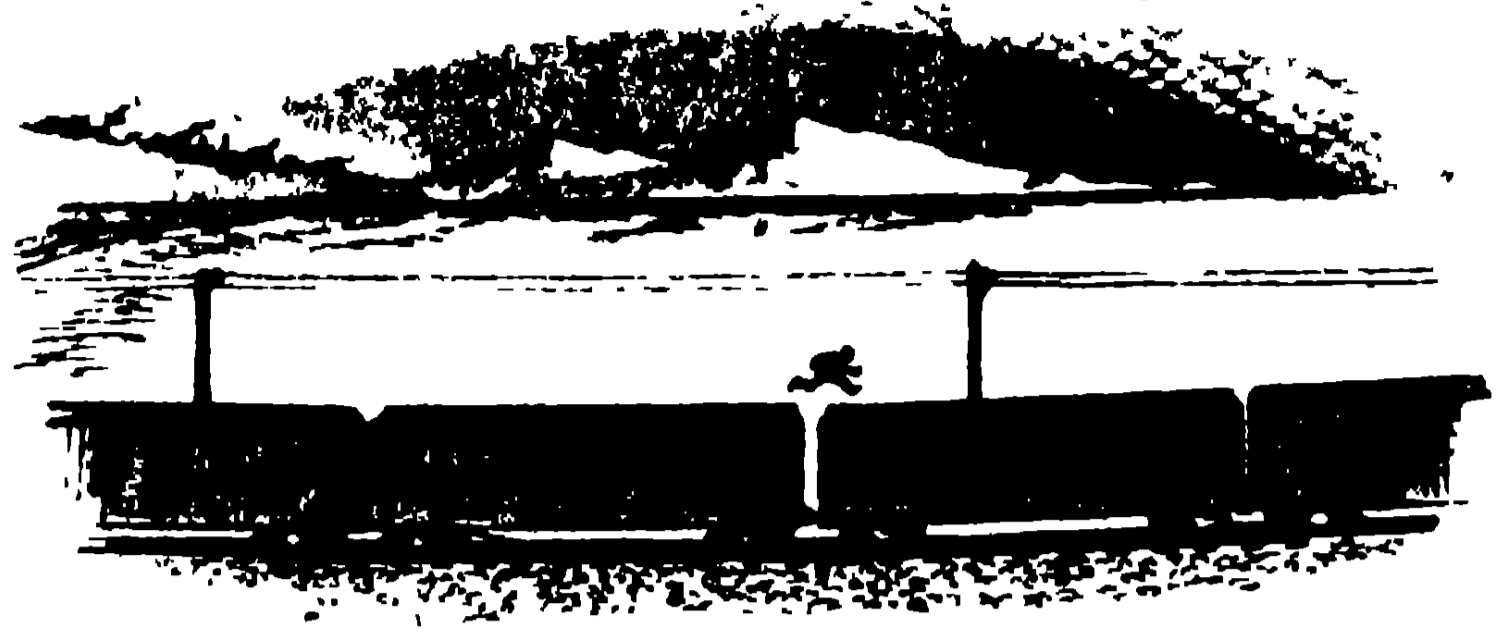
প্রায় সত্তর বছর বয়স্ক বিজ্ঞ চেহাবার একজন বিচারক ধর্ম যাজকের সামনেই বসেছিলেন, তিনি বললেন, “আমাকে মাফ করবেন, ডাঃ স্পল্‌ডিং, আপনি কি সত্যিই চান যেন আমরা বিশ্বাস করি যে সঠিক মনোভাব থাকলে আমরা শুক্রবাব পালন করি বা রবিবাব পালন করি তাতে কিছু আসে যায় না? আমি কি গতকাল আপনাকে একথা বলতে শুনি নি যে যদি কেউ শনিবাব পালন করে তবে সে খ্রীষ্টের একজন হত্যাকারীর সমতুল্য হবে? আপনি নিশ্চিতরূপে আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে এসেছিলেন যে আমরা কোন্ দিন পালন করি সে ব্যাপারে খুব বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং আজকে আপনার ভাষা অনুসারে আপনি দেখিয়ে দেবেন যে সপ্তম দিনের ব্যাপারটা একটা সুন্দর ছোট বিষয়। ডাঃ স্পল্‌ডিং সংকোচ বোধ করলেন এবং স্পষ্টতই বিরতকর অবস্থায় পড়লেন। তাব আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে লাগল। কিন্তু তিনি বেশ কষ্ট করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। “ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ার আগে, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, “কিন্তু ডক্টর, আমি একটা উত্তর চাই। আপনার জানা উচিত যে এজন্য আমার যথেষ্ট যুক্তি আছে। আপনি সে সময় যে মতবাদ সমর্থন করেছিলেন এখন কি তা বর্জন করছেন?”

উপস্থিত কালে ডাঃ স্পল্‌ডিং এর নৈবাশ্যজনক অবস্থা উপলব্ধি করলেন। তাবা সকলে একটা সুবিচারের জন্য বিচারকের মত আকাংক্ষা পোষণ করলেও তারা এমন কোন ঘটনা দেখতে চাইছিল যা ঐ লোকটিকে তাব বিরতকর অবস্থা থেকে মুক্তি করবে। দৈবক্রমে সেরকম একটা ঘটনাই ঘটল। মিঃ সেভার্স নামে একজন সান ফ্রান্সিসকোর ব্যবসায়ী যিনি অনেকবার এই প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ভ্রমণ করেছেন এবং যিনি আন্তর্জাতিক তারিখ বদলাবার রেখার সমস্যা সম্পর্কে ভাল করে জানতেন, তিনি প্রশ্ন করলেন “ডাঃ স্পল্‌ডিং বিচারকের প্রশ্নের উত্তরটা একটু পবে দেয়া যেতে পারে। তার আগে আমি একটা প্রশ্ন করে একটু বিরক্ত করছি – আপনি আমাদেরকে আন্তর্জাতিক

তারিখ রেখার বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে পারেন কি ? কাপ্তেন মান আমাকে জানালেন যে আমাব সেই তারিখ বেখার কাছে এসে পড়েছি এবং আজ রাতেই আমরা তারিখ গণনা থেকে একদিন বাদ দিতে হবে । সুতরাং আগামীকাল মংগলবারের পরিবর্তে আমাদেরকে বুধবার ধরতে হবে । এই পরিবর্তনটা সপ্তাব নির্দিষ্ট দিন হিসাবে বিশ্রামবাবের উপবে কি প্রভাব ফেলতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?”

আন্তর্জাতিক তারিখ বেখার প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সংগে সংগে ডাঃ স্পল্ডিং এর খুব উজ্জ্বল হলো এবং তিনি হাসি মুখে তার মতামত জানাবেন বলে সম্মতি দিলেন । বিচারক যখন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি এই বিশেষ বিষয়টিতে পৌঁছবার জন্য চেষ্টা কবে যাচ্ছিলেন । “আমি আনন্দিত যে আপনি এই প্রশ্নটি তুলেছেন । বিচারকের প্রশ্নটি আপাততঃ স্থগিত রাখার জন্য তাব অনুমতি নিয়ে আমি এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই । আমি মনে কবি আপনারা সকলে বা প্রায় সকলে জানেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের উপব দিয়ে পূর্ব অথবা পশ্চিমে যাবার সময় একদিন যোগ দিতে হয় বা একদিন বাদ দিতে হয় । পশ্চিম দিকে যাবার সময় আমরা লাফিয়ে একদিন পার হয়ে যাই, আব পূব দিকে যাবার সময় আমরা এক দিনকে দুবার গণনা কবি । উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে আজ সোমবার বাতে আমরা ঘুমাতে যাব এবং আগামীকাল ভোরে উঠে আমরা দেখব যে আমবা বুধবাবে এসে গেছি । মংগলবার বলে আর আমাদের কোন দিন থাকবেনা । এখন মনে ককন আমি একাগ্রভাবে শনিবারের সম্পূর্ণ পবিত্রতায় বিশ্বাস কবি । আমি ফিলিপাইন যাচ্ছি । আমি শুক্রবাব বিকালে তারিখ রেখায় গিয়ে পৌঁছলাম এবং আমাব বিশ্রামবাব পালন করতে শুরু করলাম । পরের দিন পবিত্রদিনের আনন্দের আশা নিয়ে আমি তখন উপাসনার মনোভাব গ্রহণ করে বিশ্রাম করতে যাই । আমি ঘুমিয়ে পডি ও শেষে ঘুম থেকে উঠি । সকাল হয়ে যায় । কিন্তু কি আশ্চর্য সেদিনটা শনিবাব হবার বদলে, আমাদের কাপ্তেন বলে দেন যে সেটা রবিবার । তখন আমি উত্তেজিত হয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পডি । ব্যাপারটা আমাকে হতভম্ব করে দেয় । আমি ভাবতাম আমার মতবাদ ঠিক, কিন্তু দেখতে পাই যে তা ঠিক নয় । আমি দেখতে পাই যে চতুর্থ আঙ্গাটা একটা প্রকাণ্ড ও গোলাকার পৃথিবীর জন্য উপযোগী নয় । আমার বিশ্রামবার এমনকি বিদায় জানাবার সময়টুকু না দিয়ে হঠাৎ চলে যায় । আমার যদি কোন দিন পালন করতে হয় তাহলে রবিবারই পালন করতে হবে । আমার মনে হয় আপনারা সকলে আমার সংগে একমত হবেন যে আমি সাধারণ বুদ্ধির মানুষ হলে আমি এই সিদ্ধান্তে আসব যে ঈশ্বর ঐ সপ্তম দিন আমার জন্য পালনীয় করেননি, অন্ততঃ প্রশান্ত সাগর অতিক্রম করবার সময়, কারণ যখন আমি তা পালন করতে চেয়েছি তখন তা করতে পারিনি ।”

মিঃ সেভাবেস বললেন, “আমি কি একটা প্রশ্ন কবতে পাবি ?” ধর্মজায়ক উত্তর দিলেন, “অবশ্যই” । “আমি সান ফ্রান্সিসকোতে বাস কবি এবং ববিবার পালন কবি । আপনি কি বিশ্বাস কবেন যে আমি সত্যি সত্যি সেই শহরে ববিবার পালন কবতে পাবি ?” “হ্যাঁ, কাবণ সান ফ্রান্সিসকোতে আপনার কাছে সব দিন নিয়মিত আসা যাওয়া কবে এবং সেখানকার প্রতিদিনেব নিয়ম সম্পর্কে কোন প্রশ্নই আসেনা ।” “আমাব জন্য কি টোকিওতে আমার ববিবার পালন করা সম্ভব হবে ?” ডাঃ স্পল্ডিং উত্তর দিলেন, “নিশ্চয়ই, একই যুক্তিতে তা সম্ভব হবে ।” “ডাঃ স্পল্ডিং, আপনি বলছেন যে দিন ভ্রমণ কবে । তাহলে এটাব নিশ্চয়ই কোন স্থান আছে যেখান থেকে এটা যাত্রা শুরু কবে, এবং সেভাবে এমন একটা স্থান আছে যেখানে গিয়ে তাব যাত্রা শেষ হয় । সেটা কোন জায়গা ? আপনি যদি কিছু সময় চুপ থাকতে বাজী থাকেন তাহলে আমি আমাদের কাপ্তেনেব কাছ থেকে কয়েকটা কথা শুনতে চাই ।” সব দিক থেকে আওয়াজ উঠল “কাপ্তেন মান, কাপ্তেন মান” । সকলেই তাব দিকে দৃষ্টি দিল ।



## নবম অধ্যায়

# আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার উপরে একজন জাহাজের কাপ্তানের বক্তব্য

কাপ্তান বলতে শুরু কবলেন, “এটা হলো ডাঃ স্পল্‌ডিং এর কথা বলাব সময়, এবং তাব অনুমতি পেলে আমি তাবিখ বেখা সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য কবতে বাজী আছি।” ডাঃ স্পল্‌ডিং সামান্য হাসলেন, এবং মনে হলো কিছুটা দ্বিধা সংকোচ নিয়ে সম্মতি দিলেন। সম্পূর্ণ অবস্থাটা তাব জন্য খুবই নৈবাশ্যজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল, আব এখন তিনি বিশেষ কোন সুবিধা লাভ কবতে না পেরেই সত্যি সত্যি তাব স্থান ছেঁড় দিতে বাধ্য হলেন। কাপ্তান মান উঠে দাঁড়াতেই তাব মনে একটা ভাল চিন্তা এল, এবং তিনি হাসিমুখে একটা গোল টেবিল বৈঠক বা এক প্রশ্নেব বাকসেব পবামর্শ দিলেন যেন এভাবে প্রত্যেক প্রশ্নেব যে দিকটা তাব কাছে পবিস্কাব নয় তা নিয়ে সে প্রশ্ন কবাব সুযোগ পায় প্রশ্নেব বাকসেব চিন্তাটাই প্রাধান্য পেল। কাপ্তান বললেন, “প্রশ্নগুলি প্রস্তাব কববাব আগে আমাকে সংক্ষেপে এটুকু বলতে দিন যে তাবিখ বেখা হলো জীবনেব সোজা সমস্যাগুলিব একটি। এটি আসলে এত সোজা যে আমি অনেকবাব কোন অসুবিধা ছাড়াই ছেলে মেয়েদেব কাছে তা ব্যাখ্যা কবেছি। মনেব মধ্যে একটা বিব্রতকব অবস্থা সৃষ্টি কবাব বদলে এবং সপ্তাব দিন গণনাব সব বাধা দূর কবে দেয়। এটা পৃথিবীব এক বিখ্যাত ও অদ্ভুত গতি নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি যা পৃথিবীর সব জাতিব কাছে আমাদের সপ্তাব দিনগুলিব অভিন্নতা সংরক্ষণ কবে।”

ওহিও থেকে আগত এক মহিলা মিশনারী জিজ্ঞেস কবলেন, “আচ্ছা কাপ্তান, আপনি কি বলতে চান যে পৃথিবীটা এরকম গোলাকার হওয়ার ফলেই দিনগুলি এরকম অভিন্ন হচ্ছে?” “হ্যাঁ মাদাম, ওটাই হলো সেই চিন্তা। কজন লোক মেক অঞ্চলে বা বিষুবরেখায় থাকলে বা যাত্রাব সময় জল পথে বা স্থল পথে থাকলে, অথবা পশ্চিম দিকে বা পূর্ব দিকে যোতে থাকলেও প্রত্যেকটি দিন সম্পূর্ণরূপে তাব নিধারিত সময় বক্ষা কবে এবং পৃথিবীর যোকোন স্থানে তাকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে এবং ঠিক ঠিক ভাবে জানা

যায় ।” কাপ্তেনেব কাছেই একজন সহজ সবল অথচ চিন্তাশীল লোক বাসে ছিলেন । তিনি বললেন, “আচ্ছা, আমি তো অনেকবার লোকদেব বলতে শুনেছি যে সময় নাকি সত্যি সত্যি হারিয়ে যায়, আবার যোগও হয় অর্থাৎ একদিকে গেলে সময় কমে যায়, আবার অন্য দিকে গেলে সময় বেড়ে যায় । এটা সত্য না হলে প্রচাবকবা তা কি কবে বলতে পাবেন ?” “আমি নিশ্চিত যে আমি আপনাব এ প্রশ্নেব জবাব দিতে পাববনা যে প্রচাবকবা কেন, আপনি যেভাবে বললেন, সেভাবে তাবিখ বেখা সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন । কিন্তু আমি আপনাব কাছে ও সকলেব কাছে বলছি যে সময় বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়াব মত কোন কথা নেই । এভাবে বর্ণনা কবা অবৈজ্ঞানিক এবং এব দাবা এমন কিছু বুঝায় যা শুধু দৃশ্যমান, কিন্তু আসলে বাস্তব সত্য নয় ।

আমি একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা কবছি দুটি যমজ ভাই নিউ ইয়র্ক থেকে পৃথিবী ঘুরে আসবাব জন্য যাত্রা শুরু কবল । একজন পূর্ব দিকে গেল, অন্যজন পশ্চিম দিকে গেল । বেশ কয়েকমাস বাদে তাবা শেষ পর্যন্ত আবার নিউ ইয়র্কে এসে মিলিত হলো ; কিন্তু যে পূর্ব দিকে গিয়েছিল সে দেখতে পেল যে তাব বয়স তাব বিপবীত দিকে যাওয়া যমজ ভাইয়েব সমানই বায়ে গেছে । তাবা তাদেব মাস ও দিনেব সংখ্যাগুলি মিলিয়ে দেখল, এবং দেখতে পেল যে যদিও তাদেব একজনেব একদিন বাড়তে হয়েছিল এবং অপব জনেব একদিন কমাতে হয়েছিল তবুও এই ভ্রমণ সম্পূর্ণ কবতে তাদেব একই সংখ্যক দিন, একই সংখ্যক ঘণ্টা ও একই সংখ্যক মিনিট লেগেছিল । এখন এটা যদি আসলেই সত্য হয় যে এক জনেব একদিন কমে গিয়েছিল আবার অপবজনেব একদিন বেড়ে গিয়েছিল তাহলে নিশ্চয়ই ভ্রমণেব শেষে তাদেব বয়সে দুদিনেব পার্থক্য দেখা যাবে ।” শ্রোতাদেব মধ্যে একটা হাসিব ঢেউ খেলে গেল । “আব তাবা যদি এভাবে বেশ কয়েকবার ভ্রমণ কবে তাহলে একদিন এমন সময় আসবে যখন একজন এত বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়বে যে সে অপবজনেব পিতাব মত হবে ।” এ কথাব পরে শ্রোতাবা আবও বেশী হাসতে লাগল । “তা হলে আপনাবা দেখতে পাচ্ছেন যে একটু ব্যাখ্যা কবলে ব্যাপাবটা কি বকম হাস্যকর হয়ে পড়ে । আসল কথা হলো এই যে সম্পূর্ণ ব্যাপাবটাই সময় বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়াব বিষয় নয়, কিন্তু হিসাব বা গণনাব বিষয় ।

কাপ্তেন বললেন, “অনেক বছর আগে আমি তাবিখ বেখাব উপবে লেখা একটা প্রবন্ধ পেয়েছিলাম । তাব একটা অংশ আমি তুলে এনেছি এবং আপনাদেব অনুমতি পেলে তা আমি এখানে পড়তে চাই । আমি মুখে এই সম্পূর্ণ ব্যাপাবটা যেভাবে প্রকাশ করতে পাবব তাব চেয়ে অনেক স্পষ্টভাবে এখানে লেখা আছে । তাহলে শুনুনঃ “নির্দিষ্ট স্থান সমূহে পৃথিবীব নিজের আবর্তন যেভাবে মাপা হয় তাব দাবাই দিনেব সময়েব পরিমাণ ও দিনেব সংখ্যা নির্ধারিত হয়, কোন ভ্রমণকারীব ডায়েবীতে চিহ্নিত আবর্তনেব দাবা নয় । পূর্ব দিক দিয়েই হোক আর পশ্চিম দিক দিয়েই হোক পৃথিবীৰ চতুর্দিকে ভ্রমণকারী কোন লোক কোন নির্দিষ্ট স্থানেব হিসেব কবা পৃথিবীৰ আবর্তনেব সংখ্যা ক্রমেব



তাবতম্যেৰ মध्ये গিয়ে পড়বেই; এবং এই তাবতম্য সংশোধন কৰে নিতে হবে; আব এটাই হলো গোলাকাৰ পৃথিবীতে একটি নিৰ্দিষ্ট ও অভিন্ন দিন সংবন্ধনৰ সাৰ কথা। এই একটি বিষয়ে মনোযোগ দিলে কোন লোকেৰ কখনও নিৰ্দিষ্ট দিন হাবাতে হবেনা। উদাহৰণ সহ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে : ধৰে নেযা যাক ক নামক স্থান থেকে একটা লোক যাত্ৰা শুক কবল এবং সে পূৰ্ব দিকে যাত্ৰা কবল। মনে ককন বিমানে কৰে পৃথিবীৰ চতুৰ্দ্দিকে ঘূৰে আসবাব তাৰ সামৰ্থ আছে এবং দশ দিনেৰ মধ্যে সে পৃথিবী ঘূৰে তাৰ যাত্ৰাৰ স্থানে ফিৰে আসতে পারে। প্রতিদিন পৃথিবীৰ আবৰ্তনও অবশ্য তাকে বহন কৰে নিয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবীৰ সংগে যখন সে পশ্চিম থেকে পূৰ্ব দিকে যায় তখন সে প্রতিদিন পৃথিবীৰ পৰিধিৰ এক দশমাংশ অতিক্রম কৰে, এবং দশদিনে সে দশভাগেৰ দশভাগ অর্থাৎ সম্পূৰ্ণ পৰিধি অতিক্রম কৰবে। এভাৱে যখন সে তাৰ যাত্ৰাৰ স্থান ক নামক জায়গায় ফিৰে আসবে তখন সে দেখতে পারে যে যাবা সেখানে ছিল তাৰা পৃথিবীৰ দশটি আবৰ্তন লক্ষ্য কৰেছে এবং তাৰেৰ দশ দিন সময় পাৰ হয়ে গেছে। এছাড়া সে নিজেৰ চাবদিকে একবাৰ ঘূৰে এসেছে যেটা তাৰ কাছে পৃথিবীৰ ঠিক একটি আবৰ্তনেৰ সমান। এব ফলে এগাবটি আবৰ্তনেৰ জন্য তাৰ দিন পঞ্জীৰ হিসাব অনুসাৰে দশদিনেৰ বদলে এগাবো দিন হয়ে যায়। এই অতিবিক্ত দিনটি নিয়ে সে কি কৰবে? তাৰ হিসাব থেকে সে এটা বাদ দেবে। কেন? কাৰণ সে জানে যে ক নামক স্থানে লোকেবা লক্ষ্য কৰেছে যে পৃথিবী এ সময় কেবল দশবাৰ আবৰ্তন কৰেছে; এবং কতবাৰ সে পৃথিবীৰ চাবদিকে ঘূৰেছে সেকথা বিবেচনা না কৰে, বস্তু নিৰাপেক্ষভাৱে পৃথিবীৰ আবৰ্তনগুলিই দিনেৰ সংখ্যা নিৰূপণ কৰবে। তাকে তাৰ নিজস্ব স্থানেৰ পৃথিবীৰ আবৰ্তনেৰ সংগে তাৰ হিসাব মিলিয়ে নিতে হবে।

যদি লোকটি পৃথিবী পৰিব্রমণেৰ জন্য পশ্চিম দিকে যাত্ৰা কৰে তাহলে এই প্ৰক্ৰিয়া ঠিক উল্টে যাবে। যদি সে একই গতিতে ভ্ৰমণ কৰে তাহলে তাৰ হিসাব অনুসাৰে সে তাৰ ভ্ৰমণেৰ সময় প্রতিদিন একবাৰ পৃথিবী আবৰ্তনেৰ এক দশমাংশ হাবাবে। দশদিনে সে একটি সম্পূৰ্ণ আবৰ্তন হাবাবে এবং যখন সে তাৰ যাত্ৰা শুক ক নামক স্থানে ফিৰে আসবে তখন সে দেখতে পারে যে তাৰ দিনপঞ্জীতে দশ দিনেৰ জায়গায় নদিন উঠেছে। তখন সে কি কৰবে? সে তাৰ হাবানো দিনটিকে হিসাবেৰ সংগে যোগ কৰবে। কিন্তু কেন? কাৰণ সে জানে যে পৃথিবী দশবাৰ আবৰ্তন কৰেছে। যদিও অন্য লোকটিৰ মত সে একবাৰ পৃথিবী ঘূৰে এসেছে তবুও এটা ছিল এমন একটা দিক যেখানে দৃশ্যতঃ একটা আবৰ্তন কম হয়ে যায় এবং পূৰ্ব দিকেৰ যাত্ৰীৰ বেলায় যেমন একদিন যোগ হয় এখানে তাৰ পৰিবৰ্ত্তে হিসাবে একদিন কম হয়। তাই বাস্তব অবস্থাৰ সংগে মিল বাখবাব জন্য একদিন যোগ কৰতে হয়। একটা সাধাৰণ উদাহৰণ যা প্ৰায় প্রতিদিন দেখা যায় তা উদ্ধৃত কবলে ধাবণাটা অনেকেৰ কাছে আবও স্পষ্ট হতে পারে। মনে ককন সিকি মাইল লম্বা একটা মালগাভী চলতে শুক কৰে তাৰ দৈৰ্ঘ্যেৰ সমান অর্থাৎ সিকি মাইল গিয়ে থামল। এব ফল দাডাবে এই যে গাভীৰ পিছন যেখানে ছিল সেখান থেকে এগিয়ে



গিয়ে যেখানে গাড়ীৰ মাথা ছিল সেখানে গিয়ে দাড়াবে । এখন মনে ককন গাড়ীৰ ব্ৰেক কষাব একজন লোক যদি গাড়ী চলতে শুরু কৰাৰ সংগে সংগে গাড়ীৰ পিছন থেকে গাড়ীৰ ছাঁদেৰ উপৰ গিয়ে গাড়ীৰ গতিৰ সমান গতিতে সামনেৰ দিকে দৌড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে গাড়ী থামবাৰ সময় সে অবশ্যই গাড়ীৰ সামনে গিয়ে পৌঁছে থাকবে । তাকে সিকি মাইল বহন কৰে নিয়ে গোছে এবং সে নিজে সিকি মাইল দৌড়ে গোছে । সুতবাং দূৰত্বেৰ কথা বিবেচনা কবলে সে যেখান থেকে দৌড় শুরু কৰেছিল সেখান থেকে আধমাইল দূৰে গিয়ে পৌঁছেছে । কিন্তু মনে ককন আৰ একজন ব্ৰেক কষাব লোক গাড়ী চলতে শুরু কৰাৰ সময় গাড়ীৰ অগ্রভাগ থেকে গাড়ীৰ গতিৰ সমান গতিতে গাড়ীৰ উপৰ দিয়ে পিছন দিকে দৌড়াতে শুরু কবল । গাড়ী যখন থামল তখন সে গাড়ীৰ পিছনে গিয়ে পৌঁছাল । কিন্তু সে গাড়ীৰ উপৰ দিয়ে গাড়ীৰ গতিৰ বিপৰীত দিগে দৌড়ে যাবাৰ ফলে তাৰ নিজেৰ দৌড়েৰ গতি থেকে গাড়ীৰ গতি বিয়োগ হয়ে যায় এবং সে দেখতে পায় যে দূৰত্বেৰ বিবেচনায় চাবদিকেৰ দৃশ্যৰ পৰিষ্কৃত সে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, এভাবে এক নম্বৰ ব্ৰেক কষাব লোকটিৰ দৌড়েৰ গতিৰ সংগে গাড়ীৰ গতি যোগ হওয়ায় গাড়ী থামলে পৰে সে তাৰ যাত্ৰা শুরুৰ স্থান থেকে নিজেকে আধমাইল দূৰে দেখতে পায় । অপৰ দিকে দুই নম্বৰ ব্ৰেক কষাব লোকটিও সিকি মাইল দৌড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাৰ গতি থেকে গাড়ীৰ গতি কেটে নেয়া হয়েছিল আৰ তাই সে শুরুতে যেখানে ছিল শেষেও সেখানেই নিজেকে দেখতে পায় । একই নিয়মে যে লোক পৃথিবী ভ্ৰমণেৰ জন্য পূৰ্ব দিকে যাত্ৰা কৰেছিল তাকে তাৰ হিসাবে একদিন বিয়োগ কৰতে হৰেছিল, আৰ যে পশ্চিমদিকে যাত্ৰা কৰেছিল তাকে তাৰ হিসাবে একদিন যোগ কৰতে হৰেছিল ।”

ব্যবসায়ী মিঃ সেভাব্যাম্প এবাৰ জিজ্ঞেস কবলেন যে তিনি কাপ্তেন মানের উদ্ধৃত অংশেৰ সংগে তাৰ কাছে সংবক্ষণ কৰা একটা অংশ যোগ কৰতে পাবেন কিনা । তিনি সেটা এভাবে পড়ে গেলেন : ভালভাবে একটু চিন্তা কবলেই তাৰিখ বেথায় একদিন যোগ কৰা বা বিয়োগ কৰাৰ কাৰণটি স্পষ্ট হয়ে যাবে ; কাৰণ পৃথিবীৰ কোন না কোন স্থানে সব সময় সূৰ্য্যাস্ত হৰে আৰাৰ অন্যান্য স্থানে একই সময়ে সূৰ্য্যোদয়, দুপুৰ ও মধ্যৰাত হৰে । আসুন আমৰা কল্পনা কৰি যে পৃথিবী তাৰ মেরুদণ্ডেৰ উপৰে যত দ্রুত যোবে আমৰাও তত দ্রুত পৃথিবীৰ চাবদিকে ভ্ৰমণ কৰতে পাৰি, এবং আমৰা লণ্ডন বা অন্য কোন স্থান থেকে মংগলবাৰ সকালে সূৰ্য্যোদয়েৰ সংগে সংগে পশ্চিমদিকে যাত্ৰা শুরু কৰি । তাহলে সব সময় আমাদেৰ কাছে সেই দিনেৰ সকাল বেলাই থাকবে । তাৰপৰে আমৰা আমাদেৰ যাত্ৰা শুরু কৰাৰ স্থানে এলে আমাদেৰকে পৰেৰ দিন ধৰে হিসাব কৰতে হৰে, কাৰণ যাৰা সেখানে ছিল তাৰেৰ এৰই মধ্যে দুপুৰ, সূৰ্য্যাস্ত, মধ্যৰাত হয়ে গোছে, এবং এখন তাৰেৰ দ্বিতীয় সকাল হৰে যেটা হৰে বুধবাৰ । সুতবাং আমাদেৰ দিন গণনায় পৰিবৰ্ত্তন হৰে যেন সেই সময় লণ্ডনেৰ পূৰ্ব দিকেৰ যে কোন স্থানে বসে আমৰা মংগলবাৰ সকাল বলি আৰ লণ্ডনেৰ পশ্চিম দিকেৰ যেকোন স্থানে বসে বুধবাৰ বলি ।

এ জায়গাটাই বা বেথাটাই হবে সেই স্থান যেখানে দিন বদলে যাবে। কিন্তু মানুষ তাদের সুবিধার জন্য এমন একটা বেথা বোঁছে নিয়েছে যে কোন কাসায়োগ্য দেশের উপর দিয়ে যায়নি, এবং এই বেথা ববাবব স্থানকেই দিন বা তারিখ পরিবর্তনের স্থান বলে নির্ধারণ করেছে। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক দিনকে মাপা হয় পৃথিবীর একটা আবর্তনের দ্বারা, এবং যখন আবর্তন শেষ হয় তখন তা দিনপঞ্জী থেকে বিদায় নেয়, এবং তাব স্থানে এই বেথায় নূতন আবর্তন শুরু হয়। সুতরাং ভূমণ্ডলের যেখানেই আমরা থাকিমা কেন আমাদের কাছে দিন আসে তাব ১২ঘণ্টাব পূর্ণ মাত্রাব সময় নিয়ে এবং তাব পববর্তী দিনও এভাবে ঠিক একই সময় নিয়ে আসতে থাকে। এটা সত্য যে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ভ্রমণ কবাব সময় আমাদের দিন ছোট বড হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারিখ যে বেথায় এই সব পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম সংশোধিত হয়ে যায় জল পথে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ কবাব সময় আমরা দেখতে পাই যে আমাদের এ কাজেব জন্য আমাদের ক্যালেন্ডারবেব বা পঞ্জিকাৰ কোন পরিবর্তন কবতে হয়না।”

সেখানে পাশ্চাত্তেব সমভূমি অঞ্চলেব একজন স্বাভাবিক গোছেব লোক ছিলেন। তিনি যেমন আমুদে তেমন উগ্র ছিলেন। তিনি বললেন, “বলুন দেখি কাপ্তেন, এই তারিখ বেথাব পবিকল্পনা কে স্থিব কবেছিল? আবও বলুন যে এটা কি শান্তিপূর্ণভাবে মেনে নেয়া হয়েছিল?” মিঃ সেভ্যাব্যাম্প বললেন “কাপ্তেন মান, আমাদের এই বন্ধু একটা খুব ভাল বিষয় তুলেছেন। সুতরাং তারিখ বেথাব ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন।” “আনুষ্ঠানিক তারিখ বেথা হচ্ছে পৃথিবীতে লোকসমস্তিৰ ক্রমবিকাশেব একটা স্বাভাবিক পবিণতি। আমাব বাইবেল থেকে আমি জানতে পেবেছি যে সৃষ্টিৰ পবে মানব পবিবাবেব সূচনা হয়েছিল পূর্ব গোলার্ধে ইউফ্রেটিস নদীৰ অববাহিকায়। সেখান থেকে লোকেবা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ইউরোপ ও আফ্রিকাৰ দূরত্ব স্থান পর্যন্ত গেল এবং শত শত বছর পবে আবও পশ্চিমে পশ্চিম গোলার্ধে গিয়ে উপস্থিত হলো। ইউফ্রেটিস উপত্যাকায় লোকে প্রথমে যে সময়কে দিন বলে জানত সেই ধাবণা পূর্ব ও পশ্চিম দিকেও অপবিবর্তিত ভাবে নিয়ে যাওয়া হলো। একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে তাবা যতই পূর্ব দিকে গেল তাদের দিনও ততই আগে আগে শুরু হলো। অপবদিকে তারা যতই পশ্চিম দিকে গেল তাদের দিনও ততই পরে পরে শুরু হলো। এটা যে সত্য তা সহজেই একটা ঘটনা থেকে বুঝা যেতে পারে। একজন লোক যদি চীনদেশ থেকে পশ্চিমে সান ফ্রান্সিসকোৰ দিকে যাত্রা শুরু কবে তাহলে সে দেখতে পারে যে যেসমস্ত জায়গার উপর দিয়ে সে যাচ্ছে সে সমস্ত স্থানেব সময়েব সংগে তার সময়েব হিসাব সঠিকভাবে মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ সে দিনেব স্বাভাবিক গতিপথ অনুসরণ করেছে; আব এভাবে তার সময় বা তারিখ পরিবর্তনেব কোন প্রয়োজন হয়না। কিন্তু যদি সে চীন দেশ থেকে পূর্ব দিক দিয়ে সান ফ্রান্সিসকো যায় তাহলে তাকে দিনেব স্বাভাবিক শুরু হওয়াব ও শেষ হওয়াব বেথা অতিক্রম করে যেতে হবে এবং তাকে সময় ও তারিখেব হিসাব পরিবর্তন কবে মিলিয়ে নিতে হবে।”

যে বন্ধুটি কাপ্তেনের কাছে বসেছিল সে তাকে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা কাপ্তেন, এটা আপনার বিবাহ পালনে কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না তো ?” তিনি উত্তর দিলেন, “একটুও না, যাবা বিবেকের তাজনায় ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করবার চেষ্টা করে তাদেবকে যেমন এটা সাহায্য করে তেমনি আমাকে বিবাহ পালনেও এটা সাহায্য করে।” একজন শ্রোতা বললেন, “কাপ্তেন আপনি বলতে থাকুন, আমি খ্রীষ্টিয়ান নই এবং কোন দিনও পালন কবিনা, কিন্তু আমার ছোট বেলা থেকে আমি এই বিশ্রামবারের ব্যাপার নিয়ে অনেক চিন্তা কবেছি, যা নিয়ে প্রচাৰকবা গতকাল তর্ক কবছিলেন। আমি তাবিখ বেখাব ব্যাপাবটা এখন বুঝতে পাবছি, কিন্তু আমি জানতে চাই যে লোকেবা যখন বিবাহ পালন কবে তখন ঈশ্বরের আদেশ পালন কবা হয় বলে সত্যই আপনি বিশ্বাস কবেন কিনা। বিবাহ কি সপ্তাব সপ্তম দিন ? আপনি সেকথা বললে আমি তা বিশ্বাস কবতে পাবতাম। কাপ্তেন আপনি কি বলেন ? আপনার ধাবণা কি ?” প্রশ্নকাবীবা সহজ সবল ভাব কাপ্তেনের মধ্যে সত্য কথাটি স্বীকার কববার এক প্রবল আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। কাপ্তেন অত্যন্ত দ্রুত এই ধাবণায় পৌঁছাতে যাচ্ছিলেন যে বিবাহ পালনের মধ্য দিয়ে চতুর্থ আজ্ঞা পালন কবা হয়না। কিন্তু এই সত্য কথাটি তাব মুখ দিয়ে বেবিযে আসবার মুহূর্তে তিনি নিজেকে সংযত কবলেন। তিনি চিন্তা কবলেন যে এখনও হয়ত উপযুক্ত সময় আসেনি। তাই এক সুন্দর হাসি হেসে তিনি বললেন, “ভাই, আসুন আমরা এই ধর্ম তত্ত্বের প্রশ্নটি ধর্ম যাজকদের হাতে ছেড়ে দেই। তারা আনন্দের সংগে এ ব্যাপাবে সাহায্য কববে।”

হ্যাবল্ড ইউলসন মিঃ সেভার্যান্সের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সে এই ব্যবসায়ী কানে কানে একটা কথা বলল। মিঃ সেভার্যান্স ছিলেন বড় মনের একজন উদাবচেতা ব্যবসায়ী। তিনি হ্যাবল্ডের পবামর্শমত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের সংগে এই জাহাজে একজন খ্রীষ্টিয়ান ভদ্রলোক আছেন যিনি গভীর পাণ্ডিত্য ও ঈশ্বরের ভক্তিতে পূর্ণ একজন যোগ্য ধর্মযাজক, এবং আমার মনে হয় এই বিশ্রামবারের প্রশ্নে তাব কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে। আমি তাব প্রচাৰ শুনেছি তাই তাব যোগ্যতা বিচার কববার কিছু ক্ষমতা আমার আছে বলে মনে করি। আমি বিশ্বাস করি আমবা যদি মিঃ এণ্ডারসনকে ডেকে এইমাত্র যে প্রশ্নটির কথা শুনলাম তাব উত্তর তাব মুখে শুনেতে পাই তাহলে ভাল হবে। যাবা এই প্রশ্নাব সমর্থন কবেন তাবা দয়া কবে হাত তুলে দেখান।”

প্রায় সর্বসম্মত সমর্থন পাওয়া গেল, যদিও লক্ষ্য কবা গেল যে ডঃ স্পল্ডিং ভোট দেননি। বন্দোবস্ত করা হলো যে মিঃ এণ্ডারসন পরের দিন ঠিক একই সময়ে তাব সংগী যাত্রীদের সংগে মিলিত হবেন। পরের দিনের সভায় জাহাজের সব ধর্মযাজকরা যাতে উপস্থিত থাকেন এবং বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তাকে প্রশ্ন কবেন সেই পবামর্শ দিয়ে মিঃ সেভার্যান্স সেই সভার ব্যাপারে সকলের উৎসাহ সৃষ্টি কবলেন।



দশম অধ্যায়

## অসাধারণ এক ধর্মপ্রচারকের বক্তব্য

পবেৰ দিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রধান বৈঠকখানায় যখন মিঃ এণ্ডাবসন যাত্রীদের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন একজন স্ত্রীলোক আৰ একজনেৰ কানে কানে এই কথা বললেন, “তাকে কি অনেকটা খ্রীষ্টেৰ একজন হত্যাকাৰীৰ মত দেখায় ?” তাৰ বন্ধু উত্তৰ দিল “হতে পাৰে সে যিহুদী নয়, কিন্তু সান ফ্রান্সিসকো ছাডবাব পৰ থেকে আমি শুনে আসছি যে সে আসলে খ্রীষ্টে বিশ্বাস কৰে না। এই জাহাজেৰই একজন ধর্মযাজক আমাকে জানিয়েছে যে তিনি নাকি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস কৰাব চেয়ে বৰং ব্যবস্থা পালনেৰ মাধ্যমে পবিত্রাণ লাভেৰ শিক্ষাৰ উপৰ জোর দিয়ে থাকেন। আমি মনে কৰি সেটা একটা সাংঘাতিক শিক্ষা।” মিঃ এণ্ডাবসন হাসিমুখে তাৰ সংগী যাত্রীদের সম্ভাষণ জানিয়ে তাৰেৰ আশ্বাস দিলেন যে তাৰ মধ্যে কোন উচ্চতৰ পাণ্ডিত্য নেই। তিনি তাৰেৰ অনুৰোধ কবলেন যে তাৰা যেন তাৰেৰ ভাল ভাল চিন্তাগুলি উপস্থিত কৰতে দ্বিধা সংকোচ না কৰেন। হ্যাবল্ড উইলসনেৰ দাগ দেয়া বাইবেল খানা তাৰ সামনে টেবিলেৰ উপৰে বেখে তিনি সকলকে অনুৰোধ কবলেন যেন তাৰা তাৰ সংগে এই প্রার্থনা কৰে যে ঈশ্বৰেৰ আত্মা যেন তাৰেৰ আলোচনাৰ মধ্যে থাকেন এবং তাৰা সকল যেন ঐশ্ববিক জ্ঞান লাভ কৰতে পাবেন। কেমন সহজ সরল প্রার্থনা তিনি উৎসৰ্গ কবলেন। তিনি বলতে শুক কবলেন, “হে আমাদেৰ স্বৰ্গস্থ পিতা, আমৰা আজ তোমাৰ যে আশীৰ্বাদযুক্ত বাক্য পাঠ কৰবাৰ জন্য মিলিত হয়েছি তাৰ জন্য আমৰা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমৰা যীশুৰ জন্য, আমাদেৰ উদ্দেশ্যে তাৰ মহান ত্যাগেৰ জন্য এবং তাৰ মধ্যে যে একজন দুঃপ্রাপ্য ও সুন্দৰ বন্ধু খুঁজে পেতে পাৰি সেজন্য আমৰা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমৰা তোমাৰ পবিত্র আত্মাৰ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যিনি আমাদেৰ পাপ সম্পৰ্কে আমাদেৰকে সচেতন কৰেন, যিনি আমাদেৰকে জীবনেৰ পথ শিক্ষা দেন, যিনি তোমাৰ পরিচয় প্রকাশ কৰেন এবং যিনি আমাদেৰকে বিজয় লাভেৰ শক্তি প্রদান কৰেন। আমৰা তোমাৰ অনুগ্রহেই কেবল প্রত্যাশা রাখি। আমাদেৰ মধ্যে কোন উত্তমতা নেই এবং আমৰা কেবল তোমাৰই দেয়া আমাদেৰ শ্রিয় নামটিৰ মধ্য দিয়ে তোমাৰ কাছে

আসতে পাবি । তুমি নিজ প্রিয় পুত্রের দিকে দৃষ্টি দেও, তাব জীবন সুবর্ণ করে তাব মধ্যে আমাদেরকে দেখ এবং জেনে নেও যে আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা আমরা এই মুহূর্তে তাকে আমাদের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা কবছি । তোমাব সব উত্তমতাব জন্য আমরা তোমাব প্রশংসা কবছি এবং আমরা সব অন্তর দিয়ে নিজেকে তোমাব কাছে উৎসর্গ কবছি । এই সময় আমাদের জ্ঞানার্জনে আমাদের পরিচালনা এবং নিজেকে গৌরবান্বিত কব যেন যীশুর মধ্যে যে সত্য আছে তা আবও পরিপূর্ণরূপে আমরা দেখতে পাই ।

যে স্ত্রীলোকটি একটু আগে এণ্ডাবসন সম্পর্কে তাব ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাব সম্পর্কে মন্তব্য কবছিলেন তিনি বলে উঠলেন, “আমাব ? এককম কথা তো আমি আশা কবিনি । তিনিতো একজন খ্রীষ্টিয়ানের মত প্রার্থনা কবছেন । কি অদ্ভুত যে একজন ধর্ম যাজক অন্য একজন ধর্ম যাজক সম্পর্কে কেমন ভুল ধারণা পোষন কবতে পাবেন ?” মিঃ এণ্ডাবসন বললেন, “আমি দেখতে পাচ্ছি যে বেশ কিছু প্রশ্ন এবই মধ্যে জমা পড়েছে এবং আমাব হযত এগুলিব দিকেই প্রথমে নজর দেয়া উচিত । এতে কি সকলে বাজী আছেন ?” কোন যুক্তি না থাকলেও, স্পষ্টতঃই ডাঃ স্পল্ডিং কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিলেন এই দেখে যে স্বাধীনভাবে খোলা মেলা প্রশ্ন কবাব পথকে কৌশলে বন্ধ কবা হযেছে । তিনি মনে ভেবেছিলেন যে তিনি কয়েকটা কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস কববেন । তাই তিনি এই সুযোগে প্রস্তাব কবলেন যে লিখিত প্রশ্ন ভাল হলেও প্রথমে তাকে সুযোগ দেয়া হলে তিনি কয়েকটা মৌখিক প্রশ্ন কবতে চান ।

মিঃ এণ্ডাবসন সংগে সংগে তাব প্রস্তাব গ্রহণ কবলেন, কারণ তিনি জানতেন যে শিষ্টাচারই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নিয়মের শিক্ষা এবং তিনি তা সব সময় অনুসরণ কবতে চেষ্টা কবতেন । ডাঃ স্পল্ডিং তাই স্বাধীনভাবে তাব কথা বলাব সুযোগ পেলেন । তিনি বলতে শুরু কবলেন, “বিশ্রামবাব পালন কি ব্যবস্থাব অন্তর্ভুক্তী কোন কর্তব্য ?” “নিশ্চয়ই, এটা তাই” “আপনি কি সুসমাচার অনুসারে বিশ্রামবাব পালনকে খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাবর একটা অত্যাবশ্যক অংশ হিসাবে মেনে নেয়া উচিত বলে বিশ্বাস কবেন ?” “অবশ্যই” “ভাল বলেছেন, ভাই, এখন আমি গালাতীয় খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে লেখা পৌলের কথাগুলি পড়ছি, এবং সেই সংগে আমরা দেখব আপনার মতবাদের পরিণতি কি দাঁড়ায় । গালাতীয় ২ : ১৬, ২১” তথাপি বুঝিযাছি, ব্যবস্থাব কার্য্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়, সেই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থাব কার্য্য হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থাব কার্য্য হেতু কোন মর্ত্য ধার্মিক গণিত হইবেনা ।” “আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিফল কবিনা; কারণ ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধার্মিকতা হয়, তাহা হইলে সুতবাং খ্রীষ্ট অকাবণে মবিলেন ।” “এখন বিশ্রামবাব পালনের কাজটির কথা যদি উল্লেখ কবা হযে থাকে তাহলে তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিফল করে এবং ঘোষণা কবে যে খ্রীষ্ট বৃথাই মবেছেন । তাই না ?” মিঃ এণ্ডাবসন বললেন “অন্যান্য যে কোন সংকাজ কবাও যেমন একটা



কাজ তেমনি বিশ্রামবাব পালন কবাও বাস্তবিকই ব্যবস্থার অন্তর্গত একটা কাজ । কিন্তু সংকাজ সম্পাদন কবে কেউই পবিত্রাণ লাভ কবতে পাবেনা । খ্রীষ্ট ধৰ্মে কাজেৰ দ্বাবা পবিত্রাণ লাভেৰ কোন ঘটনা জানা নেই । কোন মানুষেৰ কাজ যতই মহৎ বা সং মনে হোক না কেন তা দ্বাবা সে ধাৰ্মিক হতে পাবে না । বোমীয় ও গালাতীয় পত্ৰেৰ উভয় স্থানে বাব বাব এই কথা বলা হযোছে । পৌল বলেছেন যে বিশ্বাসেৰ মধ্য দিয়ে পবিত্রাণ লাভ কববাৰ পবে সংকাজ কবা এক কথা এবং পবিত্রাণ পাবাব জন্য বা দোষমুক্ত হবাব জন্য বা ধাৰ্মিক হবাব জন্য সংকাজ কবা সম্পূৰ্ণ ভিন্ন কথা ।

বিশ্বাস কবা এবং নিৰ্দেশিতা লাভ কবাব আগে সত্যিকারে কখনও কাজ কবতে পাবেনা, কিন্তু পবে আসতে পাবে এবং তাতে কোন সন্দেহ নেই । এটা নিশ্চয়ই সত্য কাৰণ বিশ্বাসেৰ মধ্য দিয়ে কোন লোক পাপ থেকে মুক্তি লাভ কববাৰ আগে তাৰ পক্ষে সংকাজ কবা অসম্ভব । বক্তে মাংসেৰ মানুষ তাৰ জাগতিক মন নিয়ে একটা আত্মিক ব্যবস্থা পালন কবতে পাবেনা । বোমীয় ৮ : ৭ । কিন্তু পাপ ক্ষমা হযে যাওযাব পবে এবং হৃদয়ে প্রভুৰ ব্যবস্থা লিখিত হবাব পবে ব্যবস্থাৰ সব কাজগুলি গাছেৰ পাতা গজাবাব মত স্বাভাবিকভাৱে প্রকাশিত হযে পড়ে । একজন অবিশ্বাসীৰ জীৱনে ব্যবস্থাৰ কাজগুলি কেবল মৃত অবস্থায় থাকে, আব একজন বিশ্বাসীৰ জীৱনে সেগুলি আত্মাব জীৱন্ত ফলকাপে দেখা দেয় । সেজন্য যে লোকেৰ নূতন জন্ম হয়নি তাৰ কাছে বিশ্রামবাব পালন কবা নিম্প্রয়োজনীয় অর্থহীন মতবাদ বলে মনে হবে, কিন্তু যাব হৃদয়ে যীশু আছেন তাৰ কাছে তা নূতন নিয়মেৰ অভিজ্ঞতা ।

সান ফ্ৰান্সিসকোৰ একজন স্ত্রীলোক বললেন, “মিঃ এণ্ডাবসন, আপনি তাহলে মানুষেৰ পবিত্রাণ লাভেৰ উপায় হিসাবে ব্যবস্থা পালন কবা উচিত বলে বিশ্বাস কবেন না ?” “না মাদাম, একমাত্র যীশু খ্রীষ্টই আমাদেৰ বিশ্বাসেৰ দ্বাবা আমাদেবকে শুচি ও মুক্ত কবেন এবং নিজেকে আমাদেৰ হৃদয়ে স্থাপন কবেন । কিন্তু আমবা যখনই তাকে জীৱনে গ্ৰহণ কৰি তৎক্ষণাৎ আমাদেৰ মধ্য ব্যবস্থাৰ সব গৌৰবময় ধৰ্মবিধি সিদ্ধ হয় । বোমীয় ৮ : ৩, ৪ পদ দেখুন । এভাবে বিশ্বাস আমাদেৰ জীৱনেৰ নিয়ম হিসাবে ব্যবস্থাকে আমাদেৰ হৃদয়ে সংস্থাপন কৰে । বোমীয় ৩ : ৩১ । স্ত্রীলোকটি বললেন, “মিঃ এণ্ডাবসন, আমি স্বীকাৰ কবতে চাই যে ওটা একটা খুব সুন্দৰ সত্য । আমি তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি । কিন্তু আমি কি আপনাকে জিজ্ঞেস কবতে পাৰি যে আপনি বিশ্রামবাবকে সত্যই একটা আশীৰ্বাদ বলে মনে কব্বেন কিনা অর্থাৎ সপ্তম দিনেৰ বিশ্রামবাব ? আপনি সম্ভবতঃ জানেন আমাদেৰকে শিক্ষা দেয়া হযোছে যে এটা যিহুদী প্রথা, একটা দাসত্বের ব্যাপাব, একটা এমন ষোয়ালী যা কেউ সুখী মনে কাঁধে পৰতে পাবেনা ।”

মিঃ এণ্ডাবসন বললেন, “এটা আমাকে এমন একটা প্রশ্নেৰ কথা মনে কৰিয়ে দেয় যা এখানে আমাৰ হাতেৰ কাছেই আছে । এখানে লেখা আছে, “অত বিশ্রামবাব বিশ্রামবাব না কবে খ্রীষ্টেৰ সুসমাচাৰ প্রচাৰ কব্বেন না কেন ? খ্রীষ্টকে প্রচাৰ কৰা কি



সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয় ?” আমি হয়ত দুটি প্রশ্নের এক সংগে উত্তর দিতে পারি। আমি ভাবছি আমরা সত্যি করে “বিশ্রামবার প্রচার” এবং “খ্রীষ্টকে প্রচার” এই কথা দুটির অর্থ বুঝি কিনা। বিশ্রামবার কি? খ্রীষ্ট কে? বিশ্রামবারের চবিত্র নির্ণয় কববার জন্য আমাদেরকে আদি কালের দিকে পাপ আসবার আগেকার দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাতে হয়। সেখানে আমরা ঈশ্বরের শুদ্ধ পবিত্রতা দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই সব সময় কি হওয়া উচিত ছিল আর পাপের বাজত্ব শেষ হয়ে গেলে পরে কি হবে। কাহিনীটা হলো এই যে ঈশ্বরের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং সব কিছুই খুব চমৎকার হয়েছিল। আকাশ ও পৃথিবী তাদের সব বস্তুসহ সমাপ্ত হয়েছিল। তাবপর ঈশ্বর বিশ্রাম কবলেন। তিনি “সেই সপ্তমদিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম কবিলেন।” আদিপুস্তক ২ঃ২। স্বর্গের বাড়িতে উন্নততর পৃথিবীর মহিমায সমুজ্জ্বল সেই বাড়িতে জীবজগতের মহান সৃষ্টিকর্তা এমন দুটি সুন্দর প্রাণীর সংগে বিশ্রামবার পালন কবলেন যাবা পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন কববে। আর যখন তার সৃষ্টি জীবেরা বিশ্রামবার পালন কবল তখন একসংগে স্বর্গের গীত গাওয়া হলো এবং “ঈশ্বরের পুত্রগণ সকলে জয়ধ্বনি কবিলেন।” ইযোব ৩৮ : ৭। সেই প্রথম বিশ্রামবার দিনটা নিশ্চয়ই একটা আনন্দের দিন ছিল এবং এদিনের উপাসনা নিশ্চয়ই বর্ণাশ্রীত ভাবে গৌরবোজ্জ্বল ছিল।”

ডাঃ স্পলডিং মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, “কিন্তু ভাই, আপনি এই লোকদের বিশ্বাস কবতে পারবেন না যে ঈশ্বর ক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পারবেন কি?” “না, আপনি যা বললেন আমিও সেই বিষয়ে বলতে যাচ্ছিলাম। যাক, এখন বলছি। ঈশ্বর বা মানুষ ক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বলেই বিশ্রামবারের উৎপত্তি হয়নি বা মানুষকে দেয়া হয়নি। সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে লেখা আছে যে তিনি “ক্রান্ত হন না, শ্রান্ত হন না” (যিশাইয় ৪০ : ২৮ পদ); আর তার মূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছিল যে মানুষ সে পাপের বীজ বোপিত না হওয়া পর্যন্ত শারীরিক অবনতি ও ক্ষয় বলে কিছুই জানত না। পৃথিবীতে যদি পাপ কখনও প্রবেশ না কবত তাহলে ক্রান্ত শ্বায়ু, মাংসপেশী, জ্বর, ব্যাধি ও মৃত্যুর মত কিছু থাকত না। সুতরাং পতনের পূর্বে যখন বিশ্রামবার দেয়া হয়েছে তখন এটি প্রধান ও প্রাথমিক উদ্দেশ্য এই নয় যে মানুষ কেবল নিয়মিত কাজকর্ম থেকে বিবত থাকবে, কিন্তু, জগতের সৃষ্টিকর্তা যে বিশ্রাম উপভোগ কবেছিলেন মানুষকেও সেই বিশ্রাম উপভোগ করতে হবে। এই কথাটা মনে রাখবেন, বহুগণ, কারণ সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝবার জন্য এটা একটা অত্যাবশ্যিক জিনিষ। যে লোক বিশ্রামবার পালনের মধ্যে নিখবিত্র চকিণ ঘণ্টার জন্য তার জাগতিক কাজকর্মের নিবৃত্তি, এবং বিশ্রাম, পবিত্রতন ও গীর্জায় যাবার সুবিধা ভোগ করা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়না সে মানুষকে দেয়া বিশ্রামবারের রহস্য এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি।

“আমরা এই মাত্র পাঠ কবলাম যে তিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করেছেন, তিনি কখনও ক্রান্ত হন না। তিনিই সেই মহান ‘যিহোবা বা আমি আছি’, যিনি নিজেই

নিজেৰ অস্থিত বক্ষা কৰেন । যিনি অনন্তজীৱী যাব কাহে বছবগুলি অথহীন । তা সত্ত্বেও লেখা আছে তিনি বিশ্রাম কবলেন । এছাড়াও বাইবেল বলে যে তিনি “বিশ্রাম কৰিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন ”। যাত্রাপুস্তক ৩১ : ১৬ । তিনি তাৰ চমৎকাৰ হাতেৰ কাৰ্জেৰ সৌন্দৰ্য্য দেখে এবং তাৰ পৃথিবীৰ ছেলেমেয়েদেৰ স্তম্ভস্ফূৰ্ত ও উপাসনাকাৰী হৃদয়েৰ ভালবাসা ও শ্ৰদ্ধাভক্তি পেয়ে তিনি এক সঙ্গীয আনন্দেৰ বিশ্রাম লাভ কৰেছিলেন । এটা ছিল পাবস্পৰিক আলাপ, পাবস্পৰিক স্নেহ ভালবাসা ও অনুবেৰ বোঝা পৰাব বিশ্রাম, এবং আমি বিশ্বাস কৰি যে আমি আমাৰ বিশ্রাম দিন পালন কৰতে গিয়ে অনেকবাৰ সেই প্ৰথম এদন উদ্যানেৰ দিনে ঈশ্বৰেৰ বিশ্রাম কৰাব ও মানুষেৰ সংগে উপাসনা কৰাবৰ সময়কাৰ বিশ্রামেৰ আনন্দ ও আনন্দেৰ বিশ্রামেৰ কিছু অংশ উপভোগ কৰেছি । এই সুন্দৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাই আমি আপনাদেৰ সকলকে জানাতে চাই ।”

সেখানকাৰ কিছু লোক তখন সাহস কৰে “আমেন” বলে উঠলেন এবং উপস্থিত লোকদেৰ অনেকেবই হৃদয়ে ধৰ্মযাজকেৰ কথায় একটা অদ্ভুত আলোডন সৃষ্টি হলো । তিনি বললেন, “আমি আবও বলতে চাই যে প্ৰথম বিশ্রামবাৰেৰ আশীৰ্বাদ যাতে চিবস্থায়ী হয়, যাতে এৰ অভিজ্ঞতা আবও অনেকে লাভ কৰতে পাৰে এবং যাতে পৃথিবীতে বসবাসকাৰী লোকেবা চিবদিন জানতে পাৰে সেজন্য ঈশ্বৰ বন্দোবস্ত কবলেন যেন পববৰ্তী প্ৰত্যেকটি বিশ্রামবাৰে প্ৰথমটিৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা হয় । লেখা আছে, “ঈশ্বৰ সেই সপ্তম দিনকে আশীৰ্বাদ কৰিয়া পবিত্ৰ কবিলেন ।” এই কথাৰ মধ্য দিয়ে ঐশ্বৰিক উদ্দেশ্যেৰ পূৰ্ণতা, ঐশ্বৰিক ক্ষমতা এবং ঐশ্বৰিক উপস্থিতি ও বিজ্ঞতা প্ৰকাশ পায় । লক্ষ্য কৰুন বাইবেলেৰ এই অংশে প্ৰথমতঃ সপ্তম দিনেৰ কথা বলা হযেছে, দ্বিতীয়তঃ এখানে ঘোষণা কৰা হযেছে যে এই দিনকে পবিত্ৰ কৰা হযেছে, অৰ্থাৎ এই দিনটিকে পবিত্ৰৰূপে ব্যবহাৰ কৰাবৰ জন্য আলাদা কৰা হযেছে । যে জিনিষটিৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হযেছে তা হল এই যে সময়েৰ একটা সপ্তম অংশ নয়, কিন্তু ঠিক সপ্তম দিন ।”

মিঃ গ্ৰেগৰী বললেন, “ভাই, আমি কি জিজ্ঞেস কৰতে পাৰি যে প্ৰথম সপ্তম দিনটি যে এখনকাৰ শনিবাৰ দিনই ছিল তাৰ কি প্ৰমাণ আপনাৰ কাহে আছে ? আমাৰ মনে হয় আমাদেৰ ৰবিবাৰই যে সেই আসল সপ্তম দিন তা প্ৰমাণ কৰাব অনেক কিছু আছে ।” “মিঃ গ্ৰেগৰী, প্ৰমাণটা এত সহজ এবং সেই সংগে এত সম্পূৰ্ণ যে এখানে ভুল হবাৰ সম্ভাবনা নেই বললেই চলে । চতুৰ্থ আঞ্জা প্ৰশ্নাতীতভাৰে আদিত্তে সপ্তমদিন বলে পৰিচিত দিনটিৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰে । তাই না ?” মিঃ গ্ৰেগৰী বললেন, “ঐ পৰ্য্যন্ত আমি আপনাৰ সংগে একমত” “সুন্দৰ কথা, আব আমি মনে কৰি যে আপনি আমাৰ সংগে এ ব্যাপাৰেও একমত হবেন যে মুক্তিলাভা যে দিনটিকে বিশ্রামবাৰ বলে মানতেন সেই দিনটি ও সীনয় পৰ্বতে দেয়া দিনটি একই দিন ।” উত্তৰ এল, “হ্যা, আমি

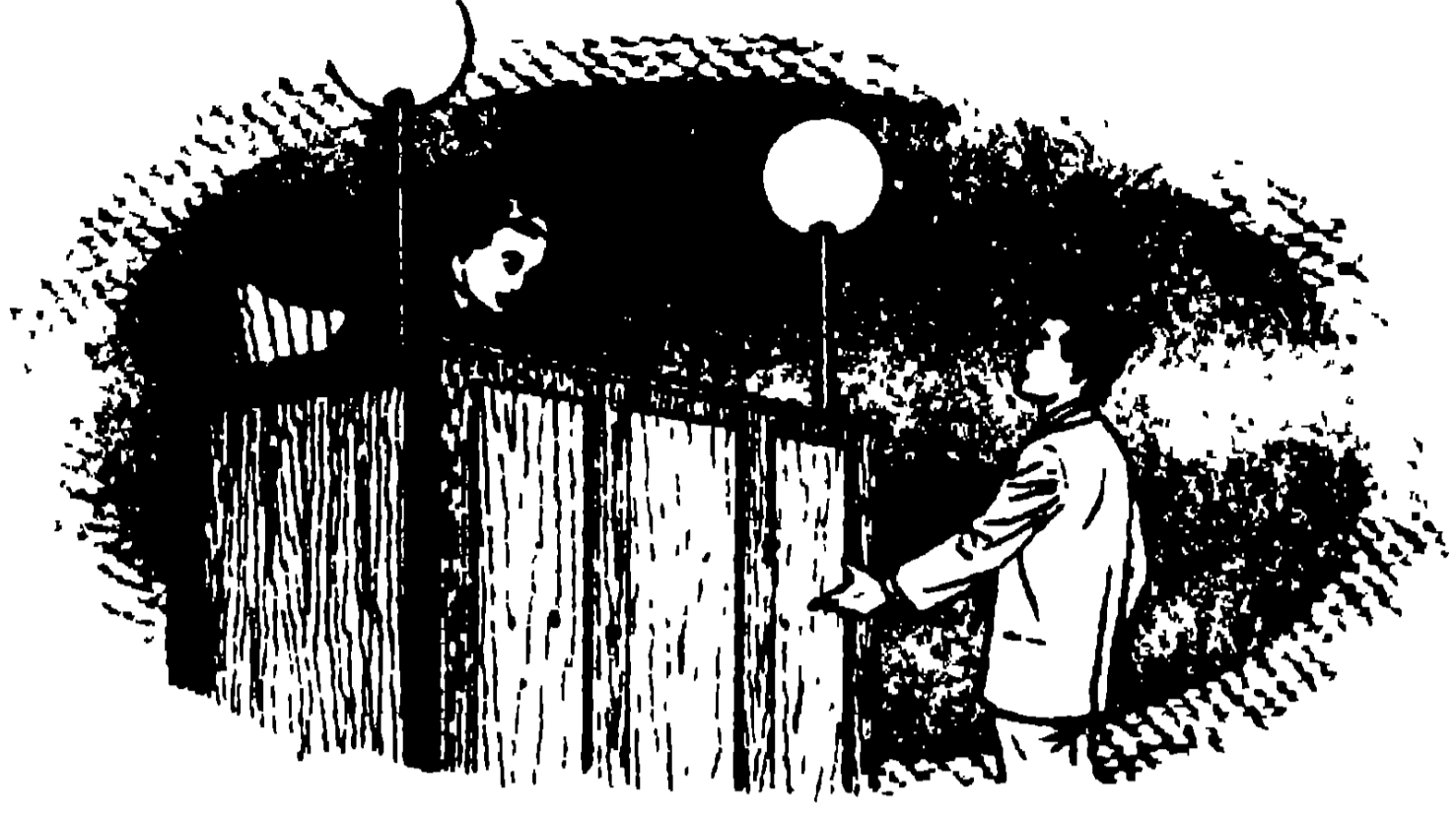
তাই মনে কাব ” । মিঃ এণ্ডারসন বললেন, “আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আপনি একমত হবেন । এখন আমি লুক ২৪ : ১ পদের কথাটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । দেখা যায় ক্রুশারোপনের পবে যে স্ত্রীলোকেবা খ্রীষ্টের একনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন “বিশ্রামবারে তাঁহাবা বিধিমতে বিশ্রাম কবিলেন” । “ইয়া কিন্তু ঠিক এখানে সূত্রটি হাবিয়ে যাচ্ছে । চতুর্থ আজ্ঞাব নৈতিক বিশ্রামদিন না হয়ে এটি সম্ভবতঃ ছিল নিস্তার পর্বেব সপ্তাব আনুষ্ঠানিক বিশ্রামবার । আমাদেবকে সপ্তাটি সম্পর্কে ওযাকিবহাল থাকাত হবে এবং নিশ্চিত হতে হবে যে সৃষ্টিব কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত এক নাগাডে সাত দিনেব যে সপ্তাব চক্র চলে আসছে আমবা তাবই সংগে সম্পর্কযুক্ত আছি ।” “সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিঃ গ্রেগবী, এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদেব প্রভুও এব উপব জোব দিয়েছেন । আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস কবিঃ সেই স্ত্রীলোকেবা যে বিশ্রামবারটা পালন কবেছিল সেটা কি যাকে “প্রথম দিন” বলা হয় সেদিনেব ঠিক আগেব দিন ছিল ?”

“ইয়া, নিশ্চয়ই, এটা সেদিনই হয়ে থাকবে ।” “আব একটা প্রশ্ন : সেই পবেব দিনটা কি পুনকথানেব দিন ছিলনা ?” “নিশ্চয়ই, এটা সেই দিনই ছিল ।” “তাহলে এটা কোন্ প্রথম দিন ছিল ? শাস্ত্র স্পষ্টভাবে বলছে যে এটা ছিল সপ্তাব প্রথম দিন” । বন্ধগণ আপনাদেব কি মনে হয় যে এখানে ববাববেব সংযোগেব কোন ছেদ পাডেছে । আমি বিশ্বাস কবিনা যে এ সম্পর্কে মিঃ গ্রেগবীও কোন সন্দেহ থাকাত পাবে । আপনাবা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে সপ্তাব প্রথমদিনেব ঠিক আগেই বায়েছে চতুর্থ আজ্ঞাব বিশ্রামবার, আব এই সপ্তাকেই আমবা সকলে বর্তমান কালেব সপ্তা বলে জানি । সুতবাং আমবা বুঝতে পাবছি যে চতুর্থ আজ্ঞাব বিশ্রামবার যা সৃষ্টিব বিশ্রাম দিন তাই আমাদেব সপ্তাব সপ্তম দিন । সুতবাং এটাই হল সেই দিন যা আমাদেবকে পালন কবতে হবে এবং যাব মধ্যে আমবা আশীর্বাদ দেখতে পাব । এটা কি এখন স্পষ্ট হয়নি ?”

কেউই বিবোধিতা কবলেন না । মিঃ এণ্ডারসন সব শ্রোতাকেই তাব স্বপক্ষে নিয়ে আসলেন । “আপনাদেব কি সেই জ্বলন্ত ঝোপেব গল্প মনে আছে ? যাত্রাপুস্তক ৩ : ১-৬ । ঈশ্ববেব উপস্থিতি মোশিব কাছে প্রকাশিত হয়েছিল, আব এই কথা বেবিযে এসেছিল, “তোমাব পদ হইতে জুতা খুলিয়া ফেল ; কেননা যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, উহা পবিত্র ভূমি ।” ঈশ্ববেব উপস্থিতি সেই পরিবেশকে পবিত্র কবেছিল । যিহোশূযকেও সেই একই কথা বলা হয়েছিল । যিহোশূয ৫ : ১৩-১৫ । এভাবে আমবা এই শিক্ষা পাই যে ঈশ্ববেব আশীর্বাদ হল তার নিজেব উপস্থিতি । ঈশ্ববেব উপস্থিতি কোন মানুষকে জানানো হলে তা সেই মানুষকে পবিত্র করে । তার উপস্থিতি কোন স্থানে প্রকাশিত হলে, তা সে স্থানকে পবিত্র করে । গল্পে বাকী অংশ অত্যন্ত স্পষ্ট – সপ্তম দিনে তাঁর উপস্থিতি ও তাঁর আশীর্বাদ সপ্তম দিনকে পবিত্র করে । ঈশ্বব যখন সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ কবেছেন তখন তিনি পৃথিবীব সমুগ্র ইতিহাসেব জন্য ঐ দিনে শুধুমাত্র

তাৰ উপস্থিতি বেখেছেন। তিনি মানুষেৰ জন্যই একাজ কৰেছেন। আপনাবা জানেন যে যীশু বলেছিলেন, “বিশ্রামদিন সৃষ্টি কৰা হযেছে মানুষেৰ জন্য”। তাহলে এই সৃষ্টিৰ কাজটি কত চমৎকাৰ ছিল। এমন কি সপ্তম দিন তাৰ আশীৰ্বাদযুক্ত পবিত্ৰ উপস্থিতি নিয়ে আসে। ঈশ্বৰেৰ উপাসনাকাৰী লোকদেৰ হৃদয়ে পবিত্ৰদিন তাৰ সংগে কৰে পবিত্ৰকৰণেৰ, শুচিকৰণেৰ ও মানসিক উন্নতিৰ ক্ষমতা নিয়ে আসে, এবং তাৰদেৰকে পবিত্ৰতাৰ উপহাৰ দিয়ে আনন্দিত কৰে। যীশু খ্ৰীষ্টই ছিলেন বিশ্রামবাৰেৰ সৃষ্টিকৰ্তা। যোহন ১ : ১-৩, ১৪ : কলসীয় ১ : ১৩-১৬ পদ পড়ন। তাৰ উপস্থিতিই হল সপ্তম দিনেৰ মধ্যৰাত্ৰী বিষয়। বিশ্রামবাৰ পালনেৰ মধ্য দিয়ে আমি তাৰই জীৱনে অংশ গ্ৰহণ কৰি। সুতবাং আমি যখন সত্যি কৰে বিশ্রামবাৰ প্ৰচাৰ কৰি তখন কি তাৰকেই প্ৰচাৰ কৰিনা ? ঈশ্বৰেৰ বাক্যেৰ মধ্যে যে সব চমৎকাৰ জিনিষ চোখে পড়ে তাৰ মধ্যে বিশ্রামবাৰেৰ সত্যটি সব চেয়ে চমৎকাৰ।”

হ্যাবলড উইলসন বলে উঠল “আমেন”। কাপ্তেন মান তাৰে বিশেষ নিমন্ত্ৰণ দেয়ায় সে সেখানে উপস্থিত হযেছিল। সকালেৰ দৃষ্টি তখন তাৰ উপৰে গিয়ে পড়ল। কাপ্তেন মানেৰ চেহাৰা দেখে বুঝা গেল যে তিনি অভিভূত হযে পড়েছেন। তিনি বুঝতে পাবলেন যে কোন সাক্ষদানকাৰী স্বৰ তাৰ অন্তৰে কথা বলেছে। এটা ছিল সত্যেৰ আহ্বানেৰ স্বৰ যা তিনি প্ৰত্যাখ্যান কৰতে পাবলেন না। মিঃ এণ্ডাৰসন সংক্ষেপে প্ৰাৰ্থনা কৰলেন, আৰ ততক্ষণ ডাঃ স্পলডিং ও মিঃ গ্ৰেগৰী নীৰবে অপেক্ষা কৰলেন ও তাৰপৰ চলে গেলেন। এবপৰ মিঃ গ্ৰেগৰী যখন নিৰ্জনে ডাঃ স্পলডিং এৰ দেখা পেলেন তখন তিনি তাৰে জিজ্ঞাস কৰলেন, “এ ব্যাপাৰটি সম্বন্ধে আপনাব কি মনে হযেছিল ?”



একাদশ অধ্যায়

## আগ্রহী প্রশ্নকারীগণ

“মিঃ এণ্ডাবসন, আমি আব কিছুক্ষণ আপনাকে আটকে রাখলেও নিশ্চয়ই আপনি আমাকে ক্ষমা কববেন । এই পবিচর্য্যা কাজ আমাকে বাধ্য কবেছে যেন আমি এসে আপনাকে হাত ধবে নিয়ে যাই ও আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কবি ।” মিঃ এণ্ডাবসন লোকটিকে চিনতে পাবেননি । “আপনি অবশ্য আমাকে চিনতে পাববেন না । তাই আমি নিজেই আমার পবিচয় দিচ্ছি । আমি হলাম আবকানসাসেন লিটল বকেব বিচারক কাবশো ।” “আপনি হচ্ছেন সেই লোক যিনি গতকাল ডাঃ স্পল্ডিংকে অনেক প্রশ্ন কবেছিলেন ?” “হ্যাঁ, যদিও সেই থেকে আমার যা মনে হয়েছ হযত আমার সেই ধৃষ্টতাব জন্য আমার লজ্জিত হওয়া উচিত । কিন্তু ডাঃ স্পল্ডিং এব কথাগুলি আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে । আমার সেই ঘটনাব কথা মনে পড়াছে, যখন অনেক বছব আগে তাবই অনুবোধে আপনার সম্প্রদায়েব একজন লোককে ববিবাব লংঘনেব দায়ে আমার কাছে আনা হয়েছিল ।” বিচারক কাবশো যখন কথা বলতে শুরু কবলেন তখন একদল উৎসাহী যাত্রী জড হতে লাগল । হ্যাবল্ড উইলসনও তাবদেব মধ্যে ছিল । বিচারক বলতে লাগলেন, “সেই সময় আমার মনে হয় বাদী পক্ষের অভিযোগেব মধ্যে আমি পবিষ্কার একটা অসহিষ্ণুতাব মনোভাব লক্ষ্য কবেছিলাম যেটি, আমার মতে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচাবেব সম্পূর্ণ বিপবীত । কিন্তু এটা সত্য হলেও প্রতিপক্ষের যুবক বিবাদী অত্যন্ত সুন্দর ধৈর্য্য ও আত্ম সংযমেব পবিচয় দিয়েছিল । সে যখন নিজেই নিজেব কৌশলী হিসাবে কাজ কবছিল তখন আমার বিশ্বাস জন্মেছিল যে সে এক অতি উঁচু আদর্শের লোক ।”

একটন শ্রোতা প্রশ্ন কবল, “আচ্ছা বিচারক, সেকি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল ?” “হ্যাঁ, আইনের শর্ত ভংগ কবা হয়েছিল, এবং জুরিবা যখন বিচারেব বায় নিয়ে এল তখন আমি দণ্ডাদেশ দিতে বাধ্য হলাম । কিন্তু আমি মনে আঘাত পেয়েছিলাম, গভীবভাবে মর্মান্ত হযেছিলাম যারা খ্রীষ্টিয়ান বলে দাবী করে সেই বাদী পক্ষের এ প্রকাব অন্যায় মনোভাবেব



জন্য; অপবাদকে মর্মান্বিত হয়েছিলাম অন্য এক অর্থে অর্থাৎ যাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তাব চমৎকার মনোভাব দেখে। এখন আমি বিশ্বাস কবি যে আমি সেই যুবকের আচরণেব বহস্য আবিষ্কার কবেছি। খ্রীষ্ট তাব অন্তরে বাস কবছিলেন। তাব হৃদয়ে এমন শান্তি ও বিশ্রাম ছিল যাব সংগে আমবা কেউই পবিচিত ছিলাম না। যখন আমি দণ্ডদেশ ঘোষণা কবতে যাচ্ছিলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস কবলাম যে আদালতেব কাছে তাব বলবাব মত কোন কথা আছে কিনা তখন সে বলেছিল, “হুজুব, এই বিচারকাজ চলাব সময় যে ন্যায্যপবায়নতাব মনোভাব দেখানো হয়েছে সেজন্য আমি আপনাকে ও হুবিদেব আমাব আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদেবকে এই দণ্ডদেশ ঘোষণা কবতে হুঃ বলে আপনাদেব দুঃখিত হবাব প্রয়োজন নেই। আমবা সকলেই দুঃখপ্রকাশ কবতে পাবি যে আমাদেব আইনেব বইগুলি এমন কিছু অনাবশ্যক আইনে ভাবাক্রান্ত হয়ে আছে যেগুলি নির্দোষ ও নিবীহ নাগবিকাদেব কষ্টেব কাবণ হয়, এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে ভবিষ্যতে সেই দিনেব অপেক্ষায় আছি যেদিন আমাদেব এই কল্যাণ বাষ্ট্র এই বিশেষ আইনটিব বিলোপ সাধন কববে যা আজ আমাকে কাবাগাবে পাঠাচ্ছে। একজন খ্রীষ্টিয়ানেব যেমন কবা উচিত তেমনিভাবে আমি আনন্দেব সংগে এই শান্তি মাথা পেতে গ্রহণ কবছি। যে লোকেবা আমাকে এ অবস্থাে মধ্যে ফেলেছে আমি খোলা মনে তাদেব ক্ষমা কবে দিচ্ছি এবং আমি চাই আপনাবা সকলে জেনে বাখুন যে এ সব কিছু বুঝবাব পবেও আমাব অন্তরে একটা শান্তি বিবাজ কবছে, এটা এমন শান্তি যা আমি যতদিন আটক থাকব তা প্রতিদিন ও প্রতি ঘণ্টায় ক্রমশঃ উজ্জ্বল হতে থাকবে।”

আমি তাকে জেলে পাঠিয়েছিলাম, আব সে সেই জেলখানাতেই মাবা যায়। আব সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত তাব ছবিটা আমাব চোখেব সামনে স্পষ্ট হয়ে আছে এবং আমি জানবাব চেষ্টা কবেছি যে তাব এবকম লোক হবাব পিছনে কি জিনিষ কাজ কবেছিল।” হাবল্ড উইলসন বলল, “বিচাবক, আমাকে ক্ষমা কবাবেন, সেই যুবক যে শান্তি লাভ কবেছিল আমিও সেই শান্তি লাভ কবেছি, এবং এই জাহাজে উঠবাব পব থেকেই আমি তা লাভ কবেছি। আজকে যে বিশ্রামবাবেব সত্য প্রকাশ কবা হয়েছ তাবই মধ্যে আমি এটা খুঁজে পেয়েছি।” “বৎস, আমি তোমাব কথা অবিশ্বাস কবিনা। তুমি কি সেই লোক নও যাকে সকলে “দাগ দেয়া বাইবেলেব লোক বলে থাকে?” “হ্যাঁ হুজুব, তাই। আমিই আজ আমাব দাগ দেয়া বাইবেল থেকে মিঃ এণ্ডাবসনকে পড়তে অনুবোধ কবেছিলাম। বিচাবক কাবশো বই খানা তুলে নিয়ে উস্টে দেখলেন। তাব চোখ ভিজে আসতেছিল। তিনি বললেন, “মিঃ এণ্ডাবসন এটা আমাকে আমাব ছোট বেলাব কথা স্মরণ কবিয়ে দিচ্ছে যখন আমাব বাবা মা চেষ্টা কবেছিলেন যেন আমি একটা ধর্মীয় জীবন যাপন কবি। অন্যান্য অনেক ছেলেদেব মত আমিও খ্রীষ্ট ধর্মকে হয়ে প্রতিপন্ন কবাব চেষ্টা কবেছি; এবং তা উপলব্ধি কববার আগেই আমাব ফৌবণেব দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে যায়। আমি যখন কলেজ থেকে একজন গ্রাজুয়েট হয়ে বেরিয়ে



এসে আমার পেশাগত জীবনে প্রবেশ কবলাম তখন আমার সামনে জীবনের কোন লক্ষ্য বা প্রত্যাশা দেখতে পেলাম না। আমার শিক্ষা আমার বাল্যকালের অবিশ্বাসকেই কেবল স্বচ্ছ কৰে দিয়েছিল, আব সেই থেকে এতগুলি বছৰ পাব হয়ে গেল আমি সাধাৰণ মণ্ডলীগুলিব মধ্যে বা তাদের শিক্ষাগুলিব মধ্যে এমন কিছু দেখি নি যা আমার মধ্যে একটা পবিত্ৰৰ্জন আনবাব জন্য সহায়ক হতে পাবত।

একটা চিন্তা সব সময় আমার পিছনে তাড়া কৰছে, আব সেটা হল আমার মায়েৰ দেয়া চিন্তা। তিনি মাৰা যাবাব কিছুদিন আগে আমাকে তাৰ কাছো ডেকে নিয়ে বললেন, “বৎস, আমি জানি তোমাৰ সামনে আমার যেভাবে জীবন যাপন কৰা উচিত ছিল, আমি সব সময় সেভাবে জীবন যাপন কৰতে পাবিনি, আব তাই খ্ৰীষ্টিধৰ্ম সম্বন্ধে তোমাৰ সন্দেহ বয়ে গেছে। কিন্তু আমি জানিনা কখন সেই দিন আসবে যেদিন তুমি নিশ্চিতৰূপে দেখতে পাবে যে ঈশ্বৰেৰ বাক্য সত্য, এমন লোক আছে যাবা একে ঐশ্বৰিক বলে প্রমাণ কৰেছে এবং এভাবে তুমি স্বচ্ছায় সেই মহান সৃষ্টিকৰ্ত্তাব কাছো আত্মা সমৰ্পণ কৰে তাকে ভালবাসবে ও তাঁৰ সেবা কৰবে।” আমি আপনাদেৰ না বললে আপনাবা বুঝতে পাববেন না কেন এই বাইবেল খানা এতদিন আগেৰ খটনাগুলি স্মৰণ কৰিয়ে দিছে। মা যেমন তাৰ বাইবেলখানায় দাগ দিয়েছিলেন এখানো ও তেমনি দাগ দেয়া; আব অদ্ভুত লাগে একথা বলতে যে এই বাইবেল খানাৰ মধ্যে যেভাবে কৰা হয়েছো সেই খানাৰ মধ্যেও দশ আজ্ঞাগুলিকে বিশেষভাবে স্মৰণ কৰে দাগ দেয়া হয়েছিল। আমার মা ঈশ্বৰেৰ আজ্ঞাগুলিব প্ৰত্যেকটিকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কৰাতেন। কিন্তু এই কথাটা চিন্তা কৰুন। আমি এখানে সন্দেহ বহুবেৰ একজন বৃদ্ধ হি য়ে আপনাদেৰ সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার বিদায় নেবাব সময় ঘনিয়ে এসোছে। আপনাবা কি মনে কৰেন যে এটাই সেই সময় যখন মায়েৰ প্ৰাৰ্থনা সফল হবে?” গভীৰ নিস্তৰ্কতায় কিছুক্ষণ কেটে গেল। সকলেই অনুভব কবলেন যে একটা পবিত্ৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হছে অৰ্ধশতাব্দী পূৰ্বেৰ একজন একনিষ্ঠ মায়েৰ প্ৰাৰ্থনাৰ উত্তৰে একটি আত্মাব পবিত্ৰাণ সম্পৰ্কিত সিদ্ধান্ত। এবাবে মিঃ সেভ্যাব্যাস বললেন, “বিচাবক আমার কাছো এটা একটা সত্য প্রকাশিত হওয়াব দিন। কিন্তু আমাকে আবও অনেক কিছু জানতে হবে। মিঃ এণ্ডাবসন আমি কি আপনাকে কয়েকটা সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন জিজ্ঞাস কৰতে পাবি? যেমন ধৰুন, সপ্তম দিন যদি বিশ্রাম দিন হয়, আব একটা বিশ্রামদিন হিসাবে পালন কৰা যদি আমাদের নৈতিক কৰ্ত্তব্য হয়, তাহলে মণ্ডলী আজ সামগ্ৰিকভাবে তা দেখে স্বীকাৰ কৰে নিছে না কেন? এটা আমাকে বেশ কষ্ট দিছে।”

মিঃ এণ্ডাবসন বলতে শুক কবলেন, “মিঃ সেভ্যাব্যাস, আমার কোন সন্দেহ নেই যে বহু কাৰণ আছে যা বিশ্বাসী খ্ৰীষ্টিয়ান দুনিয়াকে বিশ্রামদিনেৰ বদলে ববিবাব পালন কৰতে উৎসাহ দিছে। কিন্তু আমি সাহস কৰে এই মন্তব্য কৰতে পাবি যে অন্যান্য বড় বড় নৈতিক কৰ্ত্তব্যগুলি যে কাৰণে অবাহলিত ও অগ্ৰাহ্য কৰা হয়েছো সেই একই কাৰণে

বিশ্রামবাব পালন কবাকেও বহিত করা হয়েছে। আপনাব স্বাৰণ হবে যে প্ৰেৰিত পৌল  
স্পষ্টভাৱে এমন একটা সমাৰে ভবিষ্যদ্বাণী কৰেছিলেন যে, সমাৰে যাবা খ্ৰীষ্টিয়ান বলে  
স্বীকাৰ কৰে তাৰা নিৰাময় শিক্ষা সহ্য কৰিবে না কিন্তু কানচুলকানি বিশিষ্ট হইয়া  
আপনাদেব জন্য বাশি বাশি গুৰু ধৰিবে এবং সত্য হইতে কান ফিৰাইবে। ২ তীমথিয়  
৪ : ৩, ৪। ঈশ্বৰেব ব্যাখ্যা নিয়ে সামান্য পৰীক্ষা কবলেই দেখা যাবে যে এই মন্দ  
কাজেব গতিধাৰা যুগেব পৰ যুগ ধাৰে স্বাভাৱিকভাৱে চলে আসছে। ঈশ্বৰেব বাক্যকে  
হালকাভাৱে গ্ৰহণ কৰা মনে হয় মানুষেব জন্য সব সময় সহজ ছিল। এখনও নিশ্চয়ই  
তাই আছে যখন পুৰোহিত ও সাধাৰণ লোকদেব কাছ থেকে সমানে উচ্চস্তৰেব  
সামালোচনা শোনা যায়। তাৰা অনুপ্ৰাণিত লেখাগুলিকে শেক্ষাপিযাব, এমাবসন,  
স্পেনসাব এবং অন্যান্য কবি সাহিত্যিকদেব লেখাব সমতুল্য মনে কৰে। এমন যুগ  
এসেছে যখন আনেকে এমনকি দশ আঙঠাকেও সেকোলে বলে মনে কবেন এবং এৰ  
সংশোধন কৰা প্ৰয়োজন বলে মনে কবেন।" দলেব মধ্য থেকে একজন বললেন, হ্যাঁ,  
এই গতকালই একজন পুৰোহিত গোছেব লোক আমাকে বললেন যে আমবা বাইবেলকে  
আৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্নাতীত বিশ্বাসযোগ্য গ্ৰন্থ বলে মেনে নিতে পাবিনা। তিনি বললেন যে  
পুৰাতন নিয়মেব অনেক অংশই নাকি অনৈতিহাসিক এবং সুসমাচাবেব মধ্যে লিখিত  
আশ্চৰ্য্য কাজগুলি অধিকাংশই নাকি কপকেব আকাৰ বিশিষ্ট। আমি তাকে বিশেষভাৱে  
খ্ৰীষ্টেব পুনৰুত্থান ও স্বৰ্গাৰোহন সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন কৰেছিলাম আৰ উত্তৰে তিনি তাৰ  
কাঁধদুটো সামান্য উচু কবলেন ও একটু মুচকি হাসি হাসলেন।"

মিঃ এণ্ডাবসন বলতে থাকলেন, "মিঃ সেভাব্যাম্, অবশ্য যাবা নিজেদেব ঈশ্বৰেব  
লোক বলে স্বীকাৰ কৰে তাৰা এভাবে শাস্ত্ৰকে নাকচ কৰে দিলেও সকলে এখনও পুৰনো  
পথ ছেড়ে যায়নি। অনেক সুন্দৰ সুন্দৰ এবং উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্ৰম আছে। কিন্তু  
আপনি যখন জানতে পাববেন যে কেন বৰ্তমান যুগেব মণ্ডলীগুলি সাধাৰণভাৱে  
বিশ্রামবাবেৰ সত্যকে প্ৰত্যাখ্যান কৰে থাকেন আমাব কথাগুলিব মধ্যে যুক্তি খুঁজে  
পাবেন।" বিচাৰক কাৰাশো বললেন, "মিঃ এণ্ডাবসন আপনি শাস্ত্ৰেব ভাৰবাণীগুলি  
থেকে আমাদেব কাছ যা বললেন তা এই সময় লক্ষ্যণীয়ভাৱে সফল হচ্ছে। আমি  
এইমাত্ৰ পত্ৰিকাৰ একটা প্ৰবন্ধ পড়ে শেষ কবলাম। প্ৰবন্ধটাব শিবোনাম দেয়া হয়েছে  
"যুগেব পাহাড়ে বিস্ফোৰণ" এবং এটা দেখিয়েছে যে ধৰ্মতত্ত্ব বিদ্যালয়গুলিসহ শিক্ষাৰ  
সব উচ্চতৰ প্ৰতিষ্ঠানগুলিতে প্ৰকাশ্যে নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এমন ধাৰণা দেয়া  
হচ্ছে যা ঈশ্বৰেব বাক্যেব মধ্যকাৰ সব নৈতিক আদৰ্শ সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰে দেয়।  
আমি আমাব নিজেব চোথকে বিশ্বাস কবতে পাবছিলাম না। আৰ এগুলোই হল সেই  
সব শিক্ষালয় যেখান থেকে আমাদেব ধৰ্মযাজকৰা বেৰিয়ে আসছে।" মিঃ এণ্ডাবসন  
তাৰ উত্তৰে বললেন, "সমালোচনা কৰাৰ আমাৰ বিন্দুমাত্ৰ ইচ্ছা নেই, কাৰণ  
সমালোচনা কৰা একটা বিপদজনক অভ্যাস। কিন্তু আপনাব নিজেৰ আত্মাৰ স্বাৰ্থে

এই যুগেৰ বিপদগুলি সম্পৰ্কে আপনাৰ জানাৰ দৰকাৰ ও সকলকে সতৰ্ক কৰা দৰকাৰ । আপনি শুনেছন বলা হযেছে যে সত্যকে জানা যাযনা এবং বাইবেল থেকে একটা বেহালাৰ মত যে কোন সুৰ চাই তাই বাজানো যায়, আৰ এটাই ঈশ্বৰেৰ পৰিকল্পনা । একথা প্ৰায়ই বলা হযে থাকে যে আজকে যা সত্য আগামীকাল তা ভুল হযে যায় এবং আজকে যা ভুল আগামী কাল তা সত্য হযে যাবে ।" কিন্তু যীশু বলেছেন, "তোমবা সেই সত্য জানিবে" (যোহন ৮ : ৩২) এবং "যদি কেহ তাঁহাৰ ইচ্ছা পালন কৰিতে ইচ্ছা কৰে, সে এই উপদেশেৰ বিষয় জানিতে পাবিবে" (যোহন ৭ : ১৭) । যখন কোন লোক সত্যেৰ জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত হয়, যখন পবিত্ৰ আত্মা তাৰ কাছে ঈশ্বৰেৰ গভীৰ বিষয়গুলি প্ৰকাশ কৰেন এবং সেগুলিকে তাৰ জীৱনেৰ একটা অংশ কৰে দেন । ১ কৰিন্থীয় ২ : ৯-১২ পদ পঢ়ুন ও সে সংগে যোহন ৬ : ৪৫ ; ১৬ : ১৩-১৫ পদগুলিও দেখুন ।

আবাৰ আপনি শুনতে পাবেন শিক্ষা দেয়া হছে যে আপনি যদি আপনাৰ কাজ কৰ্মে সবল হন তাহলে আপনাৰ পৰিচৰ্যা গ্ৰহণ কৰা হৰে । এটা শুনতে ভাল শুনায, কিন্তু এটা ভুল পথে পৰিচালিত কৰে । সবলতাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু তা কখনও অজ্ঞতাকে ক্ষমা কৰেনা ।" মিঃ সেভাব্যাস বললেন, "মিঃ এণ্ডাবসন, আমি আপনাকে বুঝাতে চাই । আমি যে সবলভাৱে ববিবাৰ পালন কৰে আসছি তা কি ঈশ্বৰ গ্ৰহণ কৰেছন না ? আমি নিশ্চিতকাবে একজন খ্ৰীষ্টিয়ান হবাৰ চেষ্টা কৰে আসছি ।" "হ্যা, ভাই আপনি নিঃসন্দেহে ঈশ্বৰেৰ ভালবাসা উপভোগ কৰেছন, কাৰণ আপনি যা সত্য বলে জানতেন তাৰ সবই আনন্দেৰ সংগে সম্পাদন কৰেছন । কিন্তু ধৰুন আপনি চতুৰ্থ আঞ্জাৰ সত্যকে জানতে পাবলেন এবং তাৰপৰ তা পালন কৰতে ব্যৰ্থ হলেন, তখন তা বিবেচনাৰ বিষয় । যীশু তাৰ সময়েৰ লোকদেবকে বলেছিলেন "আমি যদি না আসিতাম, ও তাহাদেৰ কাছে কথা না বলিতাম, তবে তাহাদেৰ পাপ হইত না; কিন্তু এখন তাহাদেৰ পাপ ঢাকিবাৰ উপায় নাই" । যোহন ১৫ : ২২ । পৌল সেই একই আদৰ্শেৰ উল্লেখ কৰলেন যখন তিনি বললেন, "ঈশ্বৰ সেই অজ্ঞানতাৰ কাল উপেক্ষা কৰিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সৰ্বস্থানেৰ সকল মনুষ্যকে মন পৰিবৰ্ত্তন কৰিতে আঞ্জা দিতেছেন ।" প্ৰেবিত ১৭ : ৩০ । যখন আৰও ভাল পদ্ধতি প্ৰকাশ হযে পড়ে তখন আৰ সবলভাৱে মন্দ কাজ কৰা সম্ভৱ হযনা । সবলতা তখন মানুষকে তাৰ গতিপথ পৰিবৰ্ত্তনে বাধ্য কৰে ।" হ্যাবল্ড ইউলসন তাৰ নবলক অভিজ্ঞতায় গভীৰ আগ্ৰহে আগ্ৰহী হযে এবং জানবাৰ ইচ্ছা নিয়ে আৰ একটা প্ৰশ্ন কৰল । "মিঃ এণ্ডাবসন, একজন পুৰোহিত আমাকে বলেছেন যে সপ্তমদিন পালন কৰাৰ ব্যাপাৰটি ঠিক আছে, কিন্তু প্ৰশ্ন হল কোন দিন থেকে আমবা শুনতে শুক কৰব ? তিনি বলেছেন যে তিনি সপ্তমদিন পালন কৰেন, কিন্তু তিনি সোমবাৰ থেকে সপ্তাৰ দিন গণনা শুক কৰেন । আপনি এটাকে

কি মনে করবেন ?" মিঃ সেভাব্যাস বললেন, "আমিও সেই একই বকম শিক্ষা পেয়েছি। আমি এই মধ্য আংশিকভাবে প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছি, কিন্তু এটাকে আর একটু তুলিয়ে দেখা যাক। যাত্রাপুস্তক ১৬ অধ্যায়ের মধ্যে সেই মান্নার কাহিনী দেখা যাক। ঈশ্বর বললেন যে তিনি লোকদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে তারা তাঁর আইন কানুন মেনে চলে কিনা। পবিত্রনাট্য ছিল এককম যে লোকেবা প্রথম দিন থেকে ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন তাদের খাবার কুড়াতে। প্রথম পাঁচ দিনের প্রতিদিন তাদের দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেককে কুড়াতে হবে যেন পনের দিনের সকালবেলাব জন্য কিছুই অবশিষ্ট না থাকে। কিন্তু ষষ্ঠ দিনে তাদেরকে দুদিনের খাবার কুড়াতে হত যেন একভাগ সপ্তম দিনের ব্যবহারের জন্য বেখে দেয়া যায় কারণ সপ্তম দিনে কোন মান্না পড়ত না। এটা ছিল সদাপ্রভুর ব্যবস্থা। এখন দিন গণনা করার ব্যাপারটা মানুষের পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করত। ঈশ্বর নিজেরই গণনার কাজটি করতেন। কেউ যদি ইচ্ছা করে বা অন্য কোন কারণে এর পরিবর্তন করতে চেষ্টা করত এবং ঈশ্বরের এই নিয়ম মেনে না নিত তাহলে তার ফল হত কেবল বিভ্রান্তি ও লোকসান। এছাড়া তাকে ঈশ্বরের তিরস্কারও শুনতে হত। দেখা গেল কিছু লোক খাবারটা পনের দিন সকালবেলাব জন্য বেখে দিয়ে নিয়মের কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে পোকা ধবল ও দুর্গন্ধ হল। ২০ পদ। আর কিছু লোক সপ্তম দিনে মান্না কুড়াতে গেল। সম্ভবতঃ তারা ষষ্ঠ দিনে দ্বিগুণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু ঐ দিন কিছুই পাওয়া গেলনা। ২৭ পদ। গণনার পদ্ধতি পরিবর্তন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

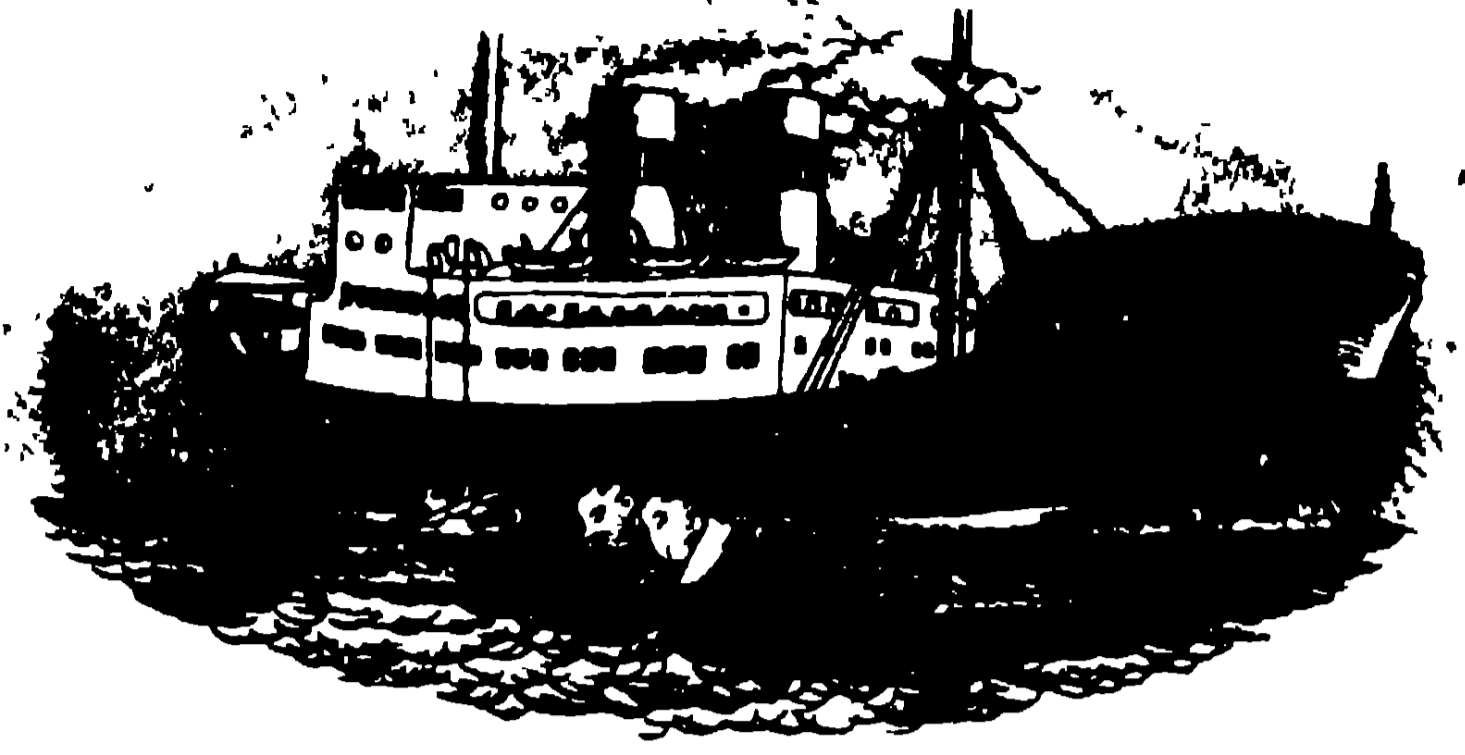
এবার লক্ষ্য করুন তাদের এই অসতর্ক অবাধ্যতার ফলে কি উত্তর এসেছিল "তোমরা আমার আজ্ঞা ও ব্যবস্থা পালন করিতে কত কাল অসম্মত থাকিবে ?" ২৮ পদ। আনুগত্যের পরীক্ষা হল সঠিক গণনার ব্যাপারে। বিশ্রামবাবকে প্রধান লক্ষ্য হিসাবে বেখে ঈশ্বরের মত গণনা করার ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করা হল। আপনাদের জানাব জন্য একটা মজার ব্যাপার হল এই যে প্রাচীনকালে হিব্রু জাতির লোকেবা এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে সপ্তার প্রত্যেকটি দিনকে বিশ্রামবাবের সংগে সম্পর্কযুক্ত করত। তারা বিশ্রামবাবের প্রথম দিন, "বিশ্রামবাবের দ্বিতীয় দিন ইত্যাদি বলে সপ্তার সবগুলি দিনেই নামকরণ করেছিল। বিশ্রামবাব দিনটিকে প্রতিদিনই গণনা করা হত। কখনও ভুলে যাবেন না যে প্রতি সপ্তায় তিনটি আশ্চর্য্য কাজের দ্বারা ঈশ্বর সপ্তার সঠিক ও নির্দিষ্ট সপ্তম দিন দেখিয়ে দিতেন : প্রথমতঃ ষষ্ঠ দিনে দ্বিগুণ পরিমাণ মান্না দিয়ে; দ্বিতীয়তঃ সপ্তম দিনে এটা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ বেখে এবং তৃতীয়তঃ সপ্তম দিনের অতিবিক্ত অংশ পচন থেকে বন্ধা করে।"

মিঃ সেভাব্যাস বললেন, "ই্যা মিঃ এণ্ডারসন, ওটাই মনে হয় গণনার ব্যাপারটার একটা নিশ্চিত মীমাংসা করে দেয়। কিন্তু আমার কাছে এটা এখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয় যে একটা সম্পূর্ণ দিনের প্রয়োজন হবে কেন।" "একটা ছোট উদাহরণ দিলে,

আমাব মনে হয়, এটা পৰিস্কাৰ হয়ে যাবে। আমি আপনাব সামনে যদি সাতটা গ্লাস সাজিয়ে বাখি যাব ছয়টা গ্লাসে থাকবে পানি আৰু একটা গ্লাসে থাকবে দুস্প্ৰাপ্য সুস্বাদু ফলেৰ বস। আমি আপনাকে বলব যে আপনি যদি সপ্তম গ্লাসটি থেকে পান কবেন তাহলে অতি সুস্বাদু পানীয় পান কবতে পাববেন, আৰু আপনি সেটাই পান কবতে চান। একটা গ্লাসেৰ মধ্যেই সেই পানীয় ব্যোছে আৰু সেই একমাত্র গ্লাসটি হল সপ্তম গ্লাস। এখন আপনি আপনাব আকাংক্ষিত জিনিষটি পাবাব জন্য নিশ্চয়ই আমাব গণনা অনুসারে কাজ কববেন। ব্যাপাবটিকে আমি এভাবেও ঘূৰিয়ে বলতে পাৰি যে সুস্বাদু ফলেৰ বসেৰ আনন্দ গ্লাসেৰ ক্ৰমিক সংখ্যাব উপৰ নিৰ্ভৰশীল। বিশ্ৰামবাবেৰ ব্যাপাবটিও ঠিক সেই বকম। ঈশ্বৰ বিশ্ৰামবাবেৰে আশীৰ্বাদযুক্ত কৰেছেন, তিনি তাঁৰ উপস্থিতি ব্যোখেছেন এ নিৰ্দিষ্ট দিনেৰ মধ্যে, অন্য কোন দিনে নয। আমাব অনুৰ যেভাবে তাঁকে জানতে চায় আমি যদি তাঁকে সেভারে পেতে চাই তাহলে আমাকে, তিনি যেমন গুনেছিলেন তেমনিভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম দিন গুণতে হবে। আৰু যখন আমি তা কবব তখন তাঁকে খুঁজে পাওযাব, তাঁকে জানবাব ও তাঁৰ মধ্যে বিশ্ৰাম পাবাব প্রকৃত আনন্দ লাভ কবতে পাবব। বিশ্ৰামবাবে আমি তাঁৰ সংগে থাকি বলেই আমি বিশ্ৰাম লাভ কৰি। সূত্ৰাং একজন খাঁটি ও বুদ্ধিমান বিশ্ৰামবাব পালনকাৰী তাঁৰ কাজে যে আনন্দ লাভ কৰে তা এমনকি একজন নিষ্ঠাবান বিবাব পালনকাৰীও কোন সময় উপভোগ কবনো।”

মিঃ সেভাব্যাপ্স বলে উঠলেন, “আমি বুঝতে পাৰছি মিঃ এণ্ডাবসন, আমি বুঝতে পাৰছি, আজই আমি ঈশ্বৰেৰ দেয়া বিশ্ৰামবাবেৰ বৃহত্তৰ সেবায় আপনাব সংগে যোগ দিছি। আপনি কি আমাব জন্য প্রার্থনা কববেন? আমাব ব্যবসা বাণিজ্যেৰ ব্যবস্থা কবাব জন্য আমাব বিশেষ সাহায্যেৰ দবকাৰ।” “মিঃ সেভাব্যাপ্স বললেন, “আপনি যা ভাবছেন তাৰ চেয়ে অনেক বেশী কিছু আমাব মনেৰ মধ্যে আছে। আজ একটা সাংঘাতিক দৃঢ় বিশ্বাসেৰ দিন। আমাব ব্যবসায়ী জীৱনেৰ সব দিনগুলি এমনভাবে পৰিচালিত হয়েছ যাকে হয়ত পৃথিবীৰ লোকেবা ন্যায্য মনে কৰেছে; কিন্তু আজ এই বিকেল বেলায় কে যেন আমাকে বলেছে যে আমি যদি পবিত্ৰ হতে চাই এবং যিনি পবিত্ৰ তাকে জানতে চাই, আৰু তাৰ পবিত্ৰ দিনে তাৰ সান্নিধ্য উপভোগ কবতে চাই তাহলে আমাব বিগত দিনেৰ কিছু কিছু পদক্ষেপ সংশোধন কবতে হবে। বিভিন্ন মানদণ্ডেৰ প্রতি আমাব আনুগত্যেৰ পদ্ধতি বদলাতে হবে, আমাকে আমাব পৃষ্ঠপোষক ও ব্যবসায়ী সহযোগীদেৰ কাছে গিয়ে সব কিছু স্বীকাৰ কবতে হবে। হ্যাঁ, আৰু কিছু কবতে হবে, আমাকে অনেকগুলি ডলাৰ তাৰ প্রকৃত মালিককে ফেবত দিতে হবে। আপনাব কি বিশ্বাস হয় যে ঈশ্বৰ আমাকে ক্ৰুশ বহন কবতে শক্তি দেবেন? ঠিক এই সময় কাণ্ডেৰ মান কামৰাব মধ্যে প্রবেশ কৰলেন।





দ্বাদশ অধ্যায়

বিশ্রামবারের শিক্ষা

এক জন জলে ডোবা লোককে উদ্ধার করল

বৈঠকখানায় মিঃ এণ্ডারসনের শাস্ত্র আলোচনার শেষে ডাঃ স্পল্ডিং মিঃ গ্রেগরীকে সংগে নিয়ে ডেকেব উপবে কোন একটা নিবিবিলি স্থান খুঁজতে ছিলেন যেন যা কিছু বলা হলো ও দেখানো হলো তা নিয়ে আলোচনা করা যায়। তাবা উভয়ে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, যদিও মিঃ গ্রেগরী যা শুনছিলেন তাব অনেক কিছুব সত্যকে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এভাবে তাবা একসঙ্গে কথা বলাব সময় কাপ্তেন মান সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ডাঃ স্পল্ডিং তাকে ডাক দিয়ে বললেনঃ “কাপ্তেন আপনাব একটু খানি সময় নষ্ট করে আমি শুধু একটা আবেদন রাখতে চাই। বিশ্রামবার সম্পর্কে এই আলোচনাটা আব বাড়িয়ে না তুলে যাতে এখানেই বন্ধ করা যায় সেজন্য কি আমরা কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারিনা? এতে খুব ভাল ফল হচ্ছে না, কারণ এতে একটা খাবাপ তর্কবিতর্কের মনোভাব জাগিয়ে তুলছে; এবং আগে হোক পবে হোক এটা জাহাজেব কিছু ভাল খ্রীষ্টিয়ানদের চিন্তাধারাকে অস্থির করে তুলতে পারে। দাগ দেয়া বাইবেলেব ঐ যুবকটি এবই মধ্যে সম্পূর্ণ বিপথে গিয়েছে, এবং আমি লক্ষ্য করছি যে সে অন্যদের উপবেও প্রভাব বিস্তার করেছে। কাপ্তেন, আমি একটা জিনিষকে খুব বেশী ভয় করি আব তা হলো ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করা।” “ডাঃ স্পল্ডিং আপনি জানেন যে আপনাদের যে বকম খুশী সেবকম পবিকল্পনা করার স্বাধীনতা আছে। জাহাজে আপনারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি আপনাকে বলছি যে, যে যুবকের সম্বন্ধে আপনি কথা বলছেন সেই হ্যাবল্ড উইলসন আমরা সান ফ্রান্সিসকো ছেডে আসবাব পব থেকে এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন চমৎকার একজন খ্রীষ্টিয়ান, এত বিশ্বস্ত ও যোগ্য সহকর্মী হয়ে পড়েছে যে আমি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। আমি জননতম যে সে ছিল একজন লম্পট, মাতাল, মিথ্যাবাদী, জুয়াড়ী, চোর ও অপরাধী, আব সেই অবস্থা থেকে আপনি দেখতে পাবেন এখন সে হয়েছে একজন স্থির মস্তিষ্ক, প্রার্থনাশীল, পবিত্রমী ও সৎ যুবক, এটা নিশ্চয়ই একটা ভাল গাছের ফল। আব আমিও স্বীকার



কবছি যে আমি নিজে এৰ স্বাদ নিয়ে উপকৃত হয়েছি। আমাকে এফুনি যোতে হবে, কিন্তু আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে এটা আপনার ভয় পাবার মত কিছু নেই। এটা ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করার মত কিছু নয়। এৰ মধ্যে অনেক আবেগপূর্ণ আগ্রহ আছে কিন্তু তা বাইবেলের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীবন ধারণের জন্য যাবা ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করে তাবা বেশী বিপথগামী হয় না। আর হ্যাবল্ড উইলসন সেবকম ভাবেই জীবন যাপন কবছে।”

কাপ্তেন দ্রুত এগিয়ে গেলেন এবং বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ কবলেন। ভিতরে ঢুকেই যে দৃশ্যটি তাব চোখে পড়ল তা কখনও ভুলবার নয়। মিঃ সেভাব্যাস টেবিলের উপরে মাথা নীচু কবে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। তাব সেখানে প্রবেশ কববার সময় হ্যাবল্ড উইলসন তাব বাইবেল হাতে নিয়ে তাব বহু ব্যবসায়ীর কাঁধের উপর বেখে চতুর্থ আঙ্গুর সত্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার নিশ্চয়তা ও তাব অদভূত আশীর্বাদ যে তাব উপর নেমে এসেছিল সেই সাক্ষ্য দিচ্ছিল। কাপ্তেন মান যখন দেখলেন যে হ্যাবল্ডের মধ্যে এমন একটা মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল যা ছিল প্রকৃত আত্মজায়েব ও দৃষ্টি মানুষকে সাহায্য কবার মনোভাব, তখন তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন, এবং তাব চোখ জলে পূর্ণ হয়ে গেল। দীর্ঘদিন সমুদ্রে কর্মবত দৃঢ়চেতা এই অভিজ্ঞ বৃদ্ধের এককম কোমল অনুভূতি প্রকাশ অদভূত লাগলেও তা সত্যই সুন্দর ছিল।

তাব মুখ দিয়ে একটি কথাও বাব হলোনা। তিনি ধীর পদক্ষেপে মিঃ এণ্ডারসনের কাছে গিয়ে শক্ত হাতে তাব সংগে করমর্দন কবলেন। তাব ঠোঁট কাঁপতে ছিল তিনি তাডাতাডি তাব কর্মস্থলে চলে গেলেন। এ সময় খাবার ঘবে যে অল্প ক'জন লোক ছিল তাবা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে চমকে উঠল, আর প্রায় সংগে সংগে জাহাজের এক প্রান্ত থেকে অপব প্রান্ত পর্যন্ত এই চিৎকার শোনা গেল যে একজন স্ত্রীলোক সমুদ্রে পড়ে গেছে। সকলেই বলতে লাগল “কে পড়েছে?” “কে পড়েছে?” কিন্তু কে পড়েছে তাব কিছুই বুঝা গেলনা। দুজন ধর্মযাজক ডাঃ স্পলডিং ও মিঃ গ্রেগরী জাহাজের পিছন দিকে দৌড়ে গেলেন। লোহাব বেডাব কাছে ঠিক সময়মত পৌঁছে গিয়ে দেখলেন যে হ্যাবল্ড উইলসন প্রধান বৈঠকখানা থেকে বেবিযে এসে তাডাতাডি তাব বাইবেল খানা বেখে দিল ও তাব কোট খুলে ফেলে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

“ওহু কি নিবুদ্ধিতা, কি নিবুদ্ধিতা” ডাঃ স্পলডিং বলে উঠলেন। “এব অর্থ একজনের পবিবর্তে দুজনের জীবন দেয়া। এই জাহাজের পিছনে কোন জীবন্ত মানুষ নিজেকে ঠিক বাখতে পাবেনা।” মিঃ গ্রেগরী উত্তর দিলেন, “কিন্তু ঈশ্বর তাকে সাহায্য কববেন।” আর সত্যই ঈশ্বর সাহায্য কবলেন। হ্যাবল্ডের সাহসিক কাজটা ছিল একটা বিশ্বাসের কাজ। যখন সে সমুদ্রের উত্তাল জলের সংগে সংগ্রাম কবছিল তখন সাহায্য ও উদ্ধার পাবার জন্য তাব চিন্তা উর্দ্ধ ঈশ্বরের কাছে উঠ গেল ও অনুগ্রহেব সংগে তাব প্রার্থনার উত্তর নেমে এল। কয়েক ফুট দূরে জলবাশি চক্রাকারে ঘুবতে

ছিল, আৰু সেখানে এক মুহূৰ্ত্তৰ জন্য জলেৰ উপৰে সে একখানা হাত দেখতে পেল। সে তাৰ সৰ্বশক্তি নিয়ে সেই দিকে ছুটে গেল। ডুবন্ত স্ত্রীলোকটিৰ পোষাক তখন সে তাৰ হাতেৰে মাথো পেয়ে গেল। সে দ্রুত এবং সুনিপুণভাৱে তাৰ মানবিক সম্পদেৰ ব্যৱহাৰ কৰে জাহাজেৰ দিকে বওনা কৰল। ডাঃ স্পলডিং চিৎকাৰ কৰে বলে উঠলেন “ধন্য ঈশ্বৰ”। যাত্ৰীবা আনন্দে কেঁদে ফেলল। ইতিমধ্যে কাপ্তেন তাৰ জাহাজকে পিছন দিকে চালাবাব হুকুম দিলেন আৰু সেই বিৰাট ‘পেসিফিক ক্ৰিপাব’ এক স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা জীৱনতৰী নামিয়ে দেয়া হলো এবং হ্যাৰল্ড ও সেই অস্ত্ৰাণ স্ত্রীলোকটিকে নিৰাপদে তুলে ডেকেৰ উপৰে নিয়ে আসা হলো। মিঃ গ্ৰেগৰী ভীৰ ঠেলে সামনে চলে গেলেন যেন একবাৰ এই সাহসী যুৱকেৰ হাতে হাত মিলাতে পাবেন এবং যেন সম্ভাৱ্য যেকোন সাহায্য দিতে পাবেন। কিন্তু সেই মাত্ৰ তিনি হ্যাৰল্ডেৰ হাত ধৰাত গেলেন তখনই সেই উদ্ধাৰ কৰা ও আংশিকভাৱে কাঁচিয়ে তোলা স্ত্রীলোকটিৰ মুখেৰ দিকে তাৰ দৃষ্টি গেল। মিঃ গ্ৰেগৰীৰ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাৰ শৰীৰেৰ শক্তি চলে গেল এবং তিনি ধপাস কৰে ডেকেৰ উপৰে পড়ে গেলেন। স্ত্রীলোকটি তাৰই স্ত্ৰী। পাৰেৰ দিন তাৰ কামবায় শুয়ে থাকা অবস্থায় মিসেস গ্ৰেগৰী বললেন, “মিঃ উইলসন, আমি আপনাকে কেন আজ ডেকে এনেছি তা আমাকে বলতে হবে। আমাৰ স্বামী এখানে আছেন। তাৰও জানা দৰকাৰ।”

“গতকাল আমি বৈঠকখানাৰ উপাসনায় উপস্থিত ছিলাম এবং বিশ্ৰামবাৰেৰ প্ৰশ্ন নিয়ে মিঃ এণ্ডাৰসনেৰ আলোচনা শুনেছি। আমাৰ এখন একথা বলতে লজ্জা লাগছে যে ওখানে যে কথা বলা হয়েছিল তাৰ বেশ কিছুতে আমি আসলেই বেগে গিয়েছিলাম। আমি ওগুলি শুনাতে চাই নি এবং আমি চাই নি যে অন্যথা তা শুনুক। আৰু আমি আপনাকে দোষ দিয়েছিলাম। একজন আমাকে বলেছিলেন যে মিঃ এণ্ডাৰসনেৰ সংগে আপনাৰ সম্পৰ্ক আছে বলেই ঐ উপাসনা সম্ভৱ হয়েছিল। সব শেষে আমি যখন আপনাকে “আমেন” বলতে শুনলাম তখন আমি মনে মনে বলেছিলাম “আমি কামনা কৰিছিয়েন ঐ ভুঁইফোড় যুৱক সমুদ্রে পড়ে যায় আৰু এভাবে আমাৰ বিশ্ৰামবাৰ সম্পৰ্কে অধিক আলোচনা থেকে বক্ষা পাই।” “সভাৰ পৰে আমি আমাৰ কামবায় এসে সব ব্যাপাৰটা ভুলে যেতে চেষ্টা কৰেছি, কিন্তু পাবিনি, তাই কিছুক্ষণ পৰে আৰাৰ ফিৰে আসি। এসে যখন দেখলাম যে আপনি তখনও সেখানে আছেন, তখন আমি অত্যন্ত ক্ৰুদ্ধ হয়েছিলাম। আমি যখন বৈঠকখানাৰ দৰজাৰ কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমাৰ অনুভূতি এমন ভাৱে আমাকে পেয়ে বসল যে আমাৰ মাথা ঘূৰতে লাগল (আমি যখন বেশী আবেগপ্ৰবণ হয়ে পড়ি তখন এককম মস্তমুষ্কেৰ মত হয়ে পড়ি) এবং তাৰপৰ কি ঘটেছিল তা আৰু আমি স্মৰণ কৰতে পাবিনা। শেষে ডেকেৰ উপৰে বসে আমি জ্ঞান ফিৰে পাই এবং জানতে পাৰি যে আমাকে সমুদ্রেৰ কৰব থেকে উদ্ধাৰ কৰা হয়েছে। আৰু আপনি যাকে আমি অভিশাপ দিয়েছিলাম তাকেই ঈশ্বৰ আমাৰ উদ্ধাৰকাৰী হিসাবে মনোনীত কৰেছেন। মিঃ উইলসন আমি আপনাৰ কাছে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিছ। আমি

নিশ্চিত যে আপনি আমাকে ক্ষমা কবেন। কিন্তু আমি আপনার কাছে আরও বেশি কিছু চাইছি। আমি আপনাকে অনুবোধ করছি আপনি আপনার বাইবেল খানা নিয়ে আসুন এবং যে সত্যকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে চেষ্টা করেছি সে সম্পর্কে আমার কাছে আরও কিছু বলুন।”

হ্যাবল্ড বিনীতভাবে তার অঙ্গভাব কথা স্বীকার করলেন এবং তাকে মিঃ এণ্ডারসনের কাছ থেকে শিক্ষাগৃহণ করার পদার্থ দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি মনে করেন যে তিনি এখানে আসতে বাজী করেন?” হ্যাবল্ড উত্তর দিল “হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত যে তিনি আসবেন।” একথা বলে সে তার বন্ধুকে নিয়ে আসতে গেল। মিসেস হেগবী তখন বললেন, “মিঃ এণ্ডারসন, আমি আজ গভীরভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। আমার স্বামী ও আমি চাই যেন আপনি আমাদের কাছে আরও কিছু কথা বলেন। গতকালকের সাংঘাতিক ঘটনাটি ঈশ্বর থেকেই হয়েছে যেন আমরা সংশোধিত হই ও নির্ভ্রঙ্কাল শিক্ষা গ্রহণে ইস্কুক হই। এখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে কেন আপনি সপ্তম দিনের বিশ্রামের পালনের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন? ঈশ্বরই কি আপনাকে দিয়ে একাজ করিয়েছেন? আর কেনই বা এত লোক বিশেষ ভাবে ধর্মযাজকরা আপনার কথা না শুনবার জন্য স্থির সংকল্প হয়ে বাস আছে?”

“বোন, আপনার প্রশ্নগুলি বেশ বড় প্রশ্ন এবং বাস্তবিকই এগুলির জন্য আরও বেশী পরামর্শনা করা দরকার, কিন্তু জানিনা আমাদের সেবকম অবস্থা আছে কিনা। তবে প্রশ্নগুলি খুবই সংগত এবং আমি আনন্দিত যে শব্দই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। প্রথমে আমি এই ঘটনার দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই যে বিবাহের সংগে বিশ্রামেরও আর একটি মহান আশীর্বাদ যা এদন বাগানের বাড়ি থেকে আমাদের কাছে নেমে এসেছে। বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পবিত্র সম্পর্ক বক্ষা করা। চতুর্থ আজ্ঞাটি হেলায় হেলায় পাঠ করলেও বিশ্রামের মহান উদ্দেশ্য স্পষ্ট দেখা যাবে। “তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও”..... কেননা সদাপ্রভু ছয় দিনে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণ করিলেন। যাত্রাপুস্তক ২০ : ৮-১১। মানুষেরা যাতে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী নির্মাণের কাজটিকে মনে রাখতে পারে তার সাহায্যের জন্যই বিশ্রামের। এটা আমাদেরকে আহ্বান জানায় যেন আমরা সৃষ্টিকর্তার বাধ্য থাকি এবং এই পবিত্রতা কাজে বিজয়ী হবার জন্য তিনি বংশ পরম্পরায় আমাদেরকে প্রয়োজনীয় শক্তি যুগিয়ে দেন। বিশ্রামেরকে খাটিভাবে পালন করার অর্থ হলো অবিবাম ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা, এর ফলে এটা সব সময় মানুষকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রাখে। যাত্রাপুস্তক ৩১ : ১৭ পদে খুব সুন্দর ভাষায় লেখা আছে “আমাব ও ইস্রায়েল সন্তানগণের মধ্যে ইহা চিহ্নস্থায়ী চিহ্ন”। আর যিহিস্কেল আমাদের কাছে বলেন, “আব আমিই যে তাহাদের পবিত্রকরী সদাপ্রভু, ইহা জানাইবার জন্য আমাব ও তাহাদের মধ্যে চিহ্ন স্বরূপে আমাব বিশ্রামদিন সকলও তাহাদিগকে দিলাম।” যিহিস্কেল ২০ : ১২, ২০। এর যুক্তি হলো এই যে, ঈশ্বর বা খ্রীষ্ট

নিজেকে অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতিকে এই দিনটির মধ্যে এবং একে গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্রামবার পালনকারীর হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করেন। এভাবে প্রত্যেকটি বিশ্রামবার হলো ঈশ্বর ও ইস্রায়েলের মধ্যকার চিরস্থায়ী চিহ্ন। এর দ্বারা কেবল অব্রাহামের মাংসিক বংশধর যিহুদীদেরকেই বুঝায় না কারণ তাবা অল্পদিনের মধ্যেই খাঁটি বিশ্রামবার পালন ছেড়ে দিয়েছিল, তাই তাবা বিশ্রামবারকে আশীর্বাদ হিসাবে জানতে পারেনি। “ইস্রায়েল” কথাটি দ্বারা যিহুদীদের চাইতেও বেশী কিছু বুঝায়। এটি এমন একটি নাম যা শেষকাল পর্য্যন্ত সব যুগের খাঁটি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে। সব খ্রীষ্টিয়ানবাই আত্মিক ইস্রায়েল। রোমীয় ২ : ২৮, ২৯ ; যোহন ১ : ৪৭ ; গালাতীয় ৩ : ২৯ পদ দেখুন। সুতরাং যাবা ধার্মিকতার পথে বক্ষিত থাকবে তাবা সকলেই বিশ্রামবার পালন করবে, এবং তাবা এটাকে তাঁর পবিত্রাণকারী ক্ষমতার একটা চিহ্ন বা স্মৃতি চিহ্নরূপে দেখতে পারে। আপনাবা দেখতে পারেন সৃষ্টি করা ও পবিত্রাণ করা একই কাজ, উভয় বিশ্রামবারের স্মৃতি স্মরণ করে।”

মিসেস গ্রেগরী বললেন, “হ্যাঁ, আমি তা বুঝতে পারি, এটা অত্যন্ত সুন্দর জিনিষ।” “এই চিন্তাটা মনে রাখলে এটা বুঝতে কষ্ট হবে না যে, প্রভু সব সময় কেন বিশ্রামবারের সত্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আপনাদের স্মরণে আছে যে মিশর দেশে ইস্রায়েলদের কাছে ঈশ্বর এই পবীক্ষাই নিয়ে এসেছিলেন। (যাত্রাপুস্তক ৫ : ৫ পদ) ; সীনয় পর্বতে পৌঁছবার ত্রিংশ দিন আগে এই পবীক্ষাই তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ১৬ অধ্যায়) ; আর সীনয় পর্বতে বসেই তাদের কাছে চতুর্থ আজ্ঞা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। নহিমিয ৯ : ১৪ পদ। সব আজ্ঞাই যে গুরুত্বপূর্ণ তা বলাব প্রয়োজন হয় না, কিন্তু লেখা আছে যে কেবল বিশ্রামবার পালনের বিষয়টি তিনি তাদের সকলকে জানিয়ে দিলেন। বিশ্রামবার পালনের ব্যাপারটি অদভুত বকম অত্যাৱশ্যকীয়। যিশাইয় নবী যাকে সুসমাচারের নবী বলা হয় তার আকর্ষণীয় কথাগুলি শুনুন, “তুমি যদি বিশ্রামবার লংঘন হইতে আপন পা ফিবাও, যদি আমার পবিত্র দিনে নিজ অভিলাষের চেষ্টা না কর, যদি বিশ্রামবারকে আমোদ-দায়ক, ও সদাপ্রভুর পবিত্র দিনকে গৌবান্বিত বল .... তবে তুমি সদাপ্রভুতে আমোদিত হইবে, এবং আমি তোমাকে পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া আৱোহণ করাইব” যিশাইয় ৫৮ : ১৩, ১৪। নবী কেমন স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে বিশ্রামবার পালনের মধ্যেই সব আত্মিক ক্ষমতা ও উন্নতি লাভ করা যাবে। আমি বলেছি যে যিশাইয় হলেন সুসমাচারের নবী, আর সত্যিই তিনি তাই। এই যে কথাগুলি আমরা পড়লাম আমাদের সুসমাচারের সময়ে সংগে এর সম্পর্ক রয়েছে। যিশাইয় নবীর কথাব মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদেরকে আহ্বান করেছেন যেন আমরা বিশ্রামবার লংঘন থেকে পা ফিবাই যেন আমরা একে পদদলিত করা থেকে বিবত হই। যাবা এই আজ্ঞাপালনে বাধ্য হয় তাদের জীবনেই প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিজ্ঞা সফল হয়।”

মিঃ গ্রেগরী বললেন, মিঃ এণ্ডারসন, হ্যাবল্ড ইউলসনকে দেখে আমার ধারণা হয় যে সে একটা বড় আশীর্বাদ লাভ করেছে। “হ্যাঁ, এবং তা এই সত্যের মধ্য দিয়েই



হয়েছে। সে কেবলমাত্র একটি বিশ্রামবাব পালন কৰেছে, কিন্তু সে এৰ মধ্যই উল্লেখযোগ্য আশীৰ্বাদ লাভ কৰেছে। বন্ধুগণ, বাস্তবিকপক্ষে এটাই ছিল সেই জিনিষ যা বিশ্রামবাবৰ থেকে তাৰ হৃদয়ে প্ৰবেশ কৰেছিল আৰু এটাই গতকাল তাকে জাহাজেৰ কিনাৰে গিয়ে ৰূপ দিয়ে পডতে উৎসাহিত কৰেছিল। সে নিজেই আমাকে একথা বলেছে। তাৰ নিশ্চিত বিশ্বাস যে ঈশ্বৰ তাৰ বাধ্যতাৰ প্ৰতি সন্মান দেখিয়েছেন এবং সমুদ্রৰ মধ্য আপনাকে খুঁজে পাবাৰ জন্য সে যে প্ৰাৰ্থনা কৰেছিল, ঈশ্বৰ তাৰ উত্তৰ দিয়েছেন। সে আপনাব নাম দিয়েছে তাৰ “বিশ্রামবাবৰ উদ্ধাবপ্ৰাপ্ত মহিলা”। মিসেস গ্ৰেগবী উত্তৰ দিলেন, “আমি তাতে সন্দেহ কৰিনা, এক মুহূৰ্ত্তৰ জন্যও না; এবং সেজন্যই আমি আজ সত্যি সত্যি আমাৰ হৃদয়েৰ দুয়াৰ খুলে দিচ্ছি।” কিন্তু আমি আৰু একটু দূৰ এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই যে যিশাইয় তাৰ ছাপান্ন অধ্যায়েৰ মধ্য শেষকালেৰ বিজাতি সন্তানগণেৰ এক মহৎ ও উন্নত বিশ্রামবাবৰ ভবিষ্যদ্বাণী কৰেছেন। ১ থেকে ৮ পদ পৰ্য্যন্ত পাঠ কৰলে আপনি দেখতে পাবেন যে এটা বিশেষভাৱে একটা সুসমাচাৰেৰ বাণী এবং এখানে প্ৰতিজ্ঞা কৰা হৈছে যে যাবা ঈশ্বৰেৰ সংগে বিশ্রামবাবৰ চুক্তিতে আবদ্ধ হৰে তাদেবকে তিনি “পুত্ৰ কন্যা অপেক্ষা উত্তম স্থান ও নাম” দেবেন। তিনি তাদেবকে লোপহীন অনন্তকালস্থায়ী নাম দেবেন। এখানে অনন্ত জীৱনেৰ আভাস দেয়া হৈছে। সুতবাং কোন লোককে নিশ্চয়ই এই সময় বিশ্রামবাবৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰতে হৰে। কোন লোককে বিশেষ জোৰ দিয়ে ঈশ্বৰেৰ কথামত এৰ গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰতে হৰে। “আচ্ছা মিঃ এণ্ডাবসন, তহলে এমন কেন হয় যে অন্যান্য সম্প্ৰদায়েৰ ধৰ্মযাজকবা এই সহজ সবল স্পষ্ট কথাগুলি মানছে না? আমি এগুলি আগে কখনও না পডলেও এগুলি তো খুবই স্পষ্ট এবং ধৰ্মযাজকবা নিশ্চয়ই এগুলি পাঠ কৰেছেন।” মিঃ গ্ৰেগবী বললেন, “তাদেৰ মধ্য কিছু লোক যে কেন মনে নিচ্ছেনা তা আমি আপনাকে বলতে পাৰি। তাবা আমাৰ মত একটু অতিবিক্ৰম চিন্তা কৰে। তাবা যে ভুল কৰেছে এটা তাবা স্বীকাৰ কৰতে চায়না। যেসব ধৰ্মযাজকবা সত্যি সত্যি বিশ্রামবাবৰ সত্যকে জানে তাবা সকলেই যদি তাদেৰ বিশ্বাস স্বীকাৰ কৰে তাহলে বিৰোধিতা কৰবাৰ মত খুব কম লোকই অবশিষ্ট থাকবে। যা আমি সমৰ্থন কৰছি তা আমি ভাল কৰে জানি। তাদেৰ মধ্য অনেক লোক আছে যাৰা গোপনে আমাৰ কাছে স্বীকাৰ কৰেছেন যে বিশ্রামবাব পালনকাৰীবা সঠিক কাজ কৰেছেন।” “আমি আমাৰ স্বামীকে বলছি, আচ্ছা তুমি তো এসব কথা কখনো আমাৰ কাছে বলনি। তোমাৰ তো এ ব্যাপাৰে সৎ না হবাৰ কোন কাৰণ নেই।” মিঃ গ্ৰেগবী বললেন, “ওগো, ও কথাটা না বলাই ভাল। এটাকে বৰং অন্ধতা বলে মনে কৰাই ভাল, যা কিছু সময়েৰ জন্য মানুহকে তাদেৰ নিজেদেৰ মনোভাব বুঝতে বাধা দান কৰে।” মিঃ এণ্ডাবসন বললেন, “বন্ধুগণ, আমাকে ক্ষমা কৰন, আমি বিষয়টা কিন্তু শেষ কৰিনি, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আপনাবা উভয়ে ক্লান্ত। গতকালকেৰ অভিজ্ঞতাৰ মানসিক চাপ আপনাদেৰ দুৰ্বল কৰে দিয়েছে। তাই আপনাবা বৰং বিশ্রাম কৰন। সুতবাং আমি চলে যাচ্ছি। প্ৰভু আপনাব পূৰ্ণ শক্তি আপনাকে ফিৰিয়ে দিন।



## ত্রয়োদশ অধ্যায়

### যাত্রাপথে ঈশ্বরের সংগে সাক্ষাৎ

মিসেস গ্রেগরী'র কামবায় যখন তার স্বামী ছাড়া আর কেউই ছিলনা তখন তিনি তার স্বামীকে বললেন, “ওগো, তুমি এই বিশ্রামবাবের সত্য সম্পর্কে কি করতে যাচ্ছ?” ডাঃ স্পল্ডিং অল্প সময়ের জন্য প্রবেশের অনুবোধ জানিয়ে দবজায় টোকা মাবলেন। মিসেস গ্রেগরী বললেন, “মিঃ স্পল্ডিং আপনি এসে পড়ায় আমি খুব খুশী হয়েছি কারণ আমি ও আমার স্বামী একটা ব্যক্তিগত কর্তব্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আর আমি মনে কবি আপনার উপর আমাদের আস্থা আছে।” ডাঃ স্পল্ডিং একটু চিন্তিত হয়ে কামবাব মধ্যে চাবদিকে তাকিয়ে বুঝতে পাবলেন যে এই ব্যক্তিগত কর্তব্যের ব্যাপারটা এমন একটা বিষয় ছিল যা তিনি এই সময় এড়িয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। তার অসুবিধার কারণটা স্পষ্ট ছিল, কারণ তিনি দেখতে পেলেন যে হ্যাবল্ড উইলসনের বাইবেল খানা পাশেই পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ির সময় যুবক বাইবেল খানা সেখানেই ফেলে গিয়েছিল। মিসেস গ্রেগরী বললেন, “আপনি হ্যাত বেশীক্ষণ আমাদের সংগে থাকতে পাবেন না, তাই আমি দেবী না করে আমার আসল কথাটি বলছি।” মিসেস গ্রেগরী তার কামবাব দেয়ালে সমুদ্র যাত্রার নীতিবাক্য হিসাবে শাস্ত্রের একটা কথা লিখে বেখেছিলেন। ডাঃ স্পল্ডিং এর দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ হলো। “ডাঃ স্পল্ডিং আপনি দেখতে পেয়েছেন যে আমাকে ও আমার স্বামীকে এক কঠিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। আপনি জানেন যে ঈশ্বর গতকাল আমাকে এক মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যাকায় ফেলে দিয়েছিলেন, আর আমি যখন সব অবস্থার কথা বিবেচনা করি তখন আমার গভীর বিশ্বাস হয় যে এর মধ্য দিয়ে প্রভু যীশু আমাকে শিখাতে চান যে আমি যেন নিজের ক্রুশ বহন করতে ইচ্ছুক হই। আমি ছোট বেলা থেকে সব সময় এরকম কিছু শুনে আসছি যে ববিবার খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্রামদিন নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি প্রভুর খাঁটি বিশ্রামবার পালনের ঘোর বিরোধী হয়ে আসছি। গতকাল প্রায় আমার জীবন দিয়ে সেই বিরোধিতার মূল্য দিতে হচ্ছিল, এবং একজন বিশ্রামবার পালনকারীর সাহসিকতাপূর্ণ কাজই কেবল আমাকে রক্ষা কবল। যাহোক আমি দেখতে চাই ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কি



কবতে চান এবং আমি তাই কবব। আমাব স্বামীও দেখছেন। তিনিও বিশ্বাস কবছেন যে গতকাল এবং অন্যান্য সময় যে সত্য আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে আমাদেরকে আত্মসমর্পণ কবতে আহ্বান জানাচ্ছে। এখানে আমি বাস্তবিকই আপনাকে একজন গোপন বিশ্বস্ত বন্ধু বলে ধবে নিচ্ছি। আমাব প্রশ্ন হলো এই যে, আপনি কি মনে কবেন না আমাদের বেবিং এসে প্রকাশ্যে বিশ্বাসবাবের পক্ষ সমর্থন কবা উচিত? আপনি খ্রীষ্টের পক্ষে একজন বাস্তবতাব কাজ কবছেন। আমি চাই আপনি আমাকে একটা খাটি পৰামর্শ দিন।” এই সবল স্ত্রীলোকটি জানাতেন না যে আগের দিন যখন তিনি সমুদ্রে পড়ে গিয়ে নিচেৰ দিকে তুলিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ডাঃ স্পল্ডিং তাব স্বামীকে বুঝাতে চেষ্টা কবছিলেন যে জাহাজের অধিকাংশ যাত্রীদের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসেৰ কাছে হ্যাবলড উইলসন ছিল একটা আতংকস্বকপ এবং মিঃ এণ্ডাবসন হলেন এমন একটা লোক যাকে ধৰ্মযাজক ও সাধাবণ লোকদের পৰিহাব কবে চলা উচিত। মিঃ গ্ৰেগবী এই লজ্জাজনক অবস্থাৰ বিষয় অনুমান কবতে পেবেছিলেন। তাই তিনি চেষ্টা কবতে লাগলেন কি কবে স্পল্ডিংকে এ অবস্থা থেকে মুক্ত কবা যায়। তিনি বললেন, “স্পল্ডিংকে, গতকাল এই দুঘটনাৰ সময় আমবা মিঃ উইলসন সম্পর্কে যেভাবে আলোচনা কবছিলাম তাতে তাব পক্ষে আমাব স্ত্রীব জীবন বক্ষা কবা একটা আশ্চৰ্য্য ব্যাপাব বলে আপনি মনে কবেন না? তাবপব লক্ষ্য ককন সে নিজেই বলেছে যে সম্প্রতি যে সত্য তাব কাছে প্রকাশিত হয়েছে সেটাই তাকে উদ্ধাব কাজেৰ জন্য সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়বাব জন্য উৎসাহ যুগিয়েছে। এটা কি আপনাব কাছে আশ্চৰ্য্যজনক বলে মনে হয়না?”

“হ্যা, গ্ৰেগবী, আমাব তাই মনে হয়। আমি স্বীকাৰ কবি যে আমি যা বলেছি তা নিন্দাব যোগ্য” মিসেস গ্ৰেগবী জিদ কবে বললেন, “ডাঃ স্পল্ডিং আপনাকে আমাব প্রশ্নেৰ উত্তব দিতে হবে। আপনি কি মনে কবেন না যে পৃথিবীতে আমাদের যা কিছু আছে তাব সবকিছু বিসর্জন দিতে হলে আমবা যখন বুঝতে পাবছি যে ঈশ্বব আমাদেরকে বিশ্বাসবাব পালন কবতে আহ্বান জানাচ্ছেন তখন আমাদের উভয়েৰ সেকাজ কবা উচিত?” “মিসেস গ্ৰেগবী আপনি আপনাব অজ্ঞাতসারেই আমাকে এক অত্যন্ত কঠিন অবস্থাৰ মধ্যে ফেলেছেন। আপনি হয়ত জানেন না যে আমি সপ্তদিনেৰ বিশ্বাসবাবেৰ ধাবণাব ঘোব বিবোধী এবং আমি এটাকে একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস বলে মনে কবে এসেছি। আমি ধবে নিয়েছি সমগ্র বিশ্বে সুসমাচার প্রচাবেৰ এই মূল্যবান সময়ে এটা একাজেৰ একটা বাধাস্বকপ হয়ে আছে। কিন্তু সম্পূর্ণ সবলভাবে বলতে গেলে আমি বলব যে প্রত্যেক মানুষেৰ সুযোগ আছে এবং এটা তাব কর্তব্যও বটে যে সে তাব বিবেকেৰ বাধ্য হয়ে চলে।” মিঃ গ্ৰেগবী প্রশ্ন কবলেন, “স্পল্ডিং, আপনি কি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস কবেন যে বিশ্বাসবাব সম্পর্কে আপনি যে ধাবণা পোষণ কবেন তা ঠিক? উদাহরণ স্বরূপ যদি ধবে নেয়া হয় যে ব্যবস্থাকে বিলোপ কবা হয়েছে এবং বিশ্বাসবাব আৰ পালন কবতে হবেনা, তখন এ চিন্তাব উপর ভিত্তি কবে আপনি কি আপনাব পৰিত্রাণ বিপন্ন

কবতে রাজী হবেন ? যীশু কি বাস্তবিকই দশ আঙ্গুর প্রতি সম্মান দেখিয়ে সেগুলি ব দাবী পূরণ কববার জন্য মৃত্যুবরণ কবেননি ? কালাভেবী কাহিনী কি এটাই প্রমাণ কবনা যে মানুষের হৃদয়ে লিখে দেয়া নূতন নিয়মের আইনই হলো পর্বতে ঘোষিত আইন ? ঈশ্বরের সাক্ষাতে বসে আপনি আমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিন । আসুন আমরা আমাদের বিবেকের কাছে সৎ থাকি ।” “মিঃ গ্রেগরী আমি বুঝতে পাবছি না আমি কি কবে আমার অবস্থা ব্যাখ্যা কবব । আমি যখন এই সমস্ত পদ পাঠ কবি, যেমন মথি ৫ : ১৭, ১৮; রোমীয় ৩ : ৩১; ৮ : ৩,৪; যাকোব ২ : ৮-১২; মথি ১৯ : ১৭ এবং এককম অন্যান্য শাস্ত্রাংশ, তখন ক্ষণিকের জন্য আমার মনে কিছুটা সন্দেহের উদ্ভব হয় । না, আমি সত্যি কবে বলতে পাবিনা যে আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস কবি ।”

মিঃ গ্রেগরী তখন বললেন, “তাহলে আর একটা প্রশ্ন, আমাদের কি যীশুর শিক্ষা ও আদর্শকে অপবিহার্য বলে গ্রহণ কবা উচিত নয় ?” “হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস কবি আমাদের তা কবা উচিত ।” ডাঃ স্পলডিং শিথিল হতে আবস্ত কবলেন এবং একটা মুক্ত চিন্তাব মনোভাব যা এতক্ষণ তিনি প্রায় অনিচ্ছাক্রমে পোষণ কবতে ছিলেন তা এখন তাব মধ্যে প্রভাব বিস্তার কবতে শুরু কবল । মিঃ গ্রেগরী বললেন, “আমিও সেই মত পোষণ কবি । অনেকদিন যাবত আমি মনে কবে আসছি যে আমি যদি আমার মনের গর্ব ত্যাগ কবি এবং স্বাধীনভাবে মুক্তিদাতার পবিকল্পনা অনুসরণ কবি তাহলে আমি একজন বিশ্রামবার পালনকারী হয়ে যাব । তিনি নিশ্চয়ই তাই ছিলেন যদিও একজন যিহুদী হিসাবে নয় । যীশু ছিলেন বিশ্বমানব এবং তাই তাঁব বিশ্রামবার পালনও ছিল বিশ্বজনীন গুরুত্বসম্পন্ন । তিনি আমার আদর্শ এবং আমি এই সিদ্ধান্ত এড়িয়ে যাবার কোনই পথ দেখছি না যে তিনি যেমন কবেছিলেন আমাকেও তাই কবতে হবে । ডাঃ স্পলডিং আপনি সংযুক্ত ছিলেন এবং সেখানে আপনি মণ্ডলীর ইতিহাস পড়াতেন । আপনি দয়া কবে আমাকে বলুন যে আপনাব এই পড়াশুনা কি আপনাকে দেখিয়ে দেয়নি যে খ্রীষ্টের সময়েব বহু শত বছর পবেও প্রেবিতবা ও মণ্ডলী সাধাবণভাবে চতুর্থ আঙ্গুর বিশ্রামবার পালন কবতেন ? এটা কি সত্য নয় যে প্রাচীনকালের পৌত্তলিকদের সূর্য্য উপাসনার অনুষ্ঠানাদি দ্বারা প্রাচীন মণ্ডলী প্রভাবিত হয়েছিল, এবং ধীরে ধীরে মণ্ডলী সেই সময়কার বীতি নীতিগুলি গ্রহণ করে নিয়েছিল, আর এই বীতি নীতিগুলিব একটা ছিল ববিবার পালন কবা ? সংক্ষেপে বলতে গেলে, মণ্ডলী কি জাগতিক পদমর্যাদা ও ক্ষমতা লাভেব জন্য নীতিহীন অবস্থায় পতিত হয়নি, এবং চতুর্থ শতাব্দীতে বিশ্রামবারেব পরিবর্তে ববিবারকে প্রতিষ্ঠিত করে আইনের দ্বারা তা স্বীকার করে নিতে সকলকে বাধ্য কবেরনি ?”

ডাঃ স্পলডিং উত্তর দিলেন, “গ্রেগরী, আপনি এবারে আসল বিবেকের প্রশ্ন চলে গেছেন এবং আমি আমার মনকে সবল কবছি । আমি এর আগে কখনও যা কোন মানুষের কাছে বলিনি তাই এখন আমি আপনাকে বলতে যাচ্ছি । আপনি এতক্ষণ যা বলেছেন এবং তার চেয়েও বেশী কিছু আছে যা সত্য । কোন সন্দেহ নেই যে একজন

স্বধর্মত্যাগী বালকই কেবল রবিবারকে বিশ্রামদিন বলতে পারে । এর প্রতি ঐশ্বরিক  
 অনুমোদনের কোন দাবী প্রমাণ করবার জন্য ফাদারদের কোন লেখার মধ্যে সামান্যতম  
 সাক্ষ্য প্রমাণও পাওয়া যাবে না । এ সব কিছু আমি জানি । কিন্তু ব্যাপারটা আমি অন্য  
 এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি । আমি শ্রদ্ধার সংগে বিবেচনা করে দেখেছি যে রবিবার  
 প্রভুর পুনরুত্থান দিন হওয়ায় সেই গৌববময় ঘটনার সাক্ষী হওয়ার জন্য উপাসনার  
 দ্বারা উপযুক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সেই দিনটি পালন করতে পারতাম । আমাকে  
 বলতেই হচ্ছে যে যদিও আমি মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম, তবুও আমার পক্ষে  
 পদ্ধতিগত কোন জোর দাবী উত্থাপন করা উচিত হবে না । ঈশ্বর নিশ্চয়ই কখনও এ  
 আদেশ দেননি । মিসেস গ্রেগরী বললেন, “ডাঃ স্পল্‌ডিং, তাহলে এবার বলুন তো,  
 কিভাবে দুনিয়াতে লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে সপ্তার পর সপ্তা আপনি এমন কিছু শিক্ষা  
 দিতে পারলেন যে সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নন । আপনি কি বাইবেলে বিশ্বাস  
 করেন না ?” “মিসেস গ্রেগরী, আমি আমার অন্তরের আবেগ কিছু কথা খুলে বলছি ।  
 আপনি এবার সম্পূর্ণ ব্যাপারটার আসল সমস্যাটা তুলে ধরেছেন । আমি বিশ্বাস করি  
 আমি ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে খেলা করছি । আমি বুঝতে পারছি যে আমার জীবনে এমন  
 কিছু এসেছে যা আমার পূর্বনোদিনের বিশ্বাসকে দুর্বল করে দিয়েছে । বাইবেল আর  
 আমার কাছে সত্যি সত্যি বিশ্বাসযোগ্য ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলে মনে হচ্ছে না । আমি এটাকে  
 এমনভাবে ব্যবহার করেছি যেন এটা ঈশ্বরের কাছ থেকে নয় কিন্তু মানুষের কাছ থেকে  
 এসেছে; আর সেই হিসেবে সত্যকে খুঁজবার জন্য নয় কিন্তু আমার মতের সমর্থন পাবার  
 জন্য আমি এর পক্ষে তর্ক করেছি ।” মিঃ গ্রেগরী বললেন, “আমিও কিছু পরিমাণে সেই  
 একই কাজ করেছি” । মিসেস গ্রেগরী বললেন, “আপনারা কি উভয়ে একই ধরণের  
 কথা বলতে থাকবেন ? আমার মনে হচ্ছে ঈশ্বর আজ এখানে খুব একাগ্রভাবে চেষ্টা  
 করেছেন যাতে আমাদের সকলের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে ।” ডাঃ স্পল্‌ডিং জিজ্ঞেস  
 করলেন, “মিসেস গ্রেগরী, তিনি কি চেষ্টা করেছেন যেন আমরা সকলে বিশ্রামবার  
 পালনকারী হয়ে যাই ?” “আমি তা বলিনি, কিন্তু হতে পারে যে কোন খাঁটি ও সম্পূর্ণ  
 পরিবর্তনের অর্থ তাই, ডাঃ স্পল্‌ডিং আপনি জানেন যে আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্যকে  
 একটা অনুপ্রাণিত প্রত্যাদেশ ও আমাদের জীবনের একমাত্র পথ প্রদর্শক হিসাবে গ্রহণ  
 করি তাহলে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা যে চতুর্থ আঞ্জা পালন করা আমাদের  
 অপরিহার্য নৈতিক দায়িত্ব । তাই না ?” উত্তর দেয়া হল, “নিশ্চয়ই, কারণ অন্য কোন  
 দিনকে ঐশ্বরিকভাবে আলাদা করার কোন আভাস কোথায়ও পাওয়া যায়না ।” “তাহলে  
 বাইবেলের বিবরণ অনুসারে বিশ্রামবার পালনকারী বাই ঠিক, তাই না ?” “হ্যাঁ, তাতে  
 কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু হায়, দুনিয়াব্যাপী খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী যে দিনটি পালন করেছে তা  
 থেকে ভিন্ন একটা দিন পালনের চিন্তা । আর এটাই হল সেই জিনিষ যা আমাকে আঘাত  
 দিয়েছে । কেন একটা লোক সত্যি সত্যি সমাজের হাসি ঠাট্টার বস্তু হয়ে পড়বে । আমি  
 নিজে শনিবারি লোকদেরকে খ্রীষ্টের হত্যাকারী ও ধর্মপাগলা লোক বলেছি ।” মিঃ  
 গ্রেগরী বললেন, “হ্যাঁ সত্যিই আপনি তাই বলেছেন, স্পল্‌ডিং । গতকাল যখন “একজন

স্ত্রীলোক জলে পড়ে গেছে" বলে লোকেটা চিৎকার কবছিল" তখন ঐ বকম ভাষাই আপনি ব্যবহার কবতে ছিলেন ।" মিসেস গ্রেগরী বললেন, "আমি এব আগে কখনও শুনি নি যে সুসমাচারেব পরিচর্যা কাবী বা যা তারা সঠিক বলে জানে তাব কাছে আত্মসমর্পণ কবতে তাবা এত অনিচ্ছুক হতে পারে । আপনি কি আমাকে বলতে চান যে পুলাপিটেব লোক আবও আছে যাবা মুখে এক কথা বলে কিন্তু অন্তরে অন্য জিনিস বিশ্বাস কবে ?"

মিঃ গ্রেগরী তাব স্ত্রীকে বললেন, "ওগো, যদিও তুমি প্রবঞ্চনার মত কিছু একটি কথা জানতে পাবেছ তবুও এব্যাপাবে তোমাকে ধৈর্য্য ধবতে হবে ও বদান্যতা দেখাতে হবে । আমি এটাকে ওবকম খাবাপ কিছু বলতে চাইনা, আমি ববং একে অনেক বছবেব ভুল শিক্ষাব ফলে সৃষ্ট একটা বিভ্রান্তি বলব । স্পল্ডিং যেমন বলেছেন যে তিনি তাব নিজের ধারণাগুলিকেই বিশ্লেষণ কবতে পাবেননি । যা সত্য বলে আমবা জানতে পাবিনি তা আমবা অনেকবার শিক্ষা দিয়েছি, অথচ আমবা যা ভুল বলে জেনেছি তা আমবা কখনও শিক্ষা দেইনি । এটা খুব নিবাপদেই বলা হয় যে আজকালকার অধিকাংশ ধর্মযাজকই এই অবস্থায় আছেন । কিন্তু এই যাত্রা অবস্থাগুলি যেমন হ্যাবল্ড উইলসন ও তাব দাগ দেয়া বাইবেলেব সংগে সংযোগ, কাপ্তেন মানের মনোভাব, মিঃ এণ্ডারসনের পরিচর্যা, এব পর মিঃ মিচেল, ডাঃ স্পল্ডিং ও আমাব মধ্যকার আলোচনা এবং শেষ পর্যন্ত গতকালকার দৈব ঘটনা যা আমাব অন্তরে এত স্পষ্টভাবে কথা বলেছে — এসবই আমাকে দেখিয়েছে যে আমাকে সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন পথ অবলম্বন কবতে হবে এবং আমি এই অভিপ্রায় পোষণ কবছি যে ঈশ্বব আমাব জন্য যা কবেছেন তা যেন এই জাহাজেব সকল লোক জানতে পারে ।" এভাবে মিঃ গ্রেগরী ঈশ্ববেব আত্মা দ্বাবা চালিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কবলেন । "স্পল্ডিং, আপনি যাবাব আগে বাইবেল খানা হাতে নিয়ে আমাদেব কাছে কি একটা অংশ পাঠ কববেন ? দয়া কবে গীতসংহিতা চল্লিশ অধ্যায় পাঠ কব্বন ।" ডাঃ স্পল্ডিং আনন্দ চিত্তে মিঃ গ্রেগরীব অনুবোধ মেনে নিতে বাজী হলেন এবং দাগ দেয়া বাইবেল খানা তুলে নিয়ে গীতসংহিতাব এ অংশটি পড়তে শুরু কবলেন । ধীরে ধীরে ও আবেগ সহকারে পাঠ কববার সময় এক কোমল ভাব তাব হৃদয়কে অভিভূত কবল । তিনি তাব যাজকীয় পরিচর্যার সময় বহুবার এ অংশটি পাঠ কবেছেন, কিন্তু এব পূর্বে কখনও এই কথাগুলি তাব কাছে এত স্পষ্টভাবে কথা বলেনি, অথবা এর বাণী তাব কাছে এত মধুর লাগেনি । তিনি অষ্টম পদে পৌঁছলে দেখতে পেলেন যে ঐ পদটিতে দাগ দেয়া বয়েছে । তাব পাশে মার্জিনে এই কথাগুলি লেখা ছিল : "ঈশ্ববেব ইচ্ছাই তাব আইন" । তাব ইচ্ছামত কাজ কবা আর তাব আইন মেনে চলাই জীবনেব খাঁটি ও একমাত্র লক্ষ্য । উপদেশক ১২ : ১৩ । সম্পদ নয়, স্বাস্থ্য নয়, সুখ নয়, পবিত্রাণ নয়, দেশপ্রেম নয় কিন্তু ঈশ্ববেব সদ ইচ্ছা পালন কবা । যে লোক ঈশ্ববেব ইচ্ছা পালনে আমোদ করে সে নিশ্চয়ই অন্যদেরকে



ভালবাসা ও সেবার দিকে পরিচালিত করতে যীশুর মত সহায়ক হবে । এটাই হল মানুষের মধ্যে ও মানুষের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকাশ – মা ।”

ডাঃ স্পল্ডিং তার পড়া থামালেন । মন্তব্যের শেষে লেখা “মা” কথাটি তার মধ্যে এক অদভূত উৎসাহ জাগিয়ে তুলল । তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “এই মা কে যিনি এই মন্তব্য লিখেছেন ?” তিনি যখন এই কথাগুলি বলছিলেন তখন দবজায় মৃদুকরাঘাত শোনা গেল । “ভিতরে আসুন” বলার সংগে সংগে হ্যারল্ড উইলসন প্রবেশ করল । সে তার বাইবেল খুঁজে না পেয়ে এখানে সেটিকে খোঁজ করতে এসেছিল । মিঃ হেগরী বললেন, “বস, বাছা, আমবা ডাঃ স্পল্ডিং এর সংগে প্রার্থনায় যোগ দিতে যাচ্ছিলাম ।” হ্যারল্ডের কাছে এটা অদভূত মনে হল; এবং আরও অদভূত লাগল যখন সে দেখতে পেল তার বাইবেল খানা ডাঃ স্পল্ডিং এর হাতে । এর কি অর্থ হতে পারে ? অল্পক্ষণের মধ্যে স্পল্ডিং সব অবস্থা ব্যাখ্যা করে হ্যারল্ডের কৌতুহল দূর করলেন, এবং তারপব তার পূর্বের স্বাভাবিক আচরণের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে শান্ত ও পিতৃসুলভ শ্রেহে বললেন, “বৎস, এই মন্তব্যের নীচে এখানে স্বাক্ষর করা এই “মা” এই কথাটির অর্থ কি ? আমি এটা জানতে আগ্রহী কাবণ এই মন্তব্যটা ঠিক আমার মায়ের কথাব মত । তিনিও তার বাইবেলে দাগ দিয়ে রাখতেন ।” হ্যারল্ড তার বিশ্বস্ত মায়ের সব কাহিনী এক এক করে বর্ণনা করল, মায়ের প্রভাব ও শিক্ষা থেকে তার পালিয়ে যাবার চেষ্টাব কথা, দাগ দেয়া বাইবেল খানার কথা যেখানা সে সমুদ্রে থাকা অবস্থায় খুঁজে পেয়েছিল ও শেষে হুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, তার পাপময় জীবনের কথা, তার বিচার ও দণ্ডদেশের কথা, ওকল্যাণ বাঁধে দাগ দেয়া শেষের বাইবেল খানার কথা, যেখানা তাব মায়ের মৃত্যু সয্যায় থাকা অবস্থায় তার অনুবোধেই দাগ দেয়া হয়েছিল, এরপর মিঃ এণ্ডারসনের সংগে তার স্নেহময়ী মায়ের পরিচয় হবার কথা ও শেষে কাপ্তেন মান ও তার অভিজ্ঞতার কথা । এই সব কথা এবং আরও অনেক কিছু হ্যারল্ডের কাছে রূপকথার চেয়েও এক অদভূত কাহিনীব মত মনে হতে লাগল । সে অদৃশ্য ঈশ্বরের রক্ষাকারী ক্ষমতায় বিশ্বাসী একজন লোকের মত এই সব ঘটনা বর্ণনা করে চলল । হ্যারল্ড বলল, “আর এজন্যই আমি আমার মুক্তিদাতাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করছি । মিঃ এণ্ডারসনের মধ্য দিয়ে আমার মায়ের প্রার্থনা সফল হয়েছে । যে পদটি আপনি এইমাত্র পাঠ করলেন সেটাই আমার পথ প্রদর্শক এবং “মা” কথাটির নীচে আমি আমার নাম লিখে দিয়েছি যেন আমার অন্তরে আমি বলতে পারি যে আমি তার কথাগুলি অনুমোদন করি ।”

ডাঃ স্পল্ডিং প্রার্থনা করলেন । ঈশ্বরের আত্মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন । প্রার্থনা করতে করতে তার হৃদয় ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভেঙ্গে পড়ল । আত্মিক উন্নয়নের জন্য তার আশীর্বচনে মিঃ ও মিসেস হেগরী পূর্ণমাত্রায় অংশগ্রহণ করলেন এবং আমেন বলবার সময় তাদের ঠোঁটগুলি কাঁপতেছিল । যখন তিনি পূর্ব দিনের বিশ্বাসের বীর হ্যারল্ডের



জন্য এবং যিনি সত্যিকারভাবে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন সেই উৎসর্গীকৃত প্রাণ  
মিঃ এণ্ডারসনের জন্য প্রার্থনা করছিলেন তখন হ্যারল্ডের হৃদয় আবেগে পূর্ণ হয়ে  
গিয়েছিল। প্রার্থনা শেষ হয়ে গেলে হ্যারল্ড নীরবে বিদায় নিল এবং ডাঃ স্পল্ডিং ও  
তাড়াতাড়ি তার কামরায় চলে গেলেন। কিন্তু হ্যারল্ড তাঁর ডিউটির ঘণ্টা বাজাবার  
আগেই মিঃ এণ্ডারসনের ঘরে গিয়ে এই মাত্র ছেড়ে আসা য়েগরীদের কামরায় যা কিছু  
ঘটেছিল তাব সব কিছুই তাব কাছে বর্ণনা করল। ধর্মযাজক বললেন, “ধন্য ঈশ্বর,  
অলৌকিক কাজের যুগ এখনও শেষ হয়ে যায়নি।”

## চতুর্দশ অধ্যায়

### ভবিষ্যৎ বাণী থেকে জ্ঞানলাভ

এটা ছিল বিশ্রামবারের এক সুন্দর উজ্জ্বল প্রভাত । মিসেস গ্রেগরীকে অলৌকিকভাবে উদ্ধার করার পরে অনেক দিন পাব হয়ে গিয়েছিল । হ্যারল্ড উইলসনকে প্রায়ই এখানে সেখানে থামিয়ে আগ্রহী লোকেবা প্রশ্ন করতে চাইত কিভাবে সে বিশ্বাসী হয়েছে, কি করে সে দাগ দেয়া বাইবেল খানা লাভ কবল এবং কিভাবে সে ধর্মযাজকের স্ত্রীকে উদ্ধার করার জন্য তার প্রার্থনার উত্তর লাভ কবেছিল । এই যুবকটি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও গুজব বটে গিয়েছিল যে, এক জন ধর্মযাজক শনিবারি হয়ে গেছেন । কিন্তু কেউই সম্ভবতঃ জানতে পাবেন নি এই ধর্মযাজক কি মিঃ মিচেল, নাকি ডাঃ স্পল্ডিং বা মিঃ গ্রেগরী ? এই বিশ্রামবারের সকাল বেলাব আগ পর্যন্ত কেউই এই সুন্দর শিক্ষিত ও মার্জিত লোকটির দিকে বিশেষ মনোযোগ দেননি, যিনি নিজেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন । তিনি জাহাজেব কোন ধর্মীয় উপাসনায় যোগদান করেন নি । তিনি তার সংগে করে কিছু অত্যন্ত পুর্বনো বই পুস্তক নিয়ে এসেছিলেন, আব সেগুলি পড়েই তিনি তার অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিচ্ছিলেন । মিঃ এণ্ডারসন স্থির করেছিলেন যে যাত্রা শেষ হবার আগে তিনি অস্তিত্ব পক্ষে লোকটির সংগে পবিচয় করার চেষ্টা করবেন । তাই তিনি যখন দেখতে পেলেন যে লোকটি তার স্বভাব অনুসারে বই নিয়ে পড়তে বসেছেন তখন তিনিও ডেকের উপরে তার পাশে গিয়ে বসলেন এবং তার রীতি অনুযায়ী লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি খ্রীষ্টিয়ান কিনা । “হ্যাঁ সার, আমি একজন রোমান ক্যাথলিক অর্থাৎ একমাত্র খাঁটি ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীর এক জন সদস্য” অপরিচিত লোকটি অত্যন্ত স্পষ্ট জবাব দিল । তখন ধর্মযাজক বললেন, “আপনার সংগে দেখা হওয়ায় আমার বেশ আনন্দ লাগছে । যদিও আমি একজন প্রোটেষ্ট্যান্ট, কিন্তু তাতে আমার ভ্রাতৃসুলভ অনুভূতিতে কোন বাধা সৃষ্টি করবেনা ।” লোকটি বলল, “প্রোটেষ্ট্যান্ট আবার কে আছে নীতিতে অবিচল এমন কোন প্রোটেষ্ট্যান্ট তো দেখা যায় না । আর তারই প্রমাণগুলি সম্পর্কে আমি পড়তেছিলাম ।” মিঃ এণ্ডারসন বললেন, “আচ্ছা বন্ধু, আপনি বললেন যে কোন খাঁটি প্রোটেষ্ট্যান্ট নেই, এর কি প্রমাণ আপনার কাছে আছে ? এটা বেশ একটা শক্ত উক্তি ।” “কথাটা শক্ত

শোনালেও এটা সত্য। প্রোটেস্ট্যান্টদের কথাই কোন মিল নেই। তারা কেউই বাইবেলকে এবং একমাত্র বাইবেলকে তাদের বিশ্বাসের আইন বলে মনে করেন। তারা বলে যে তারা বাইবেল মেনে চলে কিন্তু অনেক বিষয়ে তারা একে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে এবং ক্যাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা ও রীতিনীতি মেনে চলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এবং আপনারা ভাল করে জানেন যে রবিবার পালনের ব্যাপারে আপনাদের কোন শাস্ত্রীয় সমর্থন নেই, একটা কথাও না। বাইবেল আপনাদের শিক্ষা দিচ্ছে যেন আপনারা আজকের এই শনিবার দিন পালন করেন, আগামী দিন নয়। ক্যাথলিক মণ্ডলী প্রেরিত পিতরের প্রেরিতিক ক্ষমতার দ্বারা উপাসনার দিনকে সপ্তার সপ্তম দিন থেকে সপ্তার প্রথম দিনে পরিবর্তন করে দিয়েছে আর দুনিয়ার সব ধর্মীয় সংগঠন এই পরিবর্তনকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এর পরেও যখন তারা নিজেদেরকে প্রোটেস্ট্যান্ট বলে দাবী করে তখন তা খুবই বিরক্তিকর বলে মনে হয়।”

“কিন্তু আপনি যেমন বললেন, সব প্রোটেস্ট্যান্ট সেরকম নয়। এর ব্যতিক্রম আছে।” “আমি যতদূর জানি তারা সকলেই তা করে। অবশ্য তাবা ঘৃণা ও ক্রোধের সংগে তার শত্রু প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু সাহস করে বেরিয়ে এসে আসল ঘটনার মুখোমুখি হয়না। আমাদের মণ্ডলী সমগ্র প্রোটেস্ট্যান্ট দুনিয়াকে সংগ্রামী আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা প্রমাণ করেন যে রবিবার পালনের ব্যাপারে তারা বাইবেলের পরিবর্তে ক্যাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসরণ করছেন না। কিন্তু এ আহ্বানের এ পর্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। এর কারণ হলো এই যে দেবার মত তাদের কোন উত্তর নেই। মণ্ডলীর ইতিহাস পাঠ করেছেন এমন সব বুদ্ধিমান প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজকরাই জানেন যে আমাদের মণ্ডলীই রবিবারে উপাসনার রীতি উদ্ভাবন করেছে। আর তাই আমরা বলতে চাই যে আমাদের ধর্মের একটা অংশ যখন নেয়া হয়েছে তখন তার সংগে মিল রেখে সব অংশটাই তাদের নেয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে আমরা অপেক্ষা করে আছি যে আপনারা সকলেই এই খাঁটি খোঁয়াড়ে ফিরে আসবেন” লোকটি আরও বললেন, “কয়েক বছর আগে আমাদের একজন পুরোহিত ঘোষণা করেছিলেন যে কেউ যদি বাইবেল থেকে একটি শাস্ত্রাংশ দেখাতে পারেন যেখানে রবিবারকে পবিত্র বিশ্রামবার হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তাহলে তিনি তাকে এক হাজার ডলার পুরস্কার দেবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ সেই পুরস্কার দাবী করতে এগিয়ে আসেননি।” মিঃ এণ্ডারসন বললেন, “না, কেউই আসেনি, আর কেউ কখনও আসবেও না। এ রকম কোন শাস্ত্রাংশ পাওয়া যাবে না।” “তাহলে কেন আপনারা রবিবার পালন করে নিজেদের এবং অন্য লোকদের প্রভারিত করছেন?” উত্তরে বলা হলো, “আমি প্রভারিত করছি।” “ওহঃ আমি মনে করি আপনি তাহলে কোন দিনই পালন করেন না।” “হ্যাঁ, আমি সপ্তার সপ্তম দিন পালন করি। আমি একজন শনিবারি। এবারে আমি আপনার কাছে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। আপনি কি এমন কোন লোককে এক হাজার ডলার পুরস্কার দিতে প্রস্তুত থাকবেন যিনি বাইবেল থেকে প্রমাণ করে দিতে পারবেন যে আপনার মণ্ডলীই এই বিশ্রামদিনকে পরিবর্তন করেছে?”

লোকটি তার হাতের মধ্যে যে ধর্ম সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তরমালা ছিল তা বন্ধ করে মিঃ এণ্ডারসনের চোখের দিকে সামনাসামনি তাকাল এবং প্রশ্ন করল, “আপনি কে ? আপনি কি বলতে চান ?” পালক মশাই বললেন, “আমি বলতে চাই যে আমি আপনার সংগে সম্পূর্ণ একমত যে আপনাদের মণ্ডলীই বিশ্রামদিন পরিবর্তন করেছে, এবং আমি ঈশ্বরের বাক্য থেকে দেখিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি যে আপনি ঠিক কথা বলেছেন।” “ঠিক আছে, তবে একটা শর্ত যে আপনাকে আমার বাইবেল ব্যবহার করতে হবে, এবং আপনি যদি আপনার দাবী প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে একশো ডলার দেব। পরবর্তী রবিবারের লোকের সংগে সাক্ষাৎ হলে তাকে মোকাবেলা করবার জন্য এটা তখন আমার কাছে খুবই মূল্যবান হবে। কিন্তু মনে রাখবেন যে আমাদের ডাউয়ে বাইবেল থেকে প্রমাণ করতে হবে।” মিঃ এণ্ডারসন সংগে সংগে রাজী হয়ে গেলেন, আর যে লোকটি নিজেকে জেমস কনান বলে পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি তার বাইবেল আনতে গেলেন। তিনি তার ধর্ম শিক্ষার প্রশ্নোত্তরমালা খানি ডেকেব চেয়ারের উপরে ফেলে গেলেন।

মিঃ এণ্ডারসন যখন অপেক্ষা করছিলেন তখন বিচারক কারশো সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি নীচু হয়ে ছোট পুস্তিকাখানা তুলে নিলেন এবং তা খুলতে খুলতে বললেন, “এখানে এটা কি জিনিষ, ভাই ?” “এটা একটা ক্যাথলিক ধর্মীয় প্রশ্নোত্তরমালা। কোন প্রোটেস্ট্যান্ট পালকের জন্য এটা এক অদভূত পুস্তক”। বই খানা খুলবার সংগে সংগে সেই অধ্যায়টি বেরিয়ে পড়েছিল যেখানে মণ্ডলীর ক্ষমতা সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল, এবং বিচারকের দৃষ্টি গিয়ে এই কথাগুলির উপর পড়ল, “প্রশ্নঃ আদেশ দেয়া কোন পর্ব যে মণ্ডলীর নূতন করে স্থাপন বা শুরু করার ক্ষমতা আছে তা প্রমাণ করার জন্য আপনার কি আর কোন উপায় আছে ? উত্তরঃ মণ্ডলীর যদি সেই ক্ষমতা না থাকত তাহলে সব আধুনিক ধর্মীয় নেতারা যে বিষয়টিতে একমত হয়েছে সেই কাজটি মণ্ডলী করতে পারতনা। মণ্ডলী বিশ্রামবার হিসাবে শনিবার দিন পালনের প্রথাকে পরিবর্তন করে তার জায়গায় সপ্তার প্রথমদিন রবিবার পালনের নিয়ম করতে পারত না, কারণ এ পরিবর্তনের কোন শাস্ত্রীয় সমর্থন নেই।” বুঝা গেল বিচারক ইতিপূর্বে এরকম কোন উক্তি পাঠ করেননি এবং তাকে দেখে মনে হল তিনি খুব আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মিঃ কনান এসে পড়ায় আর কোন ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হল না। মিঃ এণ্ডারসনের হাতে বাইবেল খানা সপে দিয়ে মিঃ কনান তার আলোচনা আবার শুরু করলেন। মিঃ এণ্ডারসন তার প্রথম প্রশ্নে জিজ্ঞেস করলেন, “মিঃ কনান, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনারা সম্পূর্ণ বাইবেল পেয়েছেন ?”

“হ্যাঁ সার, প্রত্যেক ভাল ক্যাথলিকই তা করে।” “আমি জানতাম যে আপনারা অবশ্যই তা করে থাকবেন, কারণ এখানে ফুট নোটে ২ পিতর এর কথাগুলি আমি দেখতে পাচ্ছি; লেখা রয়েছে, “পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত লোকদের দ্বারা পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি অংশ লেখা হয়েছে এবং মণ্ডলী দ্বারা সেই ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।” মিঃ কনান বললেন, “মিঃ এণ্ডারসন, আমি কিন্তু মণ্ডলীর শিক্ষাই বিশ্বাস করি।” “আসুন

আমবা লক্ষ্য কৰে দেখি বাইবেল কি বলে । দানিয়েল পুস্তকৰ ৭ অধ্যায়ৰ মধ্যে ভাববাদীৰ দেখা এক দৰ্শনেৰ কথা বলা হয়েছে । এই দৰ্শনেৰ মধ্যে তাকে চাৰটি প্রকাণ্ড জন্তু দেখানো হয়েছে একটা সিংহ, একটা ভল্লুক, একটা চিতাবাঘ ও একটা নাম না জানা জন্তু । ফুট নোটে বলা হয়েছে, “কলদিয়, পারসিক, গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্য । এই অবস্থানেৰ যথার্থতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই । দৰ্শনে ভাববাদী চতুৰ্থ জন্তুৰ দশটি শিং দেখতে পেলেন এবং ফুটনোটে লেখা আছে “দশটি শিং এর অর্থ দশটি সাম্রাজ্য যাব মধ্যে চতুৰ্থ জন্তুটিৰ সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যাবে । এইটিও প্রশাণ্ডীতভাবে সঠিক কাৰণ ৩৫১ থেকে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দেৰ মধ্যে পাশ্চাত্যেৰ সাম্রাজ্যটি ঠিক দশটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল যাদেৰ নাম ছিল ফ্রাংক, এলামনি বারগণ্ডি, সুয়েভ, ভ্যাণ্ডাল, ভিসিগোথ, এংলো স্যাকসন, লম্বাৰ্ড, অষ্ট্রোগোথ ও হেকলী । দশটি শিং বা সাম্রাজ্য গজাবাৰ পরে ভাববাদী বললেন, “ঐ গুলিৰ মাঝখানে আব কয়েকটি ছোট শিং গজালো ; এবং তাৰেৰ সাক্ষাতেই প্রথম শিং গুলিৰ তিনটিকে উপড়ে ফেলা হলো । আব এই শিং এৰ উপৰে মানুষেৰ চোখেৰ মত চোখ দেখা গেল এবং কাটা মুখও দেখা গেল যে মুখে দৰ্পেৰ কথা বলা হল । ৪৯৩ থেকে ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দেৰ মধ্যে উল্লিখিত ঠিক তিনটি শিংকে (সাম্রাজ্যকে) ভাববাণীৰ কথামত উপড়ে ফেলা হয়েছিল । এগুলি ছিল ইটালীৰ হেকলী, আফ্রিকাৰ ভ্যাণ্ডাল এবং বোমেৰ অষ্ট্রোগোথ ।” মিঃ কনান মন্তব্য কবলেন, “ঐ ইতিহাস আমাৰ জানা আছে, এবং আপনাবা জেনে বাখতে পাবেন যে তাৰেৰ বিৰুদ্ধ মনোভাবেৰ জন্য, বিশেষ ভাবে অষ্ট্রোগোথদেৰ বিৰোধিতাৰ জন্য তাৰেবকে ধ্বংস কৰা হয়েছিল । বোমেৰ বিশপ ছিলেন একমাত্র লোক যিনি চিবস্থায়ী নগৰী পৰিস্কাৰ কৰবাৰ জন্য পূৰ্ব দিকেৰ সাম্রাজ্যেৰ সংগে সন্ধি কৰেছিলেন ।”

মিঃ এণ্ডাবসন বললেন, হ্যাঁ, মিঃ কনান আপনি ঠিকই বলেছেন, একটা ধৰ্মীয় বাদানুবাদেৰ ফলেই ঐ তিনটি সাম্রাজ্যেৰ পতন হয়েছিল । তাৰা বিশ্বাসে ছিলেন আৰ্য্যসমাজভুক্ত, তাই মণ্ডলী তাৰেৰ নিৰ্মূল কৰে দিল । কিন্তু এবাৰ লক্ষ্য কৰুন, যে শিংটি তাৰেবকে নীচে ফেলে দিয়েছিল তাৰ অনেক দৰ্পেৰ কথা বলাৰ একটা মুখ ছিল । (৮ পদ) । আৰাব ২৪ পদে এই একই শিংটিৰ কথা বলা হয়েছে যে সে তিন জন রাজাকে নিপাত কৰবে এবং তাৰপর ভাববাদী আৰও বলেছেন যে সে নিজেকে এমন মনে কৰবে যে সে নিৰুপিত সময়েৰ ও ব্যবস্থাৰ পৰিবৰ্ত্তন কৰতে সমর্থ এবং এক কাল, দুই কাল ও অৰ্দ্ধকাল পর্যন্ত এগুলি তাৰ হাতে সমৰ্পিত হবে । আমি এখন অনেক সময় নিয়ে বিস্তৃত বৰ্ণনায যাবনা, কিন্তু বৰ্ণনাৰ শেষ অংশ অর্থাৎ সময়েৰ দিকটিৰ দিকে আপনাৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰব । এখানে ফুট নোটে বলা হয়েছে এককাল অর্থ এক বছৰ । এই ভাববাণীতে এটি একটি ভাববাদীক বছৰ যা ৩৬০ ভাববাদিক দিনেৰ সমান । যিহিষ্কেল ৪ : ৬ পদ অনুসাবে এক ভাববাদিক দিন এক সাধাৰণ বছৰেৰ সমান । শাস্ত্রেৰ এই অংশে লেখা আছে এক এক বৎসৰেৰ নিমিত্ত এক এক দিন তোমাৰ জন্য রাখিলাম” এর ফলে এই হিসেব পাই :



এক কাল	.....	৩৬০ বছর
দুই কাল	.....	৭২০ বছর
অর্ধকাল	.....	১৮০ বছর
মোট		১২৬০ বছর

প্রকাশিত বাক্য ১২ : ৬, ১৪ পদে একই সময়কালকে এক হাজার দুশো ষাট দিন বা বছর বলে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। আবার প্রকাশিত বাক্য ১৩ : ৫ পদে এই সময়কালকে বিয়ান্নিশ মাস বলা হয়েছে। যিহুদী মাসে ত্রিশ দিন ধরা হয়। সুতরাং সে হিসাবেও এই একই সংখ্যা পাওয়া যায়।” যুক্তির খাতিরে মিঃ কনানকে প্রকাশ্যে একথা মেনে নিতে হলো, যদিও তিনি বুঝতে পারছিলেন যে সিদ্ধান্তটা তার কাছে মোটেই সুখকর নয়। এক হাজার দুশো ষাট বছর হল সেই সময়কাল যে সময়ের মধ্যে ছোট শিংটি কথা বলবে, সাধুদের নিপাত করবে এবং মনে করবে যে সে নিজে সময় ও ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে সমর্থ। ইতিহাসের ঘটনাগুলির দিকে তাকালে কি দেখা যায়? ৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব রোমের সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এক আদেশ জারি করে রোমের বিশপকে মণ্ডলী সমূহের প্রধান এবং ধর্মীয় বিরুদ্ধবাদীদের সংশোধনকারী হিসাবে ঘোষণা করলেন। সংগে সংগে এই নতুন আদেশকে কার্যকর করবার জন্য নতুন প্রতিশোধের বাসনা নিয়ে আর্চ্য মতবাদকে স্তব্ধ করে দেয়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। এর পরের বছর ভ্যাণ্ডলদের পরাভূত করা হল এবং একই কাজের অনুসরণ করে ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রোগোথদের উচ্ছেদ করা হল। সুতরাং ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের আদেশবলে রোমের বিশপ হয়ে পড়লেন বিশাল আত্মিক বা ধর্মীয় জগতের অবিসংবাদিত নেতা এবং এই তারিখ থেকেই ভাববাণীর মধ্যে তার যে রূপরেখা দেয়া হয়েছে তা শুরু হয়ে যায়। ৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৬০ বছর গণনা করে আসলে আমরা ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এসে উপস্থিত হই। রোমের বিশপ মণ্ডলীর প্রধান থাকা কালীন সময়ের ইতিহাসে সেটি কি কোন উল্লেখযোগ্য বছর ছিল? হায় হায়, এটাই ছিল সেই সময় যখন ফ্রান্সের সৈন্য বাহিনী মণ্ডলীর প্রধানকে বন্দী করে কারাগারে রেখে দেয় এবং দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় দিন তারিখ পর্যন্ত সফল হয়ে যায়।” মিঃ কনান একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, “মিঃ এণ্ডারসন, আপনি ক্যাথলিক মণ্ডলীকে খ্রীষ্টারি হিসাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন। এ রকম খারাপ কথা আমি এর আগে কখনও শুনিনি।” “আমাকে ক্ষমা করবেন, মিঃ কনান, কিন্তু আমি কি আপনার কথামত আপনার বাইবেল থেকে এসব কথা বলিনি?”

“আচ্ছা, আপাততঃ ওটা ছেড়ে দিন। বিশ্রামদিন পরিবর্তন সম্পর্কে আপনার কি বলার আছে? আমরা যে বিষয়টি নিয়ে শুরু করেছিলাম আপনি এ পর্যন্ত তার কিছুই প্রমাণ করেননি?” মিঃ এণ্ডারসন বললেন, “খুব ভাল কথা, আসুন আমরা এগিয়ে

যাই। ভাববাণীর মধ্যে নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে এই ছোট শিংটি নিজেকে সময় ও আইন কানুন পরিবর্তনে সক্ষম বলে মনে করে। এখানে কোন্ আইন কানুনগুলির কথা বলা হয়েছে? সম্পূর্ণ পদটা পড়ুন ও দেখুন। এই শিংটা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের নামের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থা বা আইন কানুনের বিরুদ্ধে কাজ করছে। ঠিক এখানেই আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনার বই পুস্তক কি এই শিক্ষা দেয়না যে মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে পোপ মণ্ডলীর মংগলের জন্য শাস্ত্রের বাক্যকে রদ করবার ক্ষমতা পোষন করেন?”

“আমি স্বীকার করি তার সে ক্ষমতা আছে।” “আপনার হাতে যে ধর্মীয় প্রশ্নোত্তরমালা রয়েছে তার মধ্যে কি ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত আকারে আপনার সামনে রাখা হয়নি?” মিঃ কনান উত্তরে বললেন, “আমি জানিনা।” মিঃ কনান তার প্রশ্নোত্তরমালা খানা এণ্ডারসনের হাতে তুলে দিলে তিনি তা খুলে ঠিক সেই অধ্যায়টি বাব করলেন যেখানে দশ আজ্ঞার কথা লেখা ছিল। তিনি এই অংশটি পড়লেন এবং সংগে সংগে তা মিঃ কনানের বাইবেলের সংগে মিলালেন। “এখন লক্ষ্যকরে দেখুন মিঃ কনান। আপনার প্রশ্নোত্তরমালার মধ্যে চতুর্থ আজ্ঞাটিকে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বিশ্রামদিনে উপাসনা করার বদলে রবিবারে উপাসনা করতে বলা হয়েছে। আর ঠিক এখানেই মণ্ডলীর যে অন্যান্য বিশেষ উপাসনার দিন নির্ধারণ করার ক্ষমতা আছে তার প্রমাণ স্বরূপ এই পরিবর্তনের কাজটি উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আপনার মণ্ডলী ঈশ্বরের বাক্যকে পরিবর্তন করার কথা প্রকৃতপক্ষে স্বীকার করে নিচ্ছে। আপনি প্রথমেই আমাকে বলেছিলেন যে আপনার মণ্ডলী এই দিনটির পরিবর্তন করেছে।” বিচারক কারশো এ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র একজন নীরব শ্রোতা ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, “মিঃ এণ্ডারসন এমন প্রমাণ খাড়া করেছেন যা যে কোন বিচারালয়ে গৃহীত হবে। মামলায় বিবাদী কেবলমাত্র সন্দেহাতীত সাক্ষীদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের দ্বারা নয়, কিন্তু তার নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারাও দোষী প্রমাণিত হয়েছেন।” মিঃ এণ্ডারসন বললেন, “মিঃ কনান, এগুলি কঠিন জিনিষ, কিন্তু আমি আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে চাই। রোমীয় মণ্ডলী আর একটা বড় ভাববাণী পূর্ণ করেছে, আর সেটা হল ২ থিমলনীকীয় ২: ৩, ৪ পদের ভাববাণী, যেখানে বলা হয়েছে “সেই পাপ পুরুষ, সেই বিনাশ সন্তান প্রকাশ পাইবে, যে প্রতিরোধী হইবে ও ঈশ্বর নামে আখ্যাত বা পূজ্য সকলের হইতে আপনাকে বড় করিবে, এমন কি ঈশ্বরের মন্দিরে বসিয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া দেখাইবে। পোপ ঈশ্বরের আইন কানুনের একটি অংশকে রদ করে নিজেকে ঈশ্বরের চেয়ে বড় করেছেন। একমাত্র

ঈশ্বৰ যে পদমৰ্যাদাৰ অধিকাৰী পোপ তা দখল কৰেছে। তিনি নিজে খ্ৰীষ্টেৰ প্ৰতিনিধিৰ ভান কৰে সেইমত শ্ৰদ্ধাভক্তি দাবী কৰেন এবং এই সবকিছই মন্দিৰেৰ মধ্যে অৰ্থাৎ ঈশ্বৰেৰ মণ্ডলীৰ মধ্যে কৰা হৈছে। সেক্ষেত্ৰে এটা কি সত্য নয় যে রোমীয় মণ্ডলী হৈছে সেই ক্ষমতা যা দানিয়েল ৭ : ২৫ পদ পূৰ্ণ কৰেছে এবং যা যিহোবা ঈশ্বৰেৰ বিশ্ৰামবাৰ পৰিবৰ্ত্তন কৰেছে ?”

“মিঃ এণ্ডাৰসন, এটা গুৰুতৰ বিষয়। পুরোহিতৰা কি এসব বিষয় জানে ?” “হ্যাঁ ভাই, তাৰেব অনেকেই এসব ব্যাপাৰ জানেন। কেবলমাত্ৰ পুরোহিতৰা নন, কিন্তু প্ৰোটেষ্টাণ্ট ধৰ্ম যাজকৰাও তা জানেন।” তিনি তখন যিহিস্কেল ২২ঃ২৬ পদ পাঠ কৰলেন। মিঃ কনানকে খুব বিস্মিত মনে হল, কিন্তু সেটা কোন বিজ্ঞজনোচিত ক্ৰোধ ছিলনা। তিনি মণ্ডলীৰ কাজেৰ উদ্দেশ্যেই যাত্ৰা কৰেছিলেন। তিনি এখন এ ব্যাপাৰে কি কৰতে পাৰেন ?



পঞ্চদশ অধ্যায়

## অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

মিঃ এণ্ডারসন যেই মাত্র তার কামবায় গিয়ে ঢুকলেন, সংগে সংগে এক জন সংবাদবাহক বালক এসে তাকে একখানা চিঠি দিল এবং বলল যে এই চিঠির উত্তর নিয়ে যাবার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। চিঠিখানা এসেছিল মিসেস শ্লোকাম এর কাছ থেকে। সান ফ্রান্সিসকো থেকে যেসব মহিলা জাহাজে এসেছিলেন মিসেস শ্লোকাম ছিলেন তাদেরই এক জন। আগের মংগলবারের উপাসনার সময় পালকের প্রার্থনায় তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। পত্র খানায় এই কথাগুলি লেখা ছিলঃ “প্রিয় মিঃ এণ্ডারসন, বিশ্রামবাবের প্রশ্নটি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য শুনবার জন্য বহুদিন ধরে অনেক যাত্রীব মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যাপারটা আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে যে আমরা আব একবার আপনার বক্তব্য শুনবার দাবী করছি। আগামীকাল (রবিবার) আপনি কি বৈঠকখানায় আমাদের কাছে আপনার বক্তব্য উপস্থিত কববেন? বিষয়টি যে দিক আপনার ভাল মনে হয় সেই দিক নিয়েই অবশ্য আপনি কথা বলবেন। দয়া কবে পত্রবাহকের মাধ্যমে উত্তর জানিয়ে দেবেন। ইতি- মিসেস ফ্রান্সিস শ্লোকাম”

মিঃ এণ্ডারসনের প্রতি ন্যায়বিচার করতে হলে এটা বলা দরকার যে তিনি জন সমর্থন আদায়ের জন্য নিজের মতবাদ প্রচার করবার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করতেন না অথবা যাকে ধর্মাস্তবিকরণ বলা হয় সেই দুর্ভাগ্যজনক কাজটিতেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তার লক্ষ্য ছিল খাঁটি ভাবে আত্মা জয় করা। কিন্তু একটা উদ্দেশ্য তাকে এই কাজে উৎসাহ যুগিয়েছিল আর তা হলো ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করা। তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন যে মূঢ়কে বিশ্বাস শিক্ষা দেবার প্রয়োজন আছে, কারণ তাছাড়া আর কোন আচরণ বিধি নেই এবং এমন কোন বাস্তব নেই যার উপর দিয়ে বিশ্বাসী তার জীবনের গাড়ীকে সাফল্যজনকভাবে ঈশ্বরের রাজ্যে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এই আমন্ত্রণটা তার কাছে প্রকাশিত হলো অস্তরের এমন খাঁটি ক্ষুধা হিসাবে বা পরিবর্তিত অবস্থা হিসাবে যাকে বীজ বুনবার উপযুক্ত মাটির সংগে তুলনা করা যায়। তাই তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সংক্ষেপে তার উত্তর লিখে দিলেন এবং চিন্তা করতে শুরু করলেন যে

তিনি কি বলবেন । ঈশ্বর যে তার এই পরিচর্যার কাজকে তার জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা হিসাবে আশীর্বাদযুক্ত করেছিলেন তা তিনি টেরই পেলেন না । নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে বৈঠকখানা ভর্তি হয়ে গেল । ডাঃ স্পল্‌ডিং এবং মিঃ ও মিসেস গ্রেগরী সামনেই বসলেন । তাদের মুখমণ্ডল প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল । বিচাবক কাবশো একটা উঁচু আসনে বসলেন, আর তার কাছেই বসলেন মিঃ সেভার্যান্স ও বাইবেল হাতে নিয়ে হ্যারল্ড উইলসন । অবশ্য মিসেস শ্লোকাম এবং তার বন্ধুরা এমন জায়গায় বসেছিলেন যেখান থেকে সকলকে দেখা যায় ও তাদের কথা শোনা যায় । অদভূত ব্যাপার যে মিঃ কনানও শ্রোতাদের মধ্যে বসেছিলেন । কিছুদিন পূর্বে যে উপাসনা হয়েছিল তাব চেয়ে এই উপাসনার পরিবেশ কতই না ভিন্ন প্রকৃতির ছিল । অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সব হৃদয়ে প্রবলভাবে তাব বিন্দ্র প্রতিনিধির মাধ্যমে কাজ করে যেতে লাগল । এই দিন পূর্বোহিত ও সাধারণ লোকদের জীবনে এমন এক স্বাধীনভাব দেখা গেল যা এব আগে কখনও দেখা যায়নি, কারণ এর আগে তাবা সত্যের কাছে কখনও আত্মসমর্পণ করেনি । এই সত্যই মানুষকে স্বাধীন করে এবং স্বাধীন থাকতে সাহায্য করে । যোহন ৮ : ৩২, ৩৬ । উপস্থিত লোকদের অনেকেই আশ্চর্য হয়ে গেল যখন কাপ্তেন মান প্রার্থনা করে সভার কাজ উদ্বোধন করলেন । এটা ছিল এমনই এক প্রার্থনা যা এই বৈঠকখানায় বসে কেউ কখনও শুনতে পায়নি, আর হয়ত কখনও শুনতে পাবে না । কম্পিত কণ্ঠে তিনি শুরু করলেন, “হে স্বর্গের ঈশ্বর, এই সময় সত্যই আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমাদেরকে তোমার কাছে ডেকে এনেছ— আমরা তোমার ভালবাসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তোমার ভালবাসা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে অনুসরণ করেছে । আমরা আমাদের সুন্দর স্বভাবের মায়েদের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই । আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন তোমাবই নির্দেশে তারা ধার্মিকতার পথে আমাদেরকে চালিয়ে এনেছেন, তারা আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন এবং তারা আমাদেরকে তোমার আদেশগুলিকে ভালবাসতে ও তা পালন করতে শিক্ষা দিয়েছেন । তুমি নিশ্চয়ই আমাদের মায়েদের চেয়ে আরও উত্তম কারণ তুমিই তাদের সৃষ্টি করে আমাদের দিয়েছ । আমরা তোমার উপর নির্ভর করতে পারি এবং এখন তা করিও বটে । আমরা চাই আজ তুমি তোমার মহান শক্তি বাহুতে আমাদেরকে তুলে নিয়ে তোমার কোলের মধ্যে ধরে রাখ । আমরা জগৎ ও তার সব মূর্খতায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি । তাই হে মুক্তিদাতা তুমি আমাদেরকে ধর, ও তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমাদেরকে বিশ্রাম দান কর । আমরা তোমার আত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করি, তুমি আমাদেরকে এখন শিক্ষা দেও । সত্যের সেই পূর্ণতায় আমাদেরকে নিয়ে চল । তুমি আমাদেরকে সাহস দেও যেন যে কোন মূল্যে আমরা সঠিক কাজটি করতে পারি এবং যেন যাত্রার শেষে পৌঁছে একদিন আমরা আমাদের মায়েদের দেখা পাই ও তোমাকে মহিমাধিত অবস্থায় দেখতে পাই; তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে ও আমাদের জরুরী প্রয়োজনে এই সব কিছুই আমাদের দান কর । তোমার পুত্র ও আমাদের মুক্তিদাতা যীশুর অধিকারের মাধ্যমে আমরা এই সব চাই— আমেন ।” কাপ্তেন তার হাটু গাড়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালে বার বার “আমেন”



শব্দ শোনা গেল, কারণ তিনি হাট্টু গেড়ে প্রার্থনা করছিলেন। তার প্রথম জীবনের কোমল স্মৃতিগুলি স্মরণ করে তার চোখ এমনভাবে ভিজে গিয়েছিল যে তা মুছবার জন্য একাধিকবার রুমাল ব্যবহার করতে হলো। মিঃ এণ্ডারসন উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই মিসেস শ্লোকাম কথা বললেন। তিনি বললেন, “পালক মশাই, আপনি কি আজ দাগ দেয়া বাইবেল খানা ব্যবহার করার কথা ভাবতেছেন? আমি এই প্রার্থনার ফলে এই সভাকে এক ধরনের মায়েদের সভা বলে মনে করছি, আর এই বাইবেল খানা সত্যই এক জন মায়েদের বাইবেল। এটা একটু আবেগের কথা হলেও এটা সত্য, আব কিছু লোকের কাছে এটা আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হবে।” হ্যারল্ড উইলসন আনন্দের সংগে বাইবেল খানা নিয়ে এগিয়ে আসল এবং বক্তার টেবিলের উপর রেখে দিল। এভাবে এক জন মায়েদের গলাব স্বর কথা বলতে লাগল ও এক জন মায়েদের প্রার্থনার উত্তর দান চলতে থাকল। ঈশ্বরের হাতে জীবনের নিয়ন্ত্রণভার দিলে তার কাজে ফলগুলি কেমন নিশ্চিতভাবে অনুবর্তী হয়। মিঃ এণ্ডারসন বললেন, “বন্ধুগণ আপনারা হযত জানেন যে আজ আমাকে কথা বলবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। কিছু লোক প্রভুর বিশ্রামবাবের মধ্যে প্রকাশিত সুসমাচারের সত্য সম্পর্কে আরও পূর্ণরূপে জানবার জন্য আগ্রহী হয়েছে, এবং একাজে সাহায্যের জন্য আমি আপনাদের সামনে কয়েকটা নীতি বা শিক্ষা রাখতে চাই যার দিকে আগে নজর দেয়া হয়নি। আমার মনে হয় গত মংগলবার আমার হাতে এক জন লোক যে প্রশ্নটি তুলে দিয়েছে তার উত্তর দেয়াই আমার পক্ষে ভাল হবে। প্রশ্নটি হচ্ছে, “প্রকাশিত বাক্য ২৩ : ১৭ পদে যে পশুব ছাব এব কথা বলা হয়েছে তার অর্থ কি?”

“আমাকে নিঃসন্দেহে খুব সংক্ষেপে বলতে হবে; তাই আপনারা আমাকে সুখী মনে নিশ্চয়ই অনুমতি দেবেন যেন আমি নির্বাচিত শব্দ ব্যবহারের স্বাভাবিক উপদেশ দেয়ার বীতি বাদ দিয়ে আপনাদের সংগে এক শ্রেণীর ছাত্রদের মত আচরণ করতে পারি যাতে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা অনুসারে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। আমি প্রথমে এই ঘটনার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে প্রকাশিত বাক্যের ১২, ১৩ এবং ১৭ অধ্যায়ের পশুটি হলো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা শয়তানের প্রভাব বিশিষ্ট ও মণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণাধীন পার্থিব ক্ষমতা বা পৃথিবীর সাম্রাজ্য। প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়টি হলো পোপের মণ্ডলীর প্রভাববিশিষ্ট পার্থিব সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যা ভাববাদিক সময়ের বিয়াল্লিশ মাস পর্য্যন্ত (৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২৬০ বছর) দর্পের ও ঈশ্বরের নিন্দার কথা বলেছিল এবং যাকে পবিত্রগণের সংগে যুদ্ধ করার ও তাদেরকে জয় করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। ৫ থেকে ৭ পদ দেখুন। এটা ছিল সেই ভয়ংকর পদ্ধতি যা সেই পাপ পুরুষ এবং বিনাশ সন্তান নামে পরিচিত যা ঈশ্বরের মণ্ডলীর মধ্যে সংঘটিত হলো, রোমীয় সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ লাভ-করল, বাইবেলের স্থানে বীতি-নীতিকে স্থান দিল এবং বিশ্রামবাবের পরিবর্তে রবিবারকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের আইনকেই বদলে দিল। ২ থিমলনীকীয় ২ : ৩,৪ পদ ও দানিয়েল ৭ : ২৫ পদ দেখুন। এগুলি সব ইতিহাসের ব্যাপার এবং সকলেই তা পড়ে দেখতে পারে।

সুতরাং আপনারা এক নজরেই দেখতে পাবেন যে পশুর ছাপ এর কথা বলা হয়েছে তা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সত্য ও তাঁর লোকদের বিরোধিতাকারী পোপের কার্যাবলী, কারণ প্রকাশিত বাক্য ১৮ : ৯-১১ পদ স্পষ্টভাবে বলে যে, যেকেউ এই ছাপ ধারণ করে সে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে অভিশাপের পাত্র করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই ছাপ হলো অত্যন্ত সাংঘাতিক একটা প্রতিজ্ঞার চিহ্ন এবং নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অনুপ্রেরণা আমাদেরকে এর আসল অর্থ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবে। “ছাপ” কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো মুদ্রাংকিত করা বা ছাপ মারা বা চিহ্নিত করা বা স্বাক্ষর করা। একই অর্থ বুঝবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় এই বিভিন্ন শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন যিহিস্কেল ৯ : ৪ পদে ঈশ্বর স্বর্গীয় সংবাদবাহককে বললেন যে, যে সমস্ত লোক তাকে সম্মান করে যেন তাদের কপালে চিহ্ন দেয়। আবার প্রকাশিত বাক্য ৭ : ৩ পদে আমরা দেখি সেই একই লোকদের কপালে মুদ্রাংকিত করা। রোমীয় ৪ : ১১ পদে মুদ্রাংক ও চিহ্ন শব্দ দুটি একই অর্থ প্রকাশ করে : “আর তিনি তুচ্ছ চিহ্ন পাঠাইয়াছিলেন, ইহা সেই বিশ্বাসের ধার্মিকতার মুদ্রাংক ছিল, যে বিশ্বাস অচ্ছিন্নত্বক থাকিতে তাঁহার ছিল।” সুতরাং এটাকে ঈশ্বরের চিহ্ন বলা সম্পূর্ণ উপযুক্ত হবে। ঈশ্বরের মুদ্রাংক বা ঈশ্বরের চিহ্ন যেটিই বলা হোক না কেন লোকেরা এর অর্থ স্পষ্ট বুঝতে পারবে। ব্যাপারটি আসলে যেভাবে আছে তা হলো এই যে একদিকে পশুর ছাপ, তার চিহ্ন বা মুদ্রাংক আছে এবং তার বিপরীতে ঈশ্বরের ছাপ, ঈশ্বরের চিহ্ন বা ঈশ্বরের মুদ্রাংক আছে। পশুর ছাপ, বা চিহ্ন, বা তার মুদ্রাংক ধারণ করার অর্থ হবে মৃত্যুকে বরণ করা, আর ঈশ্বরের ছাপ, বা চিহ্ন বা তার মুদ্রাংক ধারণ করার অর্থ হবে বেঁচে থাকা এবং অনন্তকাল বেঁচে থাকা। কিন্তু এবারে আমরা বিষয়টির আসল মজাব অংশটিতে আসছি। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে ছাপ, চিহ্ন মুদ্রাংক নামক এই শব্দগুলি বিশেষ অর্থে আইন কানুন বা আইন সংগত দলিল বুঝবার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। “ঈষেবল আহাবের নাম করিয়া কতকগুলি পত্র লিখিয়া তাঁহার মুদ্রায় মুদ্রাংকিত করিল।” ১ রাজাবলি ২১ : ৮। ইস্টের রাণীর সময়ে যিহুদীদের ধ্বংস করবার জন্য হামনের আদেশটি আহশ্বেরশ রাজার নামে লিখিত ও রাজার অংগুরীয়ে মুদ্রাংকিত করা হয়েছিল। ইস্টের ৩ : ১২। এটা ছিল প্রাচীন কালের সীল মোহরের আংটি বা নাম সম্বলিত আংটির চিন্তা ধারা। আংটিতে রাজার নাম থাকত এবং আংটির ছাপ মারার অর্থ ছিল রাজার নামের সীলমোহর করা। এভাবে দলিল পত্রকে সীল মোহর করা হত এবং তা আইন সংগত হয়ে যেত। আমরা যে বিষয়টির খোঁজ করছি তা জানবার জন্য এটা স্মরণ রাখা দরকার। ঈশ্বরের মুদ্রাংক বা চিহ্ন এমনই একটা জিনিষ যা তাঁর আইন কানুনের সংগে সম্পর্কযুক্ত। তার সীল মোহরের মধ্যেই তাঁর নাম পাওয়া যায়, আর সেইজন্য এটাই বাস্তবিক আইনের বৈধতা প্রদান করে। আপনারা সকলে নিশ্চয়ই জানেন যে প্রত্যেকটি আইনের সীল মোহরের মধ্যে তিনটি অত্যাবশ্যক জিনিষ আছে : প্রথমতঃ সরকারী কর্মচারীর নাম, দ্বিতীয়তঃ তার কার্যালয়ের নাম এবং তৃতীয়তঃ সেই রাজ্যের নাম যে রাজ্যের উপরে তিনি ক্ষমতাবান। এভাবে আমাদের দেশের প্রেসিডেন্টকে কোন বিল বা অন্য কোন দলিলে স্বাক্ষর করবার সময় তার নিজের

নাম স্বাক্ষর করতে হয় এবং সে সংগে তার পদ অর্থাৎ যুক্ত বাস্তব প্রেসিডেন্ট এই কথাটিও সংযোজিত করতে হয়। তিনি কেবল তার নাম স্বাক্ষর করলেই যথেষ্ট হবেনা, কারণ ঐ একই নামে অন্য কোন লোকও থাকতে পারে। আবার তার নাম ও কাজের কথা বললেও যথেষ্ট হবেনা, কারণ ঐ নামেব কোন লোক এটা অস্থায়ী কোম্পানি বা সাহিত্য ক্লাবেবও প্রেসিডেন্ট হতে পাবেন। সুতরাং তিনটি কথাই লিখতে হবে (১) নাম (২) প্রেসিডেন্ট (পদ বা কার্যালয়) এবং (৩) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (রাজ্য বা এলাকা)। এবারে দেখা যাক ঈশ্বরের আইন দশ আঞ্জার বেলায় এই নিয়মটি বাস্তবিকই মেনে চলা হয়েছে কিনা। প্রথম আঞ্জা ও শেষ পাঁচটি আঞ্জায় যিহোবার নাম উল্লেখ করা হয়নি, সুতরাং আমরা এগুলি ছেড়ে যাব। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম আঞ্জায় কেবল মাত্র তার নাম দেয়া হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ আঞ্জার বিশ্রামবারের আদেশে তাঁর নাম, তাঁর পদ বা কার্যালয় এবং তাঁর রাজ্য বা এলাকার পরিচয় পাওয়া যায়।” সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর (যিহোবা) উদ্দেশ্যে বিশ্রামদিন” — এখানে তার নাম আছে। “কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করিয়া” - এখানে তিনি সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তার পদ বা কার্যালয় এ কথা বলেছেন এবং আকাশমণ্ডল, পৃথিবী ও সমুদ্রকে তার ক্ষমতাবান থাকার এলাকা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা যিহোবা — এটাই হলো তার বৈধ সীল মোহর। চতুর্থ আঞ্জাই হলো ঐশ্বরিক আইনের বৈধ সীল মোহর, আর এটা না থাকলে এ আইন কানুন বা ব্যবস্থা অচল বা অকার্যকর হয়ে পড়ত। আপনাবা সকলে কি এখন এটা বুঝতে পাবছেন ?”

কেউ কোন প্রশ্ন কবল না। সত্য আত্মপ্রকাশ কবল। “আমরা কেন তার বাধ্য হব তাঁর যুক্তি হিসাবে ঈশ্বর সব সময় দেখিয়ে দেন যে তিনিই সব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। আদিপুস্তক ১ : ১, যাত্রাপুস্তক ২০ : ৮-১১, যিরমি ১০ : ১০-১২, গসংহিতা ৯৬ : ৫, ৩৩ : ৬-৯ এবং সে সংগে অন্যান্য শাস্ত্রাংশ পড়ে দেখুন। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি পৌত্তলিকদের কাছে মিশনারী হিসাবে যাবার জন্য যাত্রা করে থাকেন তাহলে মনে রাখবেন যে কেবলমাত্র চতুর্থ আঞ্জা সত্য এবং বিবেক বুদ্ধির সংগে তা পালন করেই কেবল তাদেরকে আমাদের ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতা বুঝানো যাবে।” ডাঃ স্পল্‌ডিং বললেন, “দয়া করে ঐ বিষয়টি আর একটু ব্যাখ্যা করে বলুন।” পৌত্তলিকরা যখন তাদের দেবদেবীর মহত্ব বিশ্বাস করে থাকেন তারা সেগুলির সৃষ্টির ক্ষমতা আছে বলে সেগুলির উপাসনা করে না। এভাবে আপনারা যখন প্রামাণ্য বা যুক্তি সংগত কথা দিয়ে তাদের বুঝাবেন যে যিহোবা হলেন সৃষ্টিকর্তা, যিনি সব বস্তু নির্মাণ করেছেন, এমন কি পৌত্তলিকরা যেসব বস্তুর উপাসনা করে তাও তিনি নির্মাণ করেছেন, তখন তারা বুঝতে পারবে যে সে ক্ষেত্রের দেব দেবীদেরকেও যিহোবার আঞ্জাগুলির কাছে মাথা নত করা উচিত। এভাবে বিশ্রামবার পালনের আঞ্জা তাঁর কাছে তার আনুগত্য পরিবর্তনের সতর্কবাণী হয়ে দেখা দেবে এবং আপনার বাধ্যতা তাকে এটা বুঝতে সাহায্য করবে যে ঈশ্বর এখনও বেঁচে আছেন এবং যারা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদেরকে তিনি নূতন করে সৃষ্টি করেন।” ডাঃ স্পল্‌ডিং বললেন, “আমরা যারা মিশনারী তারা এই

শিক্ষাটি মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারি।” এরপর মিঃ কনান বললেন, “মিঃ এণ্ডারসন, সেই পশুর ছাব এর অর্থ কি? আপনি সে বিষয়ে তো কিছুই বললেন না।” ধর্মযাজক বললেন, “মিঃ কনান, আমার মনে হয় আপনি নিজেই এখন আপনার নিজের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন। বিশ্রামবার পালনের আদেশটি যদি ঈশ্বরের সীল মোহর হয়, “আর আসলে তাই সত্য) আর সেই পশুর ছাব বা মুদ্রাংক যদি তার বিবোধিতা করে তাহলে সেই ছাব এর চরিত্র সম্পর্কে যুক্তি সংগতভাবে আমরা কি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি?” মিঃ কনান তার উত্তরে বললেন, “কেন, আমিও তাকে যুক্তিসংগতভাবে এক ধরণের বিশ্রামবার বলব; তার মানে বিশ্রামবারের বিরুদ্ধে বিশ্রামবার।” মিঃ এণ্ডারসন বললেন, “ঠিক তাই, আর সেটাই হল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা যাব কথা আমি গতকাল আপনাদের বলেছি। সেই পশু বা পোপতন্ত্র অর্থাৎ আমাদের যুগের চতুর্থ শতাব্দীতে বাস্ট ও মণ্ডলীর যে সংযোগ সাধিত হয়েছিল তা ঈশ্বরের বাক্যের স্থলে প্রথা বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হল এবং অন্যায়ভাবে চতুর্থ আঞ্জাব সত্যকে আক্রমণ করে বিশ্রামবারের জায়গায় রবিবারকে প্রতিষ্ঠা করল। তৎকালীন বিশপ ইউসেরিয়াস প্রকাশ্যে দাবী করলেন যে বিশ্রামবারে যা কিছু করা কর্তব্য ছিল তার সব কিছুই আমরা প্রভুর দিনে নিয়ে গেলাম। বেশী দিন আগের কথা নয়, যুক্ত বাস্টের একটা নামকরা ক্যাথলিক পত্রিকা এই বিবৃতি প্রকাশ করেছিল যে ক্যাথলিক মণ্ডলী তার নিজস্ব অত্রান্ত ক্ষমতা বলে পুরাতন ব্যবস্থার বিশ্রামদিনের জায়গায় রবিবারকে পবিত্র দিন করল। আমি গতকাল যে ধর্মীয় প্রশ্নোত্তরমালা দেখেছিলাম তাতে লেখা আছে যে আমরা শনিবারের পরিবর্তে রবিবার পালন করি, কারণ ক্যাথলিক মণ্ডলী ৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লায়দিকেয়ার কাউন্সিল সভায় শনিবারের ভাবগাষ্ঠীয্য ও পবিত্রতা রবিবারে বদলী করে নিয়ে গিয়েছে। এখন ঈশ্বর যেমন তাঁর বিশ্রামদিনের মুদ্রাংককে তাঁর ক্ষমতা বা পদাধিকারের প্রমাণ হিসাবে দেখান, ঠিক তেমনি রোমের মণ্ডলী রবিবারের ছাপকে তার ক্ষমতার প্রমাণ হিসাবে দেখিয়ে থাকেন। প্রশ্নোত্তর মালা অনুসারে রবিবারকে বিশ্রামবারে পরিণত করার কাজটি দ্বারা ঐ মণ্ডলী প্রমাণ করতে চায় যে ভোজ পর্ব ও পবিত্র দিন স্থির করার তার অধিকার আছে। এভাবে তার ছবি দর্পের সংগে ঈশ্বরের মুদ্রাংকের বিবোধিতা করে। সব মিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে স্বধর্মত্যাগী এক ক্ষমতা ঈশ্বরের আইনের মুদ্রাংক ছিড়ে ফেলে এবং রবিবারকে তার স্থানে বসিয়ে সেই ব্যবস্থা লংঘন করেছে। এরপরে এই ধর্মত্যাগ সকল মানুষের কাছে উপস্থিত হয়ে এই পরিবর্তন মেনে নেয়ার জন্য দাবী জানিয়েছে, আর যেখানেই তারা যথেষ্ট প্রভাব খাটাতে পেরেছে সেখানেই ... আইনের আশ্রয় নিয়ে তাদের দাবীগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আমাদের ও অন্যান্য দেশের রবিবারের আইনগুলির পিছনে এই একই নীতি কাজ করেছে। পাছে আপনারা কেউ অজ্ঞ থেকে যান সেজন্য এখানে আমার বলা দরকার যে ঈশ্বরের বাক্যের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি ও বর্তমান রোমীয় মণ্ডলীর পরিকল্পনাগুলি উভয়ে দেখিয়ে দেয় যে অল্প সময়ের মধ্যেই সব জাতি আইন পাশ করে রবিবার পালনকে একটা সার্বজনীন ব্যবস্থা বা রীতি করে ফেলবে এবং পরিশেষে মানুষকে তা পালন করতে বাধ্য করবে, অন্যথায় তাদের শেষ হয়ে যেতে হবে। আপনারা প্রকাশিত বাক্য ১৩ অধ্যায়ের



সব অংশটুকু পড়ুন। অনেক খ্রীষ্টিয়ান সৎ বিবেকে রবিবার পালন করে আসছে। তারা বিশ্বাস করে আসছে যে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করছে; ঈশ্বরও তাদের অভিপ্রায় বা হৃদয়ের ভালবাসা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখন আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঈশ্বর আমাদেরকে সেই পশুর ও তার মূর্তির মধ্যকার ভ্রান্ত পদ্ধতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন, যা খাঁটি বিশ্রামবারের জায়গায় মিথ্যা বিশ্রামবারের প্রশংসাগান করে ও দণ্ডাজ্ঞার মাধ্যমে তা চালু রাখার চেষ্টা করে। এভাবে এটা তার ছাপ হয়ে যায়। আব মানুষেরা যখন ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেয়েও তাঁর নির্ধারিত দিনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সেই পশু ও তার মূর্তির দ্বারা বলবৎ করা রবিবারকে তাদের আনুগত্যের প্রতীকরূপে মেনে নেয় তখন তারা সেই পশুর ছাব ধারণ করে যার বিরুদ্ধে ঈশ্বর সতর্ক করে দিচ্ছেন। মানুষের অভিজ্ঞতার কোন স্তরে গিয়ে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা নশ্বর মানুষের পক্ষে বলা খুব শক্ত। ঈশ্বরই তার বিচার করবেন। সুতরাং এই সময় ঈশ্বর আমাদেরকে আহ্বান করছেন যেন আমরা আবার তাঁর ব্যবস্থার কাছে ফিরে আসি এবং সম্পূর্ণরূপে তা পালন করি। তিনি আমাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করছেন যেন আমরা বিশ্রামবারকে তাব উপযুক্ত স্থানে ফিরিয়ে আনি। যিশাইয় ৮ : ১৬ পদ দেখুন। তিনি আমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন যেন আমরা আর একে পদদলিত না করি। যিশাইয় ৫৮ : ১৩। তিনি তাঁর বার্তাবাহকদের আদেশ দিচ্ছেন যে পর্যন্ত আমরা এর সত্যকে জীবনে গ্রহণ না করতে পারি সে পর্যন্ত যেন আমরা মানুষের বিতর্কের ঢেউ সহ্য করে যাই। প্রকাশিত বাক্য ৭ : ১-৩। তিনি সমগ্র পৃথিবীতে এক মহৎ সুসমাচারের বাণী পাঠিয়ে মানুষকে আহ্বান করছেন যেন একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা হয় যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রকাশিত বাক্য ১৪ : ৬, ৭। আর পরিশেষে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন যে অনেকে রবিবারের ছাপ গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, কিন্তু ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে তাদের জীবনে গ্রহণ করে তাবা সবগুলি আঙ্গুপালন করবে (প্রকাশিত বাক্য ১ : ১২), এবং তাঁর সীল মোহরে মুদ্রাংকিত হয়ে শেষে মহিমার রাজ্যের সিয়োন পর্বতে গিয়ে দাঁড়াবে। প্রকাশিত বাক্য ১৪ : ১। অপর দিকে যারা ঈশ্বরের বাণী প্রত্যাখ্যান করে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ শক্তিকে সম্বলিত করার জন্য জগতে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকবে এবং এভাবে জগতের মনোভাব ও স্বভাববিশিষ্ট হবে, তারা তাঁর “রোষ – মদিবা” পান করবে (প্রকাশিত বাক্য ১৪ : ৯-১১) এবং সেই সব ভয়াবহ মহামারীতে কষ্ট পাবে যা তখন পৃথিবীকে জনশূন্য করে দেবে। প্রকাশিত বাক্য ১৬। বন্ধুগণ, আপনারা কি ভাবছেন যে এ ব্যাপারে আমার কোন স্বার্থ আছে? এ বিষয় নিয়ে ধ্যান চিন্তা করা কি আপনি উপযুক্ত মনে করেন না? এখানে কি এমন কেউ আছেন যিনি এই প্রশ্নটিকে একটা লঘু ব্যাপার বলে মনে করেন? আপনি কোনটি গ্রহণ করবেন – রোমকে না খ্রীষ্টকে, রবিবারকে না বিশ্রামবারকে, পশুর ছাপকে না জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রাংককে?” ডাঃ স্পল্ডিং প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন, “মিঃ এণ্ডারসন, আমি কি কয়েকটা কথা বলতে পারি?” তিনি যখন লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন, তখন স্পষ্ট বুঝা গেল যে তিনি এমন কিছু লাভ করেছেন যা তার জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করবে এবং যা অন্যান্য অনেকের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে।



## ষোড়শ অধ্যায়

### দাগ দেয়া বাইবেলের শুভ ফলসমূহ

ডাঃ স্পল্‌ডিং এর গলা থেকে স্বর বের হচ্ছিল না। তার বিগত জীবনের সম্পূর্ণ চিত্রটা তার সামনে ভেসে উঠল এবং তার জীবনের এই বিরাট ব্যর্থতার অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলল। তিনি বলতে শুরু করলেন, “ভাই সব, আপনারা অবশ্য জানেন যে আমি এই যাত্রার প্রথম থেকে সংকল্পবদ্ধ হয়ে সর্বতোভাবে এই চিন্তার সংগে যুদ্ধ চালিয়ে আসছি যে চতুর্থ আঙ্কা খ্রীষ্টিয়ানদের পালন করা উচিত। এই যাত্রার শুরু থেকে আমি এমন ও কামনা করেছি যে মিঃ উইলসন নামের এই যুবকের গলার স্বর শুরু করে দেবার জন্য কিছু একটা ঘটবে। আমি বাস্তবিকই তাকে এবং তার বাইবেল খানাকে ঘৃণা করে আসছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। তিনি আমার হৃদয় স্পর্শ করে তা নরম করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর নূতন নিয়মের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছেন, এবং আজ আমি সত্যি করে বলতে পারি যে তাঁর ইচ্ছা পালনে আমি আনন্দ অনুভব করছি। যে আইনটিকে রদ করা হয়েছে বলে আমি ধারণা করতে চেয়েছিলাম এবং যে বিগ্রামবারকে আমি তুচ্ছ করেছিলাম ও এমনকি ঘৃণা করেছিলাম তা এখন আমার অন্তরে লেখা হয়ে গেছে এবং আমি প্রভুতে বিগ্রাম লাভ করছি। মিঃ উইলসনের একজন ঈশ্বরভক্ত মা ছিল। তিনি ঈশ্বরের বাক্যকে ভালবাসতেন এবং চাইতেন যেন তার ছেলেও তা ভালবাসে। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তার চোখের জল ও তার প্রার্থনা এই বই খানার মধ্যে রেখে গেছেন (টেবিলের উপর থেকে তিনি সেই দাগ দেয়া বাইবেল খানা তুলে ধরলেন)। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, কোন না কোন ভাবে তার এই ভালবাসার কাজটি স্বর্গে আশীর্বাদযুক্ত হবে। আর আজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তাই হয়েছে। তার ছেলে প্রভুকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ভাই সব, আমি আপনাদের বলতে চাই যে এই বইখানা ও ঐ যুবকের মায়ের প্রার্থনা আমার মত একজন একরোখা লোককেও তার গতিপথ থেকে ধরে এনেছে।” তার এই সাক্ষ্য এত একাগ্র, এত সরল ও এত মধুর ছিল যে কণিকের জন্য মনে হলো যেন সেই পরিবেশটাই ঈশ্বরের ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে গেছে। হ্যারল্ড উইলসন জিজ্ঞেস করল, “ডাঃ স্পল্‌ডিং, আপনি কি সত্যিই আমার সংগে যাবেন?” ডাঃ স্পল্‌ডিং এর হাতে যে ভাজ করা কাগজ খানা ছিল তা খুলে ধরে তিনি

এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন । এটা ছিল কর্তৃপক্ষের কাছে লেখা এক খানা পদত্যাগ পত্র । যাদের পৃষ্টপোষকতায় তিনি এই যাত্রায় বেরিয়েছিলেন সেই কর্তৃপক্ষীয় বোর্ডের কাছে তিনি এই পদত্যাগ পত্র লিখেছিলেন । তিনি তখন পদত্যাগ পত্রখানা পড়তে আরম্ভ করলেন :

“সম্মানিত বন্ধুগণ, এতদ্বারা আমি আপনাদের জানাতে চাই যে, ঈশ্বর আমাব জীবনে এক অলৌকিক পরিবর্তন সাধন করেছেন, এবং তিনি আমাকে এমন অবস্থায় নিয়ে এসেছেন যেখানে আমি বুঝতে পারছি যে তাঁর নগরের শৌলের মত বহু বছর যাবৎ যে চিন্তা আমাকে দংশন করছিল তাকে আমি নির্বোধের মত পদাঘাত করে এসেছি । সমুদ্র পথে আমার যাত্রা শেষ করবার আগেই আমার পূর্ববর্তী বিশ্বাস ও শিক্ষা এত বেশী পবিবর্তিত হয়ে গেছে যে আমাকে যে উদ্দেশ্যে প্রাচ্যে পাঠানো হয়েছিল আমি সেকাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হচ্ছি, এবং আমি আপনাদের অনুরোধ কবছি ফরেন মিশন বোর্ডের একজন সদস্য হিসাবে আমার পদত্যাগ পত্র যেন গ্রহণ করা হয় । আপনারা যাতে আমাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেন সেজন্য আমার বিগত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমি একটা সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতে চাই । আপনারা ভাল কবে জানেন যে বিশ্রামবার পালনকারীদের কথিত ভুল মতবাদের বিরুদ্ধে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে আমাদের মতবাদ সমর্থন করবার জন্য আমাকে অনেকবার মনোনীত করা হয়েছে । ধারণা করা হয় যে একাজে আমি বেশ খ্যাতির সংগে সফলকাম হয়েছি । কয়েক বছর আগে আমাকেই মনোনীত করা হয়েছিল যেন আমি আমাদের আরাকানসাস রাজ্যের রবিবারের আইন ভংগকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা কবি । আর এখানেও আমি সফলকাম হয়েছি বলে মনে করা হয়েছিল, কারণ আমি বেশ কিছু লোককে দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছিলাম এবং আমাদের জেলা সম্মেলন থেকে এজন্য এক প্রশংসাপত্র পেয়েছিলাম । কিন্তু আমার যাজকত্বের সব সময় জুড়ে অনবরত এক অদভূত ও অস্পষ্ট চেতনা আমাকে অনুসরণ করে পীড়া দিয়ে আসছে যে আমার ধারণাগুলির শাস্ত্রসম্মত কোন ভাল ভিত্তি নেই । অনেক সময়, এমনকি তীব্র বিতর্কের সময়েও আমি শুনেছি একটা স্বর যেন আমাকে বলছে যে আমার কথা ঠিক নয় ; কিন্তু তখন আমি তা শুনেছি চাই নি, আমি মনে করেছি যে এটা কেবল আমার স্বভাবের ক্ষণিক একটা মূর্খতাপূর্ণ দুর্বলতা । থেমে গিয়ে আমার মতবাদগুলি পরীক্ষা করে নেয়ার চিন্তাকে আমি দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করতাম কারণ আমি পরিবর্তনকে ভয় করতাম, আর তাছাড়া সত্যের প্রতি ভালবাসার চেয়ে আমার গর্ব ও আমার লোকদের সমর্থনের আকর্ষণ আমার কাছে বেশী মূল্যবান ছিল ।

কিন্তু আমার কাছে পর পর বহু সময়োচিত ঘটনা ঘটেছে যা আজ আমাকে হাটু গাডতে বাধ্য করেছে । আমার জীবনের দরজা এমন প্রশস্তভাবে খুলে গেছে, অনুপ্রেরণার আলো এত পরিষ্কার হয়েছে এবং ঈশ্বরের ভালবাসা পরিবর্তনের দিকে আমাকে এমনভাবে পরিচালিত করেছে যে আমি পবিত্র আত্মার প্রভাবের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছি । আমি জীবনের যথার্থ পথ খুঁজে পেয়েছি এবং যীশু

খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে আমি তাতে আনন্দ অনুভব করছি। আমার সব প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে ও সব সন্দেহ চলে গেছে; আর আত্মা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আমার নূতন জন্ম হয়েছে। প্রিয় বন্ধুগণ, এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আমি এখন একজন বিশ্রামবার মান্যকারী ও সপ্তমদিন পালনকারী। আমি আপনাকে আর একটু ধৈর্য্য ধরতে অনুরোধ করব। আমি বাইবেল থেকে আর কয়েকটা প্রধান যুক্তি দেখাতে চাই যে, কেন আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

১। ঈশ্বরের বাক্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যরূপে তার কাছ থেকে এসেছে।

২ তীমথিয় ৩ : ১৬, ১৭ পদ; বোমীয় ১৫ : ৪ পদ।

২। যীশু খ্রীষ্টই হলেন এর রচয়িতা। ২ পিতর ২ : ২১ পদ; ১ পিতর ১ : ১০-১১ পদ।

৩। পুৰাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম উভয় গ্রন্থ খ্রীষ্টকে প্রকাশ করে। লুক ২৪ : ২৫-২৭ পদ; যোহন ৫ : ৩৯ পদ।

৪। প্রথম থেকেই সুসমাচারকে জানিয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করে। প্রকাশিত বাক্য ২৩ : ৮ পদ; গালাতীয় ৩ : ৮ পদ; যোহন ৮ : ৫৬ পদ; ইব্রীয় ৪ : ১-২ পদ।

৫। সুসমাচার পাপ থেকে উদ্ধার করে (মথি ১ : ২১ পদ; বোমীয় ১ : ১৬ পদ;) পাপ হলো নৈতিক আইন লংঘন (১ যোহন ৩ : ৪ পদ); ব্যবস্থা পাপকে দেখিয়ে দেয় এবং সুসমাচার এই পাপ থেকে উদ্ধার করে (বোমীয় ৩ : ২০ পদ)।

৬। আদিতেই পাপ পৃথিবীতে প্রবেশ করেছে (বোমীয় ৫ : ১২ পদ); এবং যেখানে কোন ব্যবস্থা বা আইন নেই সেখানে পাপ গণিত হয়না (বোমীয় ৪ : ১৬ পদ; ৫ : ১৩ পদ); সেইজন্য পৃথিবীর শুরু থেকেই ব্যবস্থা আছে।

৭। ঈশ্বরের আইনের অংশ হিসাবে আমাদের আদি পিতা মাতাকে বিশ্রামবার দেয়া হয়েছিল। আদি পুস্তক ২ : ১-৩ পদ।

৮। সমগ্র মানব জাতির জন্য এর সৃষ্টি হয়েছিল। মার্ক ২ : ২৭ পদ।

৯। খ্রীষ্ট যেমন সৃষ্টিকর্তার ভূমিকায় ছিলেন (যোহন ১ : ১-৩, ১৪ পদ; কলসীয় ১ : ১৩-১৬ পদ)। তেমনি তিনি বিশ্রামদিন সৃষ্টি করে মানুষকে তা দিয়েছিলেন। ব্যবস্থার বিশ্রামবার হল খ্রীষ্টেরই বিশ্রামবার।

১০। খ্রীষ্ট নিজেই মধ্যস্থ হয়ে সীনয় পর্বতে ব্যবস্থা প্রদান করলেন। (গালাতীয় ৩ : ১৯ পদ; ১ তিমথীয় ২ : ৫ পদ)। দশ আঙ্গা বিশেষভাবে যীশু খ্রীষ্টের দান।

১১। আমরা দেখেছি যে খ্রীষ্ট নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছেন। ১ পিতর ১ : ১০-১১ পদ। আর নবীদের মধ্য দিয়ে ব্যবস্থার প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। গীতসংহিতা ৪০ : ৭-৮ পদ; যিশাইয় ৪২ : ২১ পদ।

- ১২। তিনি যখন জগতে এলেন তখন তিনি জীবন যাপন করার সংগে সংগে দশ আঙ্কার পবিত্র ও সুদূর প্রসারী দাবীগুলি শিক্ষা দিলেন । যোহন ১৫ : ১০ পদ ; মথি ৫ : ১৭, ১৮ পদ ; ১৯ : ১৭ পদ ।
- ১৩। নূতন নিয়মের সর্বত্র যীশুর শিক্ষা অনুসরণ করা হয়েছে এবং ব্যবস্থার গুরুত্ব ঘোষণা করা হয়েছে । বোমীয় ৩ : ৩১ পদ ; যাকোব ২ : ৮-১২ পদ ; প্রকাশিত বাক্য ২২ : ১৪ পদ ।
- ১৪। এদন উদ্যানে আইন কানুন দেবার পর থেকে এর কোন পরিবর্তন করা হয়নি, কাবণ ঈশ্বর অপরিবর্তনীয় । মালাখি ৩ : ৬ পদ ; গীতসংহিতা ৮৯ : ৩৪ পদ ; মথি ৫ : ১৮ পদ ।
- ১৫। আইন কানুনের কেন্দ্রস্থল স্থাপিত বিশ্রামবার তাঁর মহান নৈতিক প্রকৃতির এক অত্যাবশ্যিক অংশরূপে আমাদের কাছে এসেছে । সুতরাং , এর কোন পরিবর্তন হয়নি এবং এটা অপরিবর্তনীয় ।
- ১৬। যুগ যুগ ধরে বিশ্রামবারকে বাধ্যতার পরীক্ষা রূপে ও আনুগত্যের চিহ্নরূপে রেখে দেয়া হয়েছে । যাত্রাপুস্তক ১৬ : ২৭-২৮ পদ ; যিরমিয় ১৭ : ২৪-২৫ পদ ; যাত্রাপুস্তক ৩১ : ১৬-১৭ পদ ; যিহিস্কেল ২০ : ১২, ২০ পদ ।
- ১৭। ঈশ্বরের আইন কানুনের সীল মোহর হিসাবে এই শেষ দিনগুলিতে এটা হবে সুসমাচাবের সেই মহা পরীক্ষার বিষয় । প্রকাশিত বাক্য ৭ : ১-৩ পদ ; ১৪ : ৬, ৭ পদ । এর সংগে যিশাইয় ৫৬ : ১-৮ পদের তুলনা করুন ।
- ১৮। পৃথিবীর সব প্রাচীন ও আধুনিক জাতিগুলির সংরক্ষিত ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সেই এদন উদ্যানের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যে সাপ্তাহিক দিন চক্র চলে আসছে তাব ক্রমিক অবস্থান সম্পর্কে কোন বিভ্রান্তি বা দিন গণনার কোন গড়মিল হয়নি । সব জাতি দিনগুলির নাম সম্পর্কেও সব সময় একমত হয়ে আসছে ।
- ১৯। সীনয় পর্বতের সেই সময় থেকে যিহুদী জাতি সপ্তম দিনকে পবিত্ররূপে মান্য করে আসছে এবং সীনয় পর্বত সৃষ্টির সপ্তম দিনকে সনাক্ত করে তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে । সুতরাং , কোনই সন্দেহ নেই যে আদিতে সপ্তার দিনগুলির যে অবস্থান ছিল আমাদের বর্তমান সপ্তা ও তার সপ্তম দিনের অবস্থান ঠিক তেমনই আছে ।
- ২০। যীশু বিশ্রামদিন পালন করতেন (লুক ৪ : ১৬ পদ) । তাই আমারও তা করা উচিত ।
- ২১। যে সমস্ত খ্রীলোকেরা খ্রীষ্টের কাছে কাছে থাকতেন তারাও তাঁর ক্রুশারোপনের পরে সেই দিনটি পালন করেছিলেন । (লুক ২৩ : ৫৬ পদ) ।
- ২২। খ্রেরিতরা এই দিনটি পালন করতেন । খ্রেরিত ১৭ : ২ পদ ; ১৮ : ৪ পদ ইত্যাদি ।
- ২৩। খ্রীষ্ট চলে যাবার পরেও দুই শতাব্দীর বেশী সময় যাবৎ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী সাধারণভাবে সপ্তম দিন পালন করেছে ।

২৪। রবিবার ছিল প্রাচীন পৌত্তলিক সূর্য্য উপাসনার মহান দিন, এবং খ্রীষ্ট ধর্মকে জনপ্রিয় করবার জন্য এবং অগণিত জনগণের রুচিকে সম্বুট করবার জন্য উচ্চাভিলাষী জাগতিকমনা মণ্ডলীর লোকেরা এই দিন মিলিত হবার রীতির প্রচলন করে। মণ্ডলী যদি বিশ্বস্ত থাকত তাহলে রবিবার দিন পালনের কোন কথাই শোনা যেতনা।

২৫। চতুর্থ শতাব্দীতে মণ্ডলী যখন সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ল, তখন সে রাষ্ট্রের সংগে হাত মিলালো, এবং এভাবে আইনের দ্বারা রবিবার দিনকে স্বীকৃতি দেয়া হোল, আর সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত সেই রীতি চলে আসছে। দানিয়েল ৭ : ২৫ পদ অনুসারে বোমের মণ্ডলীই বিশ্রামবার পরিবর্তন করেছে।

২৬। কিন্তু বৃহত্তর দুনিয়ার কাছে বিশ্রামদিন সম্পূর্ণ আলাদা। তাই এখন ঈশ্বর মানুষকে আহ্বান করেছেন এই দিন পালন করে তাঁকে সম্মান করা হয় (যিশাইয় ৫৮ : ১৩ পদ) এবং পোপতন্ত্রের রীতি অনুসরণ করে তার ছাব ধারণ করার বিরুদ্ধে তিনি মানুষকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। (প্রকাশিত বাক্য ১৪ : ১২ পদ)।

২৭। কতকলোক তাঁর এই বাণীর প্রতি মনোযোগ দেবে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করবে। (প্রকাশিত বাক্য ১৪ : ১২ পদ)।

২৮। এই লোকগুলিকে তাঁর নাম দিয়ে সীল মোহর করা হবে এবং এখানে খ্রীষ্টেতে তারা যে বিশ্রাম লাভ করেছে সেই বিশ্রাম দিনের বিশ্রাম তারা অনন্তকাল যাবৎ সেই পরবর্তী উন্নততর জগতে উপভোগ করতে থাকবে। প্রকাশিত বাক্য ১৪ : ১ পদ। যিশাইয় ৬৬ : ২২, ২৩ পদ।

প্রিয় ভাইয়েরা,

এই সমস্ত শাস্ত্রাংশ পড়বার পরে আমি আমার অন্তরকে নূতন নিয়মের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে দান করেছি এবং আমি এরই মধ্যে তাঁর পবিত্র বিশ্রামবারের দানের মধ্যে আশীর্বাদ লাভ করতে শুরু করেছি। এই নূতন জীবন এত সুন্দর যে আমি আপনাদের আমার সংগে আসবার আমন্ত্রণ না জানিয়ে বিদায় নিতে পারছি না। সম্ভাব্য সব পবিত্রীকরণের মাধ্যমে আপনারা কি আমার সংগে যোগদান করে সেই ক্ষমতা লাভ করবেন না যা সমগ্র পৃথিবীতে সুসমাচার প্রচারের কাজকে ত্বরান্বিত করবে এবং শেষ বিজয়ের আনন্দময় দিনকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবে? হাঁত — আপনারা ভাই ও সহকর্মী

হাগ, এম স্পল্ডিং

“হ্যাঁ, হ্যারল্ড আমি তোমার সংগে যাব। এই দিনে ত্রুশের একজন খাঁটি মিশনারী হিসাবে আমার প্রভুর কাছে আমি আমার পরিচর্য্যার কাজ উৎসর্গ করেছি। আমার বিশ্রামবার পালনকারী ভাইয়েরা যদি আমার উপহার গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন তাহলে



আমি অতি আনন্দের সংগে ঈশ্বরের সেই মহৎ দিনের জন্য লোক প্রস্তুত করার কাজে তাদের সংগে যোগদান করব। এখন আমার কথা শেষ করবার আগে আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি যে এখানে আমার সংগে যোগদান করবার জন্য অন্য কেউ কি নেই ?” এই স্বীকারোক্তি ও আহ্বানের ফল ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ। প্রায় এক কুড়ি লোক সংগে সংগে দাঁড়িয়ে গেল। বিচাবক কারশো ডাঃ স্পলডিং এর হাত ধবলেন এবং বললেন, “বন্ধুগণ, শিমিয়োন যেমন মন্দিরের মধ্যে বলেছিলেন তেমনি এই দিনও এর উল্লেখযোগ্য আশীর্বাদগুলি আমাকে বলতে বাধ্য করেছে। “হে স্বামীন, এখন তুমি তোমার বাক্যানুসারে তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় করিতেছ, কেননা আমার নয়নযুগল তোমার পরিব্রাণ দেখিতে পাইল। আমি বিশ্বাস পেয়েছি, এবং আমার জীবনের প্রায় সমস্ত বছরের মধ্যে এই প্রথমবার আমি শান্তি লাভ করেছি।”

এবপর মিঃ সেবারেস্‌স ঘুরে দাঁড়ালেন এবং যাত্রীদের দিকে মুখ করে বললেন, “আমি তিরিশ বছরের বেশী সময় যাবত একজন ব্যবসায়ী। ছোটবেলা থেকে সব সময়েই আমি সঠিক মতবাদ গ্রহণ করতে চেয়েছি, কিন্তু কোন না কোন ভাবে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে বিশেষ কিছু নেই এবং আমার ধারণা অনুযায়ী পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন এবং পবিত্রতায় সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করা ছাড়া আর ভাল কিছু নেই। আমার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এবং সম্ভবতঃ আমার ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা লাভের জন্য এই কয়েক বছর আগেই কেবল আমি মণ্ডলীতে যোগদান করেছি, কিন্তু বাহ্যিক একটা পরিবর্তন ছাড়া এতে আর কিছুই আমার হয়নি, আর বাস্তবিকই আমি আমার অন্তরে খুব অসুখী।

দু'বছর আগে সানফ্রান্সিসকোতে আমি মিঃ এণ্ডারসনের প্রচার শুনেছি। তার কথাগুলি খুব স্পষ্ট ছিল এবং এক দিক দিয়ে তার বাণী আমার হৃদয়ে আবেদন জানিয়েছিল, কিন্তু তা কেবল মানসিক বুদ্ধিজ্ঞানের মাধ্যম। সেটা আমার হৃদয় স্পর্শ করতে পাবেনি। কিন্তু গত মংগলবার মিঃ এণ্ডারসনের কথার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাকে আমার পাপময় অবস্থা ও এ অবস্থায় তাঁর ইচ্ছানুসারে আমার কিরূপ হওয়া দরকার সে সম্পর্কে এক দর্শনের মাধ্যমে আমাকে স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর বিশ্বাসের সম্পর্কিত শিক্ষার মধ্যে আমি এক আলো দেখতে পেলাম যা আমাকে আমার খাঁটি চরিত্র দেখিয়ে দিল। আমার পাপ আমার সামনে উঠে এল এবং আমি দণ্ডদেশের ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মধ্যে সান্ত্বনা ছিল। আত্মা আমাকে সুস্থ করে তুললেন। আজ ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি একজন নূতন লোক, আর বিশ্বাসেরই আমার আনন্দ। এখন আমি জানি একজন মানুষ হওয়া এবং ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে একজন সৎলোক হওয়ার অর্থ কি ?”

মিঃ এণ্ডারসন বললেন, “মিঃ সেভারাস্‌সের এই আনন্দদায়ক সাক্ষ্য আমাকে আর একটা কথা বা আর একটা ক্রটি স্বীকারের কথা বলতে বাধ্য করেছে। কয়েক বছর

আগে আমার প্রচার যে কেন কেবল মানসিক বুদ্ধিজ্ঞানের মাধ্যমে আমার বন্ধুকে আবেদন জানিয়েছিল তার কারণ ছিল এই যে তখনও আমি ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করার রহস্যকে খুঁজে পাইনি। আমার প্রচারকাজ ছিল প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক এবং সেজন্য তা সত্যিকারভাবে মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাত না। আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমি এখন উন্নততর পদ্ধতিটি খুঁজে পেয়েছি।” এই সময় অনেকেই আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে মিঃ কন্সান তার আসন থেকে উঠে আসছেন। তিনি বললেন, “বন্ধুগণ একটা রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীতে আমার জন্ম হয়েছে, আর সেখানেই আমি লালিত পালিত হয়েছি। আমি সব সময় গর্ব করে এসেছি যে কিছুই আমাকে প্রভাবিত করে আমার বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে পারবে না। আমার মণ্ডলীই ছিল আমার কাছে একমাত্র মণ্ডলী। কেবল মাত্র কুড়ি বছরের কিছু বেশী সময় আগেও আমি এমন কিছু দেখিনি যা আমার সামান্যতম উৎকর্ষা সৃষ্টি করতে পারত। কিন্তু এখানে এই মুহূর্তে আমার সব কিছু বদলে গেছে। আমার হাত দুটি আর পুরোহিত বা পোপের শৃংখলে বাঁধা নেই। আমি এখন সত্য, সুন্দর ও স্বাধীন এক নতুন পৃথিবীতে বাস করছি। আমি যীশু খ্রীষ্টকে খুঁজে পেয়েছি এবং আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রভুর সেবা করবার আশা করছি। আমি অনুরোধ করতে চাই মিঃ এণ্ডারসন যেন আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে প্রভুর সেবা করবার আশা করছি। আমি অনুরোধ করতে চাই মিঃ এণ্ডারসন যেন আমার জন্য প্রার্থনা করেন কারণ তার মাধ্যমেই আমার কাছে সত্য প্রকাশিত হয়েছে এবং আমার মুক্তি এসেছে। ডাঃ স্পল্ডিং এর মত আমিও আমার মণ্ডলীর এক বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম, কিন্তু আমি সে সব কিছু এখন পরিত্যাগ করছি যেন সময়ের ত্রুটি থেকে এবং বিশেষভাবে বিশ্বাস ত্যাগের চিহ্ন থেকে মানুষকে মুক্ত করবার জন্য খাঁটি প্রোটেষ্ট্যান্টদের সংগে যোগ দিতে পারি।” একথা শুনে মিসেস শ্লোকাম এমন জোরে তার বিষয় প্রকাশ করলেন যে কামরার সব জায়গা থেকে তার কথা শোনা গেল। তিনি বললেন, “এটা কি চমৎকার কথা নয়? আর বহুদিন যাবৎ আমি তো এরকম কথাই অপেক্ষা করে আসছি। আমি চাই আপনারা যেন সকলেই জানতে পারেন যে আজ থেকে আমি একজন বিশ্বাসবার পালনকারী।” কাণ্ডন মান অন্যদের সংগে দাঁড়িয়ে উঠে দেখতে পেলেন যে তার কথা বলার এটাই সুযোগ, তাই তিনি বললেন, “পঞ্চাশ বছর যাবত অনেক অজ্ঞত ভোগ করার পরে শেষ পর্যন্ত আমার চোখ খুলে গিয়েছে। আমি যা জানতাম না তাও আমার জানা আছে বলে মনে করতাম। একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে যীশু খ্রীষ্টই বিশ্বাসবারকে পরিবর্তন করে তা রবিবারে নিয়ে এসেছেন এবং সেই জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে সপ্তার প্রথম দিন পালন করতে আমি নীতিগতভাবে বাধ্য ছিলাম। কিন্তু আমার অনুসন্ধানের ফলে আমি জানতে পেরেছি যে কেবল অজ্ঞ মোকেরাই সের মেনে নিতে পারে। খ্রীষ্ট কোন দিনের পরিবর্তন করেন নি, কিন্তু পোপতন্ত্রই তা করেছে। সুতরাং একজন প্রোটেষ্ট্যান্ট হিসাবে এবং যারা

ঈশ্বরের আইন কানুনের চিরস্থায়ী দাবীগুলিতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে তাদের একজন হিসাবে ও যারা একমাত্র বাইবেলকে তাদের বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মজীবনের আইন বলে মনে করে তাদের পক্ষ হয়ে আমি আমার হাত, হৃদয়, জীবন সময় ও সব কিছু আমার খুঁজে পাওয়া সেই আশীর্বাদযুক্ত সত্যের কাছে সমর্পণ করছি। এখন থেকে পৃথিবী আমাকে একজন সপ্তমদিনে বিশ্বাসী বলেই জানবে। ঈশ্বর সাহায্য করুন যেন আমি অন্য কিছু না করি। কারণ হিসাবে এটাই আমার শেষ আন্তঃ প্রশান্ত মহাসাগরীয় যাত্রা। এরপরে মিঃ ও মিসেস গ্রেগরী ঈশ্বরের আদেশের কাছে তাদের আত্মা সমর্পণে সাক্ষ্য দিলেন। মিসেস গ্রেগরী বিশেষভাবে এমন একজন লোকের হাত দ্বারা থেকে তার উদ্ধার লাভের কথা বললেন যাকে তিনি তুচ্ছ ও ঘৃণা করতেন। সে সত্যের লোক এক নব প্রতিষ্ঠিত ভালবাসার পূর্ণতা ও এক নূতন ক্ষমতালাভের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করবার জন্য পরস্পর হাত মিলালো। দাগ দেয়া বাইবেল খানা তা উদ্দেশ্য সফল কবল। একজন মায়ের প্রার্থনার উত্তরের প্রাচুর্য দেখা গেল।

সেই সময়ের পরে বহু বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর সেই সংগে সেই উৎকর্ষিত সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। হ্যারল্ড উইলসন সানফ্রান্সিসকো ফিরে এসেছে এবং মিঃ সেভার্যান্স এর সহায়তায় তার শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে; তার ধর্মযাজকের কাজে প্রবেশ করে একজন অভিবিক্ত ধর্মযাজক হিসাবে বিদেশে গিয়ে সুনামের সংগে কাজ করছে। কারণে মান নাবিকদের জন্য একটা হোম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আত্মজয়ের কাজে হ্যারল্ডের দাগ দেয়া বাইবেল খানাকে একটা বিশেষ ভূমিকা দিয়েছেন। বই খানার সংস্পর্শে এসে এবং যে তাকে এই বইখানা দিয়েছিলেন তার কাহিনী শুনে অনেক যুবকের হৃদয় জেগে উঠেছে। ডাঃ স্পল্ডিং ও মিঃ গ্রেগরী তাদের দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের প্রাচ্য দেশের দুটি নগরীতে তাদের ধর্মযাজকের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ঈশ্বরের মেঘশাবক যিনি জগতের পাপভার বহন করে নিয়ে যান তাঁর কাছে পাপ নিয়ে আসার কাজে তাদের সাফল্য অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। ডাঃ স্পল্ডিং লিখিতভাবে তার পদত্যাগ পত্র পেশ করার ফলে তার পূর্বজন কিছু সহকর্মী আরও উজ্জ্বল আলোর সন্ধানে তাকে অনুসরণ করেছে। মিঃ কনান এখন বড় একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার এবং একই সংগে ঈশ্বর প্রদত্ত গভীর আত্মিক জ্ঞানের লোক। তার কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য এখন একটা ধর্মীয় কাজ। আমাদের স্বর্গীয় পিতার সময়োচিত কাজগুলি কেমন চমৎকার। তাই আমরা এই শিক্ষাই লাভ করি যে তাঁর বাক্য নিষ্ফল হবে না এবং একজন মায়ের প্রার্থনা নিশ্চিতরূপে একদিন সফল হবে।

